GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182 E C.
Book No. 886.7.
N. L. 38.
MGIPC—S8—6 LNL/56—25-7-56—50,000.

NATIONAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A late fee of 1 anna will be charged for each day the book is kept beyond a month.

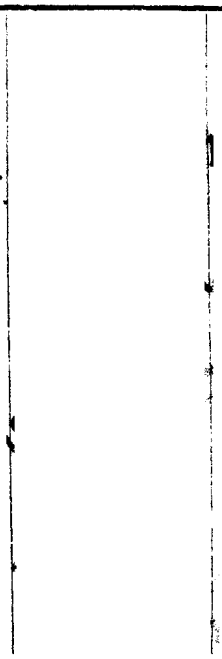

DC—S8—39 LNL/56—3-4-56—20,000.

182. E. 881.

দ্রব্যগুণ-দর্পণ।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষানামারোগ্যং কারণংযতঃ।
তস্মাদারোগ্য দানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ।"

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সংগৃহীত এবং অনুবাদিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

প্রকাশক।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কলিকাতা, চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং ভবনে।

সন১২৯৩ সাল।

মূল্য ১ এক টাকা।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্ব সাধারণকে অবগত করা যাইতেছে যে এই "ভ্রমাত্মক-দর্পণ" পুস্তক খানি গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টরি করিয়া লইয়াছি আমার বিনা অনুমতিতে মুদ্রিত করিলে আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

RARE BOOK

বিজ্ঞাপন।

লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করণার্থ দ্রব্যের দোষ গুণ বিদিত হওয়া বিশেষ কর্ত্তব্য। এতদ্বিষয় সুশ্রুত ও অন্যান্য কএকখানি চিকিৎসক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া "দ্রব্যগুণ-দর্পণ" নামক পুস্তক খানি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহা কোন একখানি গ্রন্থের আনুপূর্ব্বিক অনুবাদ নহে। দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে এসকল গ্রন্থের যে যে অংশের আবশ্যক হইয়াছে, সেই সেই অংশই গ্রহণ করা হইয়াছে। শেষ ভাগে কতকগুলীন দ্রব্যের গুণ অকারাদিক্রমে লিখিত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়দিগের সুগমার্থে অকারাদিক্রমে ও বর্গসংখ্যারিক দুই প্রকার সূচীপত্র দেওয়া হইয়াছে, কতকগুলি কঠিন শব্দের অর্থও অকারাদিক্রমে লিখিত হইয়াছে। পরিশ্রম করিতে কোন অংশেই ত্রুটি করি নাই, এক্ষণে এই দ্রব্য-গুণ পুস্তকখানি ইহা পাঠকগণের পাঠোপযোগী এবং ইহার দ্বারা দেশের উপকার প্রদর্শিত হইলে শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।

বর্গবিভাগ।

নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠাঙ্ক।	নির্ঘণ্ট।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
জল বিজ্ঞান	২৩	শুক্ত বিজ্ঞান	৪৮
দুগ্ধ বিজ্ঞান	২৮	ঘৃত বিজ্ঞান	৪৯
দধি বিজ্ঞান	৩০	তৈলাদি বিজ্ঞান	৫১
তক্র বিজ্ঞান	৩২	ক্ষার-দ্রব্য বিজ্ঞান	৫৫
ঘৃত বিজ্ঞান	৩৪	মাংস বিজ্ঞান	৫৮
তৈলাদি বিজ্ঞান	৩৬	ফল বিজ্ঞান	৭৪
রসা মেদ বসা মজ্জা বিজ্ঞান	৩৮	শাক বিজ্ঞান	৮৫
মধু বিজ্ঞান	৩৯	পুষ্প বিজ্ঞান	৯৮
ইক্ষু বিজ্ঞান	৪১	কন্দ বিজ্ঞান	৯৮
মদ্য বিজ্ঞান	৪৪	লবণ বিজ্ঞান	১০০

বর্গ বিজ্ঞান সমাপ্ত।

উপহার।

ধর্ম্মনিরত পরহিত পরায়ণ দেশহিতৈষী

শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র বড়ুয়া রায়বাহাদুর।

জমীদার মহাশয় মহাশয়েষু।

মহাশয়।

আপনি ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থে এবং পরোপকারার্থে দেশহিতকর বিবিধ-কার্য্য করিয়া পৃথিবীর একটি ভূষণ স্বরূপ হইয়াছেন। একারণ শ্রীমহাশয়ের পবিত্র করকমলে এই "ভ্রমভঞ্জন-দর্পণ নামক" পুস্তকখানি উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম নিবেদন ইতি।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক।

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

আপনার মুখ আপনি দেখ, কিছু কিছু বুঝি প্রহসন, প্রভাস যজ্ঞ ১ম ২য় খণ্ড, পদ্য শ্রীমদ্ভাগবত ১ম ও ২য় খণ্ড, চিত্ত-রঞ্জন পাঁচালী, প্রভাস মিলন, মৈথিলী মিলন, কুরুক্ষেত্রমঙ্গল, নলদময়ন্তী, ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্গাসার পারণ, রামের রাজ্যপ্রাপ্তি, কলঙ্ক-ভঞ্জন, মানভিক্ষা, বামনভিক্ষা, পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস নাটক, কবিতা-দর্পণ, কাব্যরত্ন সারসংগ্রহ, কাব্যসিন্ধু-তন্ত্র সার ও চিকিৎসা-দর্পণাদি পুস্তক প্রণেতা।

কলিকাতা আহীরিটোলা ১১৫ নং বাটী।

আকারাদি ভেদে সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
অকারাদি ভেদে দ্রব্যগুণ	১২৮
অকৃত এবং কৃত বিজ্ঞান	১০৯
অগদ তন্ত্র	৩
অগস্ত্য পুষ্প গুণ, (বৃষাদি পুষ্প গুণ দেখ	
অগস্ত্য পুষ্প গুণ	৯৫
অগুরু চন্দন গুণ	১৫
অঙ্কুর বিশিষ্ট শালী ধান্য গুণ	৫২
অঙ্কুরিত দ্রব্যোৎপন্ন ভক্ষদ্রব্য গুণ	১১৩
অজগর মাংস গুণ	৬১
অটরূষক গুণ (মণ্ডুকপর্ণী দেখ)	
অটরূষক গুণ	৯৩
অণ্ডগুণ	৬৮
অতসী গুণ (হ্রবর্ষলা দেখ)	
অতসী গুণ (হ্রবর্ষলা দেখ)	
অতি উষ্ণাম্ল গুণ	১০৪
অধম মাংসবিজ্ঞান	৭০
অধম ধান্যগুণ	৭০
অনুপান বিজ্ঞান	১১৫
অনুপদেশে জল গুণ	২৭
অন্ধকার গুণ	১৬
অন্ন গুণ	১০৪
অন্ন প্রকরণ	১০৪
অন্নাদি বিজ্ঞান	৫১
অন্নের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০২
অপক্ক দুগ্ধ জাত নবনীত গুণ	৬৩
অপক্ক মধু গুণ	৪১
অবল্গুজ গুণ (মণ্ডুকপর্ণী দেখ)	
অবল্গুজ গুণ	৯২
অভয়া ফল গুণ	৮৪
অভিষুক ফল গুণ (বাতামাদি ফল দেখ)	

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
অম্ল ফল বর্গ	৪
অম্লফল বর্গ গুণ	৭৪
অম্লবর্গ	২২
অম্ল রস গুণ	২১
আমলকী গুণ	৭৯
আমের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
আকণ্ঠপুষ্প গুণ (মণ্ডুকপর্ণী আদি দেখ)	
আক পুষ্প গুণ (রক্ত বৃক্ষাদির পুষ্প দেখ)	
আজ্যক গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
আজ্যক গুণ (সুরস, অজ্ঞাত এবং তুলসী দেখ)	
আঢ়কী কলাই গুণ (মুদ্গ আদি দেখ)	
আরগ্বধ গুণ	৪৭
আরিষ্ট ফল গুণ (করঞ্জাদি ফল দেখ)	
আরুষ্ক গুণ (মণ্ডুকপর্ণী আদি দেখ)	
আলুবু ফল গুণ	৮৩
আম্রাতক ফল গুণ	৮১
আশ্বত্থ ফল গুণ (ক্ষীর বৃক্ষাদি ফল দেখ)	
আশ্বত্থক ফল গুণ	৮০
ইক্ষুবলা গুণ (তণ্ডুলিয়ক আদি শাক দেখ)	
ইক্ষুমাংস গুণ (একশফ মাংস দেখ)	
ইক্ষুমূত্র গুণ	৫০
ইক্ষুরক্ত গুণ (একশফ দুগ্ধ দেখ)	
ইক্ষুরস দধি গুণ	৫১
ইক্ষুরস দধি গুণ	৫৯
ইক্ষু ফল গুণ	৮৪
ইক্ষুমাংস পক্ক মাংসযুক্ত মহিষের ব্যঞ্জন গুণ	৭৪
ইঙ্গুদী বীজ	১২৯

সূচীপত্র।

নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠাঙ্ক।
আম্ল গুণ	৫৪
আম্লক গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
আম্লক গুণ	৮৭
আম্লক গুণ (পিপ্পল্যাদি এবং আম্লক দেখ)	
আম্লক সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৪
আর্দ্র এবং শুষ্কযুক্ত একত্রিত গুণ	৮৮
আরণ্য মাংস বর্গ বিজ্ঞান	৬২
আরিষ্টকল গুণ (অম্লতক ফল দেখ)	
আমড়া ফল গুণ (আম্লতক ফল দেখ)	
আম্লতিন্তিড়ি ফল গুণ	৭৮
আমফল সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৪
আমলক মজ্জা গুণ	৮১
আমলকী ফল গুণ	৭৫
আমলকী বীজশস্য গুণ	৭৫
আমানি গুণ (তুষোদক দেখ)	
আমানি সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৪
আম্রফল গুণ	৭৭
আম্রবীজের তৈল গুণ	৩৮
আম্রসংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৩
আম্রাতক ফল গুণ	৭৮
আয়ুর্ব্বেদের মর্ম্মজ্ঞান	১
আখ্য মধু গুণ	৪০
আরক গুণ (অরিষ্ট গুণ দেখ	
আলকুশবীজ গুণ (আস্ফোত গুণ দেখ)	
আলুবল শাক গুণ	৯২
আলুবপুষ্প গুণ (রক্তচুক্কাদির পুষ্প দেখ)	
আহারান্তে কর্ত্তব্য কর্ম্ম	১২৩
আহারান্তে সুখ শোয়ন বিধি	১২২
আহারীয়দ্রব্যের পথ্যাপথ্যবিজ্ঞান	১০
আহারের গতি নিশ্চয়	১২৭
আহারের দিক্ নিরূপণ	১২১

নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠাঙ্ক।
আহারের পরিমাণ	১২১
আহারের বিধি	১২২
আহারের সময় নিরূপণ	১২০
আক্ষিক শীধু গুণ	৪৬
আক্ষিকী জাত সুরা গুণ	৪৫
আস্ফোট ফল গুণ (বাতামাদি ফল দেখ)	
আস্ফোড় ফল গুণ (বাতামাদি ফল দেখ)	
ইক্ষাক সহিত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৫
ইক্ষাক মূল সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৩
ইন্দিবর কন্দ গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
ইঙ্গুদী তৈল গুণ	৩৭
ইঙ্গুদী ফল গুণ	৮৩
ইক্ষু গুড় গুণ	৪৩
ইক্ষুজাত উদ্ভিদ গুণ	৯৭
ইক্ষুবিকারের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
ইক্ষুবিজ্ঞান	৪১
ইরৎপাত্র মৎস্য গুণ	৬৬
উচ্চে গুণ (কারবেল্লক দেখ)	
উটের দুগ্ধ গুণ উষ্ট্র দুগ্ধ গুণ দেখ)	
উষ্ণকৃত দ্রব্য বিজ্ঞান	১০৯
উৎপল কন্দ গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
উৎপল পুষ্প গুণ	৯৫
উৎপলাদির রস গুণ (ক্ষীরবৃক্ষ আদি দেখ)	
উত্তম মাংস বিজ্ঞান	
উত্তম মাংস গুণ	
উদ্ভিদ লবণ গুণ	১০১
উপকুঞ্চ গুণ	৮৮
উপোদক মাংস গুণ	৫৮
উলোদিকা গুণ (তণ্ডুলিয়ক আদি দেখ)	
উলোকাপাক গুণ	৮৫
ঊষকুক গুণ (পুনর্নবাদি দেখ)	
ঊষকুক গুণ (রক্তপুনর্নবাদি দেখ)	

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
উলুপ মাংস গুণ	১০৬
উষক্ষার লবণ গুণ	১০১
উষক্ষার গুণ	১০১
উষ্ট্রি দুগ্ধ গুণ	২৯
উষ্ণজল প্রমাণ	২৭
উষ্ণজলের গুণ	২৭
উষ্ণমান ফল গুণ (বাতামাদি ফল বর্গ দেখ)	
ঋতুবিজ্ঞান	৫
ঋতুভেদে জল গুণ	২৪
একশফ ঘৃত গুণ	৩৫
একশফ দুগ্ধ গুণ	২৯
একশফ মাংস গুণ	৬৩
এইকিকা তৈল গুণ	৮৩
একোগুড় গুণ (ইক্ষুগুড় দেখ)	
এণ মাংস গুণ	৫৬
এর্ব্বারু গুণ	৮৬
এর্ব্বারুক তৈল গুণ (ভিন্নাতাদি তৈল দেখ)	
এরণ্ড গুণ উরুবুক দেখ)	
এরণ্ড তৈল গুণ	৩৬
এলেদ্বা মৎস গুণ	৬৭
ঐরাবত ফল	৭৯
ওল (সুরণ দেখ)	
ওষধি বিজ্ঞান	৪
ওষধ সংগ্রহার্থ ভূমি বিজ্ঞান	১৮
ওষধ সংগ্রহের লক্ষণ	১৮
ঔদালকমধু গুণ	৪৯
ঔদ্ভিদ জল গুণ	১১১
ঔদ্ভিদলবণ গুণ	১০১
ঔরভ্রমাংস গুণ	৬২
ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা	৪০
ঔষ্ট্রদধি গুণ	১০১
কইমৎস গুণ	৬৬
কচুকন্দ গুণ	৯১
কটুফল গুণ (জাতিকোষফল দেখ)	

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
কটুফল গুণ (জাতিকোষ ফল দেখ)	
কটুকী গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ	
কটুবর্গ	৯৩
কটুরস গুণ	৯৪
কটুরসের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
কঠিঞ্জর গুণ (লোনিকাদি দেখ)	
কণ্টকারীর ফলগুণ (মণ্ডূকপর্ণী দেখ)	
কণ্টকারীর ফল গুণ	৯৬
কদম্বফল গুণ (নীপফল দেখ)	
কদলীফল গুণ (মোচফল দেখ)	
কন্দবর্গ	১৮
কপাল এবং অস্থি রূপকথাদি দ্রব্য	১১৩
কপিঞ্জলমাংস গুণ	৫৮
কপিত্থ ফল গুণ	৭৩
কফ প্রকোপের কার্য্য ও দ্রব্যাদি	১৯
কফ সংশমনীবর্গ	৯৬
কমলা লেবু গুণ	৭৩
কপিল তৈল গুণ (ভূঙ্গি আদি তৈল দেখ)	
কর্কেত বেল গুণ (কপিত্থ দেখ)	
কর্কট গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	
কর্কটক ফল গুণ	৯৩
কর্কন্ধু ফল গুণ	৭৩
কর্কোটিকা ফল গুণ	৮৩
কর্কোটক তৈল গুণ (ভিন্নাতাদি তৈল দেখ)	
কর্কোটার ফল গুণ (আতি কোষ দেখ)	
কর্পূর গুণ	৮৭
কর্পূর গুণ	১২৪
কর্ম্মদার গুণ (চুচ্চু আদি দেখ)	
কর্ম্মদার তৈল গুণ (ভিন্নাতাদি তৈল দেখ)	
করঞ্জাদি ফল গুণ	৭৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
করঞ্জ মূল গুণ	৫০
করমর্দ্দক ফল গুণ (করমর্দ্দক ফল দেখ)	
করমর্দ্দ ফল গুণ	৭৮
করলা গুণ (কারবেল্লক দেখ)	
করীর আদি ফল গুণ	৮৩
কর্পূরপুষ্প গুণ (মধুশিগ্রু পুষ্পগুণ বর্গ দেখ)	
কর্ণবিজাত উদ্ভিদ গুণ	৯৭
কলম্বীশাক গুণ (উপোদিকা গুণ দেখ)	
কলাই আদি গুণ (শিম্বিধান্যাদি-গুণ দেখ)	
কলার গোড়া সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
কলায়শাক গুণ	৯০
কলিঙ্গ গুণ (শিম্বিধান্যাদি দেখ)	
কলায়শাক গুণ	৯৪
কষায় বর্গ	২৩
কষায় রস গুণ	২২
কষায় রসের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
কশেরুক গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
কশেরুক গুণ	৯৮
কস্তুরী গুণ	১৬
কাংস্য গুণ	১০২
কাঁকরোল গুণ (কর্কট দেখ)	
কাঁকলাকল গুণ (জাতিকোশফল দেখ)	
কাকুড় গুণ (ত্রপুষক গুণ দেখ)	
কাঁচড়েভেঁতুল গুণ (অম্লিতিন্তিড়ী দেখ)	
কাঁটালফল গুণ (পনস ফল দেখ)	
কাকড়ুম্বরফল গুণ (ডুম্বর ফল দেখ)	
কাকনাহী গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	
কাকনাহী শাক গুণ	
কাকেক্ষক গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
কাঁচেঙ্গা সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
কাঞ্জলী ইক্ষু গুণ	৪২
কাণ্ডকলোড়মাংস গুণ	৫৯
কামরাঙ্গা গুণ	৭৮
কায়িক প্রকরণ	১০৯
কায়ান্নক গুণ	১০৮
কায়চিকিৎসা অঙ্গের মর্ম্ম	৩
কারবেল্লক গুণ মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	
কারবেল্লক গুণ	৯৩
কারবী গুণ	৮৮
কালকাসন্দ গুণ (কামমর্দ্দ দেখ)	
কালকাসন্দ পত্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৩
কাল বিজ্ঞান	৫
কালশাক গুণ	৯৩
কালসম্বন্ধীয় সেবা বিজ্ঞান	৫
কাল ও ঋতু বিজ্ঞান	৫
কালিঙ্গ গুণ	৮৬
কাঠ লুক গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
কাস্টেক্ষু গুণ	৪২
কাশ্মর্য্যফল গুণ	৮২
ঐ	৮২
কাশ্মরীসংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৩
কাসমর্দ্দ গুণ	৮৮
কাসমর্দ্দ গুণ (শিম্বিধান্যাদি দেখ)	
কিংশুকপুষ্প গুণ	৯৬
কিংশুক ফল গুণ (করঞ্জাদিফলবর্গ দেখ)	
কিরাত-তিক্ত গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	
কিরাত-তিক্ত গুণ	৯৩
কিলাট গুণ	৫৩
কিলাট অর্থাৎ হুগাদি দুগ্ধ	
বিকারজাত অকর্ত্তব্য গুণ	১১৫

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
কিস্মিস ফল গুণ (দ্রাক্ষাফল দেখ)	
কুকুটমাংস গুণ	৫৮
কুটজপুষ্প গুণ	৯৭
কুটীর গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
কুষ্ঠরোগ বিজ্ঞান	৫২
কুষ্ঠরোগে তুলসিকা গুণ (তুলসিকাদি দেখ)	
কুষ্ঠলিকা গুণ	১৪
কুসুমপুষ্প গুণ	১৫
কুমকুম গুণ	১৫
কুমকুমপুষ্প গুণ	৯৬
কুমুদ উৎপল ও পদ্মবন্ধ গুণ	৯১
কুমুদ পুষ্প গুণ	৯৫
কুচিকা গুণ	১১২
কুকুটিকা গুণ (জোঁকাদি দেখ)	
কুরুণ্টকপুষ্প গুণ	৯৬
কুকুটিকা গুণ	২৪
কুষ্মাণ্ড গুণ (লোমিকাদি দেখ)	
কুল গুণ (বদর দেখ)	
কুলচরমাংস	৬৭
কুলচরমাংস বর্গ বিজ্ঞান	৬২
কুলখকলাই গুণ	৫৪
কুলত্থের যূষ গুণ	১১৮
কুল এবং সেহ্যকুলফল গুণ	৭৬
কুষ্ঠতৈল গুণ (চিরতাদি তৈল দেখ)	
কুলমাষ গুণ	১১৩
কুলবীজ শাসা গুণ	৭৬
কুলাহল গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
কুলিঙ্গমাংস গুণ	৫৯
কুলেখাড়া সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
কুলেরপুষ্প গুণ (ক্ষারকাদি দেখ)	
কুষ্মাণ্ডতৈল গুণ (চিরতাদি তৈল দেখ)	
কুষ্মাণ্ড সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
কুসুম্ভবীজ গুণ (কুসুম্ভ গুণ দেখ)	
কুসুম্ভবীজের তৈল গুণ	৯৭
কুসুম্ভক গুণ (পিপ্পল্যাদি গুণ দেখ)	
কুক্কিলাভ মৎস্য গুণ	৯৯
কুশের জল গুণ	৬৭
কৃষ্ণ অশ্ব গুণ	৯৫
কৃষ্ণবাংস গুণ	৬৫
কেশর ফল গুণ (কোশাম্র দেখ)	
কৈলেকীরা গুণ (শ্রীবক ও রক্ত-শ্রীবক দেখ)	
কেশুর গুণ (হরিদ্রা এবং কর্পূরাদ্য দেখ)	
কৈদার ধান্য গুণ	৭৬
কৈ ভাজন গুণ (কলীরাদি ফল দেখ)	
কোন কোন জন্তু কোন্ কোন্ রোগের ঔষধ	১১
কোবিদারত্বক্ আদি পুষ্প বর্গ ও গুণ	৯৫
কোবিদারপুষ্প গুণ (কোবিদার আদি পঞ্চবর্গ দেখ)	
কোরিষাম্ল গুণ (তুঁতে আদি দেখ)	
কোল ফল গুণ	৭৬
কোল মজ্জা গুণ	৭৫
কোশাম্র ফল গুণ (কুবিলাদি ফল দেখ)	
কোষাম্র ফল গুণ	৭৩
কাশীসার উকু গুণ	৫৭
কোশাম্র বর্গ বিজ্ঞান	৮৫
ক্রৌঞ্চাণ্ডকী গুণ (যণ্ডকপালী আদি দেখ)	
কৌশল ন্যাগুণ	
কৌমার ভৃত্য তন্ত্রের মর্ম্ম	৩
কৌকুট্ট শাক গুণ	২৩
ক্রকর মাংস গুণ	৫৩
ক্রমুক বিজ্ঞান	১০৩
ক্রকরকোটক মাংস গুণ	৬৫
ক্রক্ষজীর গুণ	৮৩
ক্রপর্দ্দ গুণ	১০৪
খই গুণ (লাজ দেখ)	

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
শঙ্খ বাদি গুণ	৮২
শুষ্কী দ্বাদি ভক্ষ্য গুণ	১০০
শৃঙ্গীমাংস গুণ	৬৩
শৈদির গুণ	১২৩
শ্বরণ্ডপ্পা গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
শ্বেত অর্থাৎ কাল্পের গুণ	১০৮
শ্বেতিমা মৎস্য গুণ	৮৮
শ্বেনিষ্ঠ মাংস গুণ	১০৭
শ্বেত ছুরা মদ্য গুণ	১০০
শ্বেতার্ক দুগ্ধ গুণ	৪৪
ষিচুণ্ড গুণ (কুশেরয়া দেখ)	
সজ্জ মাংস গুণ	
সঞ্জাতিমৎস্য গুণ	৮৮
সড়গাড়ে গুণ (কুস্তলিকা দেখ)	
সড়ুই মৎস্য গুণ	৮৭
সতীনার মাংস গুণ (হংসী মাংস দেখ)	
সত্তার গুণ (পিপ্পলাদি দেখ	
সরঘ মাংস গুণ	৬৩
সরঘুত গুণ	৩৪
সরা দধি গুণ	৩০
সরা দুগ্ধ গুণ (গাভি দুগ্ধ দেখ)	
সরা মাংস গুণ	৬২
সর্জ্জারি ফল গুণ (কর্কধূ দেখ)	
সর্জ্জদুগ্ধ গুণ (একশফ দুগ্ধ দেখ)	
সর্জ্জিত মাংস গুণ (একশফ মাংস দেখ)	
সর্জ্জিত মূত্র গুণ	
সর্ষপকণী গুণ	৯০
সর্ষপার্জ্জুন গুণ	১৫
সর্ষার দুগ্ধগুণ (একশফ দুগ্ধ দেখ)	
সর্ষারফল গুণ (পারাবত ফল দেখ)	
সর্ষিদুগ্ধ গুণ	২৮
সর্ষ্জারি তৈল গুণ (বহুকাদি তৈল দেখ)	
সর্ষিমাসযুক্ত মৎসের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
সর্ষিকা লবণ গুণ	১০১
সর্ষ্কাবাই গুণ (কাকমাচি দেখ)	

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
সুড়ঙ্গাক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য গুণ	১১১
সুতচী গুণ (বৎসাকনা দেখ)	
সুতুচী গুণ মধুপর্ণী আদি দেখ)	
সুতুচী গুণ	৯৩
সুরাক গুণ	১২৯
সুহাশয় পক্ষির মাংস গুণ	৪৯
সুহাশয় মাংস বিজ্ঞান	৪৯
সোকর্ণ মাংস গুণ	৬৪
সোজীবালতা গুণ (গোজিহ্বা দেখ)	
সোজিহ্বা গুণ (মধুপর্ণী দেখ)	
সোজিহ্বা পাক গুণ	৯৫
সোড়ালেবু গুণ	৭৭
সোধুম গুণ	৫৫
সোধামাংস গুণ	৬১
সো মূত্র চূর্ণ সমভাগ ক্ষারাদ্রব্য গুণ	১১৫
সোমূত্র গুণ	৪০
সোরঙ্গ চাউলিয়া গুণ (গাজের কথা দেখ)	
সৌম আলু গুণ (কন্দবর্গ ও পিণ্ডালু দেখ)	
সৌভ লবণ গুণ	৯৫
সৌরক্ষিতিরি মৎস্য গুণ	৭৪
সৌরশরভ দুগ্ধ গুণ (একশফ দেখ)	
গ্রাম্য মাংস গুণ	৬১
গ্রাম্য মাংস বিজ্ঞান	৬১
হাটাকস পুষ্প গুণ (রক্ত বৃক্ষাদির পুষ্প দেখ)	
হৃত বিজ্ঞান	৩০
হংসদারী গুণ (তিক্তনী দেখ)	
ঘৃত ও দুগ্ধের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
ঘৃত পক্ক খাদ্য দ্রব্য গুণ	১১৭
ঘৃত পক্ক মাংস গুণ	১০৬
ঘৃতাদি দ্বারা পক্ক গোধূম চূর্ণ ও মধু বিশ্রিত পিষ্টক গুণ	১১১
ঘৃতের মল গুণ	৫৫
ঘৃতের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৭

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
মতের সহিত সিদ্ধ মাংস গুণ	৭২
চনক কলাই গুণ (কুলত্থ দেখ)	
চন্দন গুণ	১২
চন্দ্রকান্ত মণিজাত জল গুণ	৪৬
চমর মাংস গুণ	৬৩
চমরী দুগ্ধ গুণ (একশফ দুগ্ধ দেখ)	
চমরী মাংস গুণ (একশফ মাংস দেখ)	
চলের ক্ষুদ্র মৎস্য গুণ	৬৭
চম্পক পুষ্প গুণ	৯৬
চাউল ভাজা গুণ	১০৫
চাকুন্দাবীজ গুণ (প্রপুন্নাড় দেখ)	
চাকেরি গুণ	৯৬
চালতা গুণ (ভবা ফল দেখ)	
চিংড়ি মৎস্য গুণ	৬৮
চিল্‌ড়া মৎস্য গুণ	৬৬
চিচিঙ্গা বেলে মৎস গুণ	৬৭
চিতা গুণ (চিত্রক দেখ)	
চিত্রক গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
চিত্রক গুণ	৮৯
চিপিটক গুণ	১০৭
চিপিটক গুণ	১১৪
চিপিটক পরামান্ন গুণ	১০৫
চিরায়তা গুণ (কিরাত তিক্ত দেখ)	
চিরাভাদি তেল গুণ	৭৯
চিলি গুণ (তণ্ড নিরূক আদি দেখ)	
চিঙ্গশাক গুণ	৯১
চুক্ত আদি গুণ	৯০
চুনি গুণ	৯৮
চুনির গুণ	১২৩
চেংমৎস গুণ	৬৬
ছাগলাণ্ডী গুণ (চুক্ত আদি দেখ)	
ছাগ দধি গুণ	৩০
ছাগ দুগ্ধ গুণ (ছাগীদুগ্ধ দেখ)	
ছাগ মাংস গুণ (বস্ত মাংস দেখ)	
ছাগীমূত্র গুণ	৫০
ছাগীঘৃত গুণ	৩৫
ছাগী দুগ্ধ গুণ	২৯

বিষয়।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
ছাত্র মধু গুণ	৪৬
ছানা গুণ (কর্দ্দ কুর্চ্চিকা দেখ)	
ছানাদি দুগ্ধ বিকার ছাত গুণ্য দ্রব্য গুণ	
ছোট এলাইচ গুণ (কারবী এবং উপকুল্যা দেখ)	
ছোলা গুণ (চনক দেখ)	
ছোলাশক গুণ (হরিমন্থ শাক দেখ)	
জগল মদ্য গুণ	৪৫
জঙ্গল প্রদেশের জলগুণ	২২
জঙ্গল মাংস বিজ্ঞান	৫৬
জন্তুদিগের শরীরে ধাতু এবং মালের লঘু গুরু বিজ্ঞান	৭০
জম্বীর গুণ	৯৪
জম্বির ফল গুণ	৯৩
জম্বির শাক গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
জম্বিরী গুণ (আম্রাতকোশ ফল দেখ)	
জম্বিরী গুণ	১২৩
জম্বুস্তী গুণ (তর্কারি দেখ)	
জল বিজ্ঞান	২৩
জল গ্রহণ করিবার কাল নিরূপণ	২৬
জলাভূমর জল গুণ (সাধারণ দেশের জল দেখ)	
জলের লঘু গুরু এবং দোষ-দোষ কারণ	২৫
জলজন্তুর মাংস বিজ্ঞান	২৮
জাতিকোশ ফলবর্গ গুণ	৮৩
জাতিফল গুণ (আম্রাতকোশ ফল দেখ)	
জালুপাদী (গোনিকাদি দেখ)	
জামির ফল গুণ	৮৭
জলজ শাক গুণ	৪৬
জাইফল গুণ (জাতিকোশ ফল দেখ)	
জিরণ মৎস গুণ	৬৬
জীবক গুণ (গোনিকাদি দেখ)	

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
জীবন্তী গুণ (চুক্রিক আদি দেখ)	
জীবন্তী গুণ	২০
জীবন্তী তৈল গুণ (চিরাতাদি তৈল দেখ)	
জীরক গুণ (পিপ্পলস্যাদি দেখ)	
জীবক গুণ	৮৮
জীরাগুণ (জীরক দেখ)	
জ্যোতিষ্মতী গুণ	১৬
ঝিঙ্গার জল গুণ	২৭
ঝিঙ্গা গুণ। (কোশাতকী দেখ)	
টক ফল গুণ	৮৩
টঙ্কন ক্ষার গুণ।	১০২
ডাবালেবু ফল গুণ। (মাতুলুঙ্গ দেখ)	
ডাবালেবু মজ্জা। (বীজপুরকাদির মজ্জা গুণ দেখ)	
ঢেঁড়রা মৎস্য গুণ।	৬৭
তিক্ত গুণ।	৬৮
তক্র গুণ।	৩২
তক্র বিজ্ঞান	৩২
তাক্ষ্য গুণ।	১০৮
তাড়াগজাত মৎস্য গুণ	৬৬
তাড়গের জল গুণ।	২৬
তণ্ডুলীয় শাকাদির গুণ	৯১
তণ্ডুলীয় গুণ।	৯১
তণ্ডুলীয় শাক গুণ।	৯১
তরমুজ গুণ। (শীত বৃন্ত দেখ)	
তরক্ষু ফল গুণ।	৩৩
তরুণীর গুণ। (পুনর্নবাদি দেখ)	
তরুণী গুণ। (চুক্রিকাদি ও বৃক্ষ কুমারি দেখ)	
তাপসেক্ষু গুণ।	২৪
তাম্বূল গুণ।	১২২
তাম্রপুষ্প গুণ।	৯৪
তাম্রপত্র গুণ।	১২৪
তাম্র গুণ।	১০২
তালাদি ফলবর্গ	৮১
তাল জাতির শস্য গুণ।	৮১
তালমূল গুণ।	৮১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
তালফল গুণ	৮১
তালমজ্জা গুণ।	১০০
তিক্ত অলাবু গুণ।	৮৬
তিক্তবর্গ	৮৩
তিক্তরস গুণ।	২৭
তিক্তের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
তিলপাউ গুণ। (তিক্ত অলাবু দেখ)	
তিতির মাংস গুণ।	৫৭
তিনিশ তৈলগুণ (চিরাতাদি তৈল দেখ)	
তিন্তুর ফল গুণ	৮০
তিলকল্কাদির গুণ।	১০৯
তিল গুণ।	৫৪
তিসী গুণ	৫৫
তিমিনা গুণ	৮৯
তীলপর্ণী কা গুণ (পিপ্পলস্যাদি দেখ)	
তীলপর্ণী গুণ।	৮৯
তুবরক তৈল গুণ।	৯৭
তুবরক ফল গুণ।	৮৩
তুম্বী আদি তৈল গুণ	৩৮
তুম্বাদক গুণ।	৪৮
তুলসী গুণ।	১৩১
তেজপত্র গুণ (কোরবি দেখ)	
তেতুল সংযুক্ত মৎস্যের গুণ।	৭৩
তৈলপাক খাদ্যদ্রব্যের গুণ।	১১৩
তৈলপাক মাংস গুণ।	১০৩
তৈল বিজ্ঞান	৩৬
তৈলাক্তজল গুণ।	১৪
তৈলের সহিত সিদ্ধমৎস্যের গুণ।	৭২
তোদন ফল গুণ।	৮০
ত্রপুগুণ।	১০২
ত্রপুস আদি গুণ।	৮৪
ত্রপুস ফল গুণ।	৮৬
ত্রপুস তৈল গুণ (চিরাতাদি তৈল দেখ)	
ত্রফলা গুণ।	৭৬
দগ্ধ ভূমিজাত শালী ধান্য গুণ	৫২
দধি মৎস্য গুণ	৬৮

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
দধি বিজ্ঞান	৩০
দধির মাত গুণ	৩২
দধির সর গুণ	৩১
দধ্যান্ন গুণ	১০৯
দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ	৪২
দন্তী তৈল গুণ (তুম্ব আদি তৈল দেখ	
দশবিধ দ্রব্য দ্রব্যের ক্রিয়া	১২৭
দশবিধ দ্রব্য গুণের ক্রিয়া	১২৬
দাঁড়িকা মৎস্য গুণ	৬৭
দাড়িম ও আমলকের যুষ গুণ	১০৮
দাড়িম্ব ফল গুণ	৭৫
দাড়িম্বাম্ল গুণ	১০৮
দালমধু গুণ	৪০
দিবানিদ্রা গুণ	১৬
দিবারাত্রমধ্যে বড় ঋতুর ভোগের কাল নিরূপণ	
দীর্ঘপত্র ইক্ষু গুণ	৪২
দুগ্ধ বিজ্ঞান	২৮
দুগ্ধের গুণ	২৮
দুগ্ধের সর গুণ	৩০
দুগ্ধের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
দেবদারু তৈল গুণ (সরল তৈল দেখ)	
দ্রবন্তী তৈল গুণ (তুম্ব আদি তৈল দেখ)	
দ্রাক্ষাপানক গুণ	১১১
দ্রাক্ষা ফল গুণ	৮২
দ্রাক্ষাদি ফল গুণ	৮২
দ্বয়ন ফল গুণ	৮০
দ্বারুণ গুণ (আম্র কুস্তুম্ব কণ্ড পিপ্পল্যাদি দেখ)	
ধান্যাম্ল গুণ	৪৯
ধান্যেক্ষু গুণ	১১৪
ধনটেশাক গুণ (তণ্ডুলিয়ক দেখ)	
নদীর জল গুণ	২৩
নদীজাত মৎস্যবর্গ	৬৪
নদীজাত মৎস্যের গুণ	৬৫।৬৯
নক্তগুণ (দুগ্ধ আদি দেখ)	

বিষয়	পত্রাঙ্ক।
নাগকেশর পুষ্পগুণ (নাগ পুষ্প দেখ)	
নাগ পুষ্প গুণ	৯৬
নারঙ্গ ফল গুণ	৭৩
নারঙ্গা লেবু গুণ	৭৭
নারিকুঞ্জ গুণ	২১
নারি দুগ্ধের দধি গুণ	৩১
নারি দুগ্ধের ঘৃত গুণ	৩৪
নারিকেল জল গুণ	২৮
নারিকেল তৈল গুণ (চির ভাণ্ডি তৈল দেখ)	
নারিকেল ফল গুণ	৮১
নারিকেল মজ্জা গুণ	১০৮
নারিকেল শাস্য গুণ	৮২
নালিকা শাক গুণ	৯০
নিকোচক ফল গুণ (বাতাদাদি ফল দেখ)	
নিকুচফল গুণ (বাতাদাদি ফল দেখ)	
নিমজ্জাল গুণ	১১৮
নিম্বাদিপঞ্চক গুণ	৪৬
নিম্বফল গুণ (কট্ফলাদি ফল দেখ)	
নিম্ব গুণ	৯৩
নিম্ব গুণ (অরিষ্ট দেখ)	
নিম্বপুষ্প গুণ (ইক্ষুরুকাদির পুষ্প গুণ দেখ)	
নিরস গুড়ের গুণ (মৎস্যণ্ডিকা গুড় দেখ)	
নিসিন্দাপুষ্প গুণ (সিন্দুবার দেখ)	
নীপফল গুণ	৭৮
নীলকুমুদপুষ্প গুণ (কুবলয়পুষ্প দেখ)	
নীলপদ্মপুষ্প গুণ (উৎপলপুষ্প দেখ)	
নীল তৈল গুণ (তুম্বি আদি তৈল দেখ)	
নীলশোধ ইক্ষু গুণ	৪২
নূতন তণ্ডুল গুণ	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
নূতন জল গুণ	২০৪
নূতন ঘৃত গুণ	৪৩
নূতন মধু গুণ	৪৩
নেপালী ইক্ষু গুণ	৪২
পক্ক ইক্ষুরস গুণ	৪২
পক্ক তিন্তিড়িফল গুণ	৭৮
পক্কতুম্বের দধি গুণ	৩২
পক্ক মধু গুণ	৪০
পক্কসম্ভাত শীধু গুণ	৪৩
পটোল গুণ	৯৩
পটোলপত্র সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭১
পত্তুর গুণ (লোদ্রাদি দেখ)	
পথ্য মাংস	১১
পথ্য কলাই	৫৫
পথ্য শাক	১১
পনসফল গুণ	৮২
পনসপুষ্প গুণ	৯৫
পয়স্বীফল গুণ (পুষ্করবীজ, ফলদেখ)	
পর্যুষিতান্ন গুণ	১০৫
পরমুগ বিজ্ঞান	৬০
পরমুগমাংস গুণ	৫৫
পর্পোটক গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	
পর্পোটিক গুণ	৯৩
পরিভাষা কর্ম্ম	১২১
পরিশেষবীর পাত্র বিজ্ঞান	১১৯
পলাশ গুণ (ক্ষীরবৃক্ষাদি দেখ)	
পলাশ গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
পলাণ্ডু গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
পলাণ্ডু গুণ	৯০
পলাশলাত উদ্ভিদ গুণ	৭৯
পলাশাদি উদ্ভিদ বর্গ	৯
পলাশাতৈল গুণ (মধুকাদি তৈল দেখ)	
পল্লবকল গুণ	৮০
পল্লবক এবং কোলের পানকগুণ	১১২

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
পাকা কেঁদুল গুণ (পক্কতিন্তিড়ি দেখ)	
পাকিমক্ষার গুণ	১৩১
পাকুড়ফল গুণ (ক্ষীরবৃক্ষ ফল দেখ)	
পাটোল গুণ (মণ্ডূকপর্ণী দেখ)	
পাটোলপুষ্প গুণ	৯৯
পাঠিন মৎস্যের গুণ	৪৫
পানী আমড়া ফল গুণ	৭৮
পানীফল গুণ (কন্দবর্গ ও শুদ্ধাটক দেখ)	
পাণ্ডুলেহুর গুণ	৭৭
পাণ্ডুরোগ বিজ্ঞান	৬৪
পায়স গুণ	১০৪
পারাবত ফল গুণ	৭৮
পারাবত মাংস গুণ	৫৯
পারুষ গুণ (মৃণালী দেখ)	
পালঙ্কশাক গুণ পালঙ্ক দেখ)	
পালঙ্কশাক গুণ (তণ্ডুলিয়ক আদি দেখ)	
পালঙ্কশাক গুণ	৯১
পালল গুণ	১১২
পিচুফল গুণ (বাতাদি ফল দেখ)	
পিণ্ডপ্রকোপকর দ্রব্য বর্গ	১৭
পিণ্ডালুক গুণ (কন্দ বর্গ দেখ)	
পিণ্ডালুক গুণ	৯৮
পিত্তপ্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি	১৭
পিত্তশমনী বর্গ	২৯
পিপ্পল এবং তৎসদৃশ ইত্যাদির গুণ	৯৭
পিপ্পলাদি বর্গ গুণ	৮৭
পিপ্পলী গুণ	৮৭
পিপ্পলী গুণ (মণ্ডূকপর্ণী আদি দেখ)	
পিয়াল তৈল গুণ (চিরাদি তৈল দেখ)	
পিয়াল ফল গুণ (ভল্লাতাদি ফল দেখ)	
পিয়াল ফল গুণ	৭৮
পিয়াল মজ্জা গুণ	৮৩

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
শীতবিষ্টি গুণ (লোমিকাদি দেখ)	
শীতলচিনি গুণ (ত্রিফলাদি তৈল	
শীলুফল গুণ	৮৩
শুশীমৎস্য গুণ	৬৮
শূকরবাদি গুণ	৯১
শূকরিকা গুণ (বর্ষাভূ দেখ)	
শূকরিমা গুণ	৯১
পুরাতন কুল গুণ	৭৬
পুরাতন গুড় গুণ	৪৩
পুরাতন ঘৃত গুণ	৩৫
পুরাতন তণ্ডুল গুণ	১৪৪
পুরাতন তণ্ডুলান্ন গুণ	১০৪
পুরাতন যবা গুণ	৪৭
পুরাতন মধু গুণ	৪০
পুষ্করবর্ত্তী ফল গুণ	৮১
পুষ্পফলাদি	৮৫
পুষ্পবর্গ	৯৫
পুষ্পফল গুণ	৮৬
পুষ্প পত্র ফল, মূল এবং শাক কিরূপ গুরু এবং কিরূপ ভাগ লঘু। কর্ত্তব্য	৬৮
পুঁইশাক গুণ (পুক্তিকা দেখ)	
পুণাকল গুণ	৮৪
পুষ্পক মাংস গুণ	৬২
পুষ্করবীজের পত্র গুণ	৯৪
পুষ্তিকা গুণ (চুক্র আদি দেখ)	
পোতিকা গুণ (পিণ্যাকাদি দেখ)	
পোতিকাশাক গুণ	৮৯
পৌণ্ড্রক ইক্ষু গুণ	৪১
পৌত্তিক মধু গুণ	৩১
প্রতুদমাংস গুণ	৬৪
প্রতুদমাংস বিজ্ঞান	৫৮
প্রপুন্নাড় গুণ (যবশূকরী আদি দেখ)	
প্রমাড় গুণ	৯৩
প্রভাতে অন্নাদি সেবন গুণ	১৪
প্রসব গুণ (চুক্র আদি দেখ)	
প্রসহ মাংস গুণ	৬০
প্রসহ মাংস বিজ্ঞান	৩০
প্রাচীন আমলকী গুণ	৭৮
প্লবমাংস গুণ	৬৫
প্লবমাংস বিজ্ঞান	৩৩
ফল্গী গুণ (চুক্র আদি দেখ)	
ফল্গু গুণ	৯০
ফলসাফল গুণ (শাকফল দেখ)	
ফল বিজ্ঞান	৭৪
ফল্গুফল গুণ	৮০
ফল, মাংস চিনি ঘৃত ও ধান্য-কলাই দ্বারা উপসংস্কৃত ভক্ষ্য দ্রব্য গুণ	১১৩
ফলুই মৎস্য গুণ	৬৬
ফলের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০২
ফাণ্ডজ ক্ষার গুণ (পিণ্যাদি দেখ)	
ফাণিত ইক্ষুরসের গুণ	৪২
ফিঙ্গামাংস গুণ (কুক্কিজমাংস দেখ)	
বংশক ইক্ষু গুণ	৪১
বংশকরীয় পুষ্প গুণ (কদম্বাদি দেখ)	
বংশকরীর গুণ	৯৬
বংশকরীর গুণ	৯৯
বকপুষ্প গুণ	৯৫
বকপুষ্প গুণ (জাত্য পুষ্প দেখ)	
বকপুষ্প তৈল গুণ (এরণ্ডিকা তৈল দেখ)	
বকুল যবা গুণ	৪৮
বকুলপুষ্পগুণ	৯৬
বকুল ফলগুণ	৮৩
বর্ণ সমূহের পৃথক পৃথক অনুপান বিজ্ঞান	১১৩
বটক গুণ	৫৭
বটফল গুণ (ক্ষীরবৃক্ষফল দেখ)	
বটক গুণ	১০৯
বৎসাদনী গুণ (পুত্রঞ্জিবা দেখ)	
বড়ী সংযুক্ত বংসের ব্যঞ্জন গুণ	৭৬
বদর ফল গুণ	৭৩

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
মধুর গুণ	৭৬
মনঃশিলা গুণ	৫৩
মনা কুলখকলাই গুণ	৫৪
মাগুর মৎস্য গুণ	৯৬
মাঁড়ুই গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
মাষ ডাল গুণ	৮৯
মুকুন্দ গুণ	২৩
মুক্তা গুণ	৯৩
মুড়াফল গুণ (আমরুফল দেখ)	
মেরাণ্ডবীজ গুণ	৯৯
যবাক্ষার গুণ	৬০
যমানী ভেদ এবং মজ্জা বিভেদন	৩৮
যবাসীর ফল গুণ	৮৩
যবমাংস গুণ	৬১
যজ্ঞোপবীত	১৮
যষ্টেড্যা তৈল গুণ (চিরতাদিতৈল দেখ)	
যষ্টেড্যা ফল গুণ	৭৫
যষ্টেড্যাবীজ শস্য গুণ	৭৫
রাইব মৎস্য গুণ (বর্ম্মিমৎস্য দেখ)	
রাইন মৎস্য গুণ	৯৬
রাজীকরণ তন্ত্রের মর্ম্ম	৪
রাটীমৎস্য গুণ	৯৭
রাটা গুণ	১১৩
রাজসংশমনী বর্গ	১৯
রাজ রাদি ফলবর্গ	৮২
রাজাম্রফল গুণ (রাজাম্রাদি ফল দেখ)	
রাণীত জল গুণ	২৬
রাণীজাত মৎস্য গুণ	৯৯
রাজনক্ষী গুণ (ফঞ্জী দেখ)	
রামনী অলাবু গুণ	৮৬
রুদ্রাক্ষকোপকর কার্য্য ও লক্ষণাদি	১৭
রোগ বিজ্ঞান	৯
লাঙ্গলি গুণ (মহাকপনী আদি দেখ)	
লাবণী গুণ	৯৩
লাবণাক্ত-সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জনগুণ	৯১

নির্ঘণ্ট	
বালকপুষ্প গুণ (রম্ভপুষ্প দেখ)	
বাসকফল গুণ (অটরূষক দেখ)	
বাসী উষ্ণজল গুণ	২৬
বাস্তুক গুণ (তণ্ডুলিরক আদি দেখ)	
বাস্তুক শাক গুণ	৯১
বিকৃত জল গুণ	২৪
বিটলবণ গুণ	১৪০
বিভীতক ফল গুণ	৮৪
বিল্ব বিল্ব গুণ	২৮
বিভীতকী মজ্জা গুণ	৮৫
বিষাণিকা গুণ (মুচুকুন্দ আদি দেখ)	
বিম্বীকল গুণ	৮১
বিম্বীফল গুণ	৮১
বিল্বপাকাদি গুণ (পুনর্ণবাদি দেখ)	
বিলেশয় মাংস গুণ	৯৩
বিলেশয় মৎস্য বিজ্ঞান	৯০
বিস অন্ন গুণ	১১২
বিস্কির মাংস বিজ্ঞান	৫৭
বিষ গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
বিষ গুণ	৯৮
বীজপুরকাদি মজ্জাগুণ	৮৫
বেণ গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
বেণুকুস্তক ত্বগ্ গুণ	১৭
বেতের ত্বগ্ গুণ (বেত্রকরীর দেখ)	
বেতোশাক গুণ (বাস্তুক শাক দেখ)	
বেত্রকরীর গুণ (বস্তুকপর্ণী আদি দেখ)	
বেত্রকরীর গুণ	৯৩
বেতের মর্ম্ম বিজ্ঞান	১
বোলে মৎস্য গুণ	৯৭
বৈসবার গুণ	১০৭
বৈদল গুণ	১১২
বোয়াল মৎস্যের গুণ (পাঠিন মৎস দেখ)	
ব্যঞ্জন গুণ	
ব্যঞ্জন প্রকরণ	৯৫
ব্যাধাদ গুণ	১৩

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
ব্রহ্ম সুবচ্চলা গুণ (মণ্ড কপালী আদি দেখ)	
ব্রাহ্মী শাক গুণ	৪১
ব্রীহ্যাদি ধান্য বর্গ গুণ	৮৫
ব্রণ পুষ্প গুণ	১৫
ব্রাহ্মিমল গুণ	২৬
ব্রহ্মকুপ জল গুণ	২৭
ব্রহ্মি গুণ (মণ্ড কপালী আদি দেখ)	
ব্রহ্মি ফল গুণ	৯৩
ব্রহ্মাদনি গুণ (চুচ্চু আদি দেখ)	
ব্রহ্মাদনি গুণ	১০
ব্রহ্মাকল গুণ	৭৮
ব্রহ্মাক্ষক গুণ (চুচ্চু আদি দেখ)	
ভল্লাতক তৈল গুণ	৩৭
ভাল্লাতক গুণ	১০৫
ভল্লুক ইক্ষু গুণ	৪১
ভগবদ্দিনা ভাস্কর মর্ম্ম	৩
ভৃঙ্গ গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
ভৃঙ্গ গুণ	৫
ভদ্রমুস্তক গুণ (অম্বষ্ঠ দেখ)	
ভূনিম্বাদি তৈল গুণ	১৭
ভেড়ার দুগ্ধ গুণ (মেষীবৃন্দ দেখ)	
ভেড়ী শাংস গুণ	৭১
ভৌমজল গুণ	২৪
ভ্রামর মধু গুণ	৩৯
ভূঁইয়ি গুণ	১০৫
মঞ্জিষ্ঠা গুণ (মণ্ড কপালী দেখ)	
মটর কলাই গুণ (সতীন দেখ)	
মণ্ড কপালী আদি গুণ	৯২
মণ্ড কপালী গুণ	৯২
মণ্ড কপালী গুণ	৯৩
মৎস্যাদিক মণ্ড গুণ	৪৩
মৎস্যবর্গ বিজ্ঞান	৩৮
মৎস্যাদি সংযুক্ত বাঞ্জনের গুণ	৭১
মৎস্যের অণ্ড গুণ	৩৫
মৎস্যের মাংস গুণ	৫২
মদ্য গুণ	১১০
মদ্য বিজ্ঞান	৪১

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক।
মদ্যের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
মধুপুষ্প জাতীয় গুণ	৪৮
মধু বিজ্ঞান	৩৯
মধুর বর্গ	৭২
মধুর রস গুণ	২০
মধুক বৃক্ষের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
মধুলিকাজাত ঘৃতাদি গুণ	১৫
মধুশর্করা গুণ	৪৩
মধুশিগ্রু গুণ	৮৩
মধুশিগ্রাদি গুণ (শিগ্রাদি দেখ)	
মধুশিগ্রু বৃক্ষের কবীত গুণ	৯১
মধুশিগ্রাদি পুষ্প গুণ	২৫
মধুশিগ্রু পুষ্প গুণ	২৫
মধুক ফল গুণ	৮২
মধুক পুষ্প জাত ফাণিত গুণ	৪৩
মধুকাদি তৈল গুণ	৩২
মধু সুখ গুণ (অম্বষ্ঠ দেখ)	
মধু সম গুণ	৪২
মনসা গাছ গুণ (বাতাদাদি দেখ)	
মরিচ গুণ	১৮
মরিচ গুণ (পিপ্পলাদি দেখ)	
মল্লিকা পুষ্প গুণ (মালতী পুষ্প দেখ)	
মসলাদি যুক্ত কাথুল গুণ	১৮৩
মসুর কলাই গুণ	৫৩
মহাকুল জাত মৎস্য গুণ	৭৮
মহিষ মাংস গুণ	৬৩
মাংস প্রকরণ	১০৫
মাংস বিজ্ঞান	৫৬
মাংসের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৫
মাংসের যুষ গুণ	১০৬
মাগুর মৎস্য গুণ	৬৭
মাতুলুঙ্গ ফল গুণ	৭৭
মাদার ফল গুণ (লকুচ ফল দেখ)	
মাধ্বীক মদ্য গুণ	৪৪
মানক গুণ	৯৯
মানক গুণ (হলাদিবর্গ দেখ)	

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
মাংসকচু গুণ। (মানক দেখ)	
মানুষ মূত্র গুণ।	৪০
মালতী পুষ্প গুণ।	৯৬
মাষকলাই সংযুক্ত পিষ্টক গুণ।	১১২
মাষিষ ঘৃত গুণ।	৩৫
মাষিষ দধি গুণ।	৩০
মাষিষ দুগ্ধ	২৯
মহিষ মূত্র গুণ।	৪৯
মাক্ষিক মধু গুণ	৪০
মিরিগা মৎস গুণ	৬৭
মল্লিকা পুষ্প	১১০
মুক্তাদি গুণ।	১১২
মুগ্গ আদির গুণ	৫৩
মুদ্গ ও আমলকের যুষ গুণ।	১৫৮
মুদ্গযুষ গুণ।	১০৩
মুরা মৎস গুণ	৬৮
মুক্তকপুষ্প গুণ। (রক্তবৃক্ষাদি পুষ্প দেখ)	
মূত্র বিজ্ঞান	৪৯
মূলক গুণ। (পিপ্পলাদি দেখ)	
মূলক গুণ।	৮৯
মূলকের যুষ গুণ	১০৮
মুদ্গ সংযুক্ত মৎসের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
মেষমাংস গুণ।	৬২
মেষমাংস গুণ। (ঔরভ্রমাংস দেখ)	
মেষযুক্ত গুণ।	৫০
মেষী দুগ্ধ গুণ	৩৫
মেষীদধি গুণ।	৩১
মেষী ঘৃত গুণ।	২৯
মৈথুন গুণ।	১৬
মৈরেয় আসব গুণ	৪৬
মোচা এলাইচ গুণ	১২৩
মোদক গুণ।	১১২
মৌকালু গুণ (কন্দবর্গ ও মধুকালুক দেখ)	
মৌচরস গুণ	৮২
মৌলফলজাত ফাণিত গুণ। (মধুক পুষ্পজাত ফাণিত দেখ)	
যুগনাস্তি গুণ।	৭৫
যুগপ্রিয়ক মৃগমাংস গুণ	৬১

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
যুগমাতৃকাদি ব্যঞ্জন গুণ	৫৭
যুবনাল গুণ। (কন্দবর্গ দেখ)	
যুবীক ইক্ষুরসাসব গুণ	৫৬
যজ্ঞীয় বৃক্ষ ফল গুণ। (ক্ষীরবৃক্ষ দেখ)	
যন্ত্র নিষ্পীড়িত ইক্ষুরসের গুণ	৫২
যব গুণ।	১৫
যব, কোল এবং কুলত্থের যুষ গুণ।	১৫৮
যবক্ষার সুরা গুণ	৯৫
যবসিক্ত তৈল গুণ	৬৮
যবমণ্ড গুণ	১০৪
যবশাকাদি লবণ গুণ	১০৩
যবাদি গুণ	৯৫
যবাস শর্করা গুণ	৯৩
যাবনীয় শর্করা গুণ	৯৩
যুষ বিজ্ঞান	১৫৭
যে যে রোগে অক্ষ ব্যবহার্য্য	৩৩
যে যে রোগে দধি ব্যবহার্য্য	৩৪
রক্তকাঞ্চন পুষ্পগুণ। (কোবিদার দেখ)	
রক্ত চন্দন গুণ	১৫
রক্তচন্দন গুণ। (শিলাজী দেখ)	
রক্তশিগ্রু গুণ। (করবক দেখ)	
রক্তবৃক্ষাদি পুষ্পবর্গ	৯৫
রক্তসরিষা পুষ্প গুণ। (মধুশীর্ষ পুষ্প দেখ)	
রক্ত লুক গুণ। (কন্দবর্গ দেখ)	
রশুন গুণ।	৮৯
রসগ্রন্থিত মাংসের গুণ	১০৬
রসায়ন ভক্ষের ধর্ম্ম বিজ্ঞান	৩
রসালা প্রকরণ	১০৯
রাং গুণ। (ত্রপু দেখ)	
রাগাদ্য ভক্ষ গুণ	১০৭
রাঙ্গা আলু গুণ। (কন্দবর্গ ও রক্ত লুক দেখ)	
রাজক্ষবক গুণ	৯৪
রাজাম্বন ফল গুণ	৮০
রাজিকা গুণ। (পিপ্পলাদি দেখ)	
রাত্রি জাগরণ গুণ	১৫
রাম্নমৎস্য গুণ	৬৫
রুক্মমৎস্য গুণ	৬৩

নির্ঘণ্ট।	পত্রাঙ্ক।
রূপা গুণ	১০১
রেড়ীতৈল গুণ (এরণ্ড তৈল দেখ)	
রোপ্যাক্ত রৌপ্য ধাতু গুণ	৪২
রোমক লবণ গুণ	১০৮
রোহিত মৎস্য গুণ	৬৫
লকুচফল গুণ	৭৮
লতাকস্তুরিকাফল গুণ	৮৩
লবঙ্গ গুণ	১২৩
লবঙ্গফল গুণ (জাতিকোষ ফল দেখ)	
লবণ বর্গ	২৩
লবণ বর্গ	১০০
লবণরস গুণ	২১
লবণীফল গুণ	৮৩
লবণের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
লশুন গুণ (পিণ্ডালাদি দেখ)	
লাউ গুণ (অলাবু গুণ দেখ)	
লাউয়ের সহিত চিংড়ী মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৩
লাক্ষা গুণ	১১৪
লাজিমত্ত গুণ	১০৩
লাঙ্গলকন্দ গুণ	১১৪
লালমাৎস গুণ	৫৭
লালঝুড় গুণ (কর্কারু গুণ দেখ)	
লেপচ ও আসিদ্ধ অন্ন গুণ	১০৪
লোমিকাদি বর্গ গুণ	৯৩
লোমিকা শাক গুণ	৯৪
লৌহ গুণ	১১২
শঙ্কর মৎস্য গুণ	৬৭
শঙ্খমাংস গুণ	৬৪
শঙ্খালুক গুণ	৯৮
শকুন মৎস্য গুণ (শঙ্কর মৎস্য দেখ)	
শকুন মৎস্য গুণ	৬৬
শণ গুণ (চুঞ্চু আদি দেখ)	
শণ পুষ্প গুণ (কোবিদার পুষ্প দেখ)	
শণবীজের তৈল গুণ	৩৭
শরপোরি ইক্ষু গুণ	৪২
শরমূলী কন্দ গুণ	৯৮
শতাবরী গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
শতাবরীমন্দ গুণ	৯৮
শমীফল গুণ (নিষ্পাবিকা আদি দেখ)	
শমীফল গুণ	৯৭
শর্করা গুণ	৪৩
শল্লকমাংস গুণ	৬১
শলাতক্রের মধ্য বিজ্ঞান	২
শস্কুল গুণ	১১২
শশমাংস গুণ	৬১
শসা গুণ (ত্রপুষফল গুণ দেখ)	
শসা সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
শাঁখ আলু গুণ	৯৮
শাকপাক প্রকরণ	১০৫
শাক বর্গ	৮৫
শাক সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭২
শাকের মধ্যে উৎকৃষ্ট	১০৩
শাকের শাবু গুণ	৯৫
শারীরিক বেগ	১২৩
শালবৃক্ষ ফল গুণ (অশ্বত্থ ফল দেখ)	
শালঞ্চ গুণ (চুঞ্চু আদি দেখ)	
শালঞ্চা পুষ্প গুণ (কোবিদার আদি পুষ্প দেখ)	
শালিকা পক্ষীর মধ্য বিজ্ঞান	২
শালিধান্য গুণ	৪১
শিগ্রু গুণ (পিণ্ডালাদি দেখ)	
শিগ্রু গুণ	৮৯
শিরিষবৃক্ষ ফল (ক্ষীরবৃক্ষ ফল দেখ)	
শীতবৃত্ত গুণ	৮৬
শুক্লবিজ্ঞান	৪৮
শুক্ল কর্কোটক মাংস গুণ	৬৪
শুণ্ঠী গুণ	৮৭
শুশুনী সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন গুণ	৭৩
শুশুমূলী সংযুক্ত মৎস্যের ব্যঞ্জন	
শুষ্কাম্ল গুণ	১০৫
শূলক মৎস্য গুণ	৬৭

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
শেলু গুণ (চুচ্চু আদি দেখ)	
শোণিত বিজ্ঞান	১৬
শোণিতজল গুণ	২৫
শ্যামা ত্রিবৃৎ গুণ (তুম্বি আদি তৈল দেখ)	
শ্বেতকুষ্মাণ্ড গুণ (পুষ্পফল দেখ)	
শ্বেত মরিচ গুণ	৮৭
শ্বেতসর্ষপ গুণ	৮৭
শ্বেতাজাত দুগ্ধ গুণ	৪৪
শৃঙ্গবের গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
শৃঙ্গাটক গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
শ্লীপদাহক গুণ	৯৩
শ্লেষ্মা বিজ্ঞান	১৬
শ্লৈষ্মাতক ফল গুণ	৯৩
ষড় ঋতুর স্বভাব বিজ্ঞান	৮
ষড়বর্গ বিজ্ঞান	২২
ষড়রস বিজ্ঞান	২০
ষষ্টিধান্য গুণ	৪১
সর্ষপ তৈল গুণ (তুম্বি আদি তৈল দেখ)	
সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত ঘৃত গুণ	১০৯
সংশমনী দ্রব্য কথন	১৯
সংশোধনী দ্রব্যবর্গ বিজ্ঞান	১৮
সকল প্রকার শাক গুণ	৯৭
সকল প্রকার ধান্যের গুণ	৫৫
সকল প্রকার ধান্যের ঘৃত গুণ	১০৮
সপ্তলাক গুণ	৯৪
সপ্তান গুণ (মঞ্জুকপর্ণী আদি দেখ)	
সবীন কলাই গুণ	৫৩
সরাবশাক গুণ	৯২
সদ্যোজাত নবনীত গুণ	৩৬
সদ্যোঘৃতের গুণ	১০৩
সনুক গুণ	১১২
সপ্তপর্ণা গুণ (মঞ্জুকপর্ণী আদি দেখ)	
সপ্তলা তৈল গুণ (তুম্বি আদি তৈল দেখ)	

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
সপ্তাহ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এবং ঘোলের গুণ	৩৫
সমুদ্রজাত লবণ গুণ	৫৯
সমুদ্রজাত লবণ গুণ	৬১
সমুদ্রের জল গুণ	২৭
সর্পমাংস গুণ	৬১
সর্বপ্রকার শক্ত গুণ	১১৪
সর্বপ্রকার শুষ্কশাক গুণ	৬১
সর্ব্বাম্লপান বর্গ বিজ্ঞান	১১৯
সর্ষপ গুণ	৫
সর্ষপ শাক গুণ	৮৯
সরল দেবদারু আদি তৈল গুণ	৩৮
সরল পুতীমহুয়া গুণ	৬৬
সারষ গুণ (সর্ষপ দেখ)	
সারিষা তৈল গুণ (সারষ তৈল দেখ)	
সারিষাশাক গুণ (সর্ষপশাক দেখ)	
সরোবরস্থিত গর্জ্জাতমহুয়া গুণ	৬৮।৬৯
সরোবরের জল গুণ	২৬
সর্ষপ তৈল গুণ	৩১
সিতাকী গুণ	৯৭
সিন্ধুবার পুষ্প গুণ	৯৩
সিন্ধুবারফল গুণ	৭৬
সীসক গুণ	১০২
সুগন্ধগুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
সুগন্ধ দ্রব্য লেপন গুণ	১৫
সুনিগুণ্ডকগুণ (মঞ্জুকপর্ণী আদি দেখ)	
সুনিষণ্ণক শাক গুণ	৬২
সুপারি গুণ (পুগফল দেখ)	
সুবচ্চলাগুণ (মঞ্জুকপর্ণী আদি দেখ)	
সুবর্ণ গুণ	১০১
সুবহলা গুণ (সোনিকাদি দেখ)	
সুবর্ণী গুণ	১০১
সুমুখ গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
সুমুখ গুণ	৮৮
সুরস গুণ (সুরস, অর্জ্জক এবং তুলসী দেখ)	
সুরসা গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
সুরস গুণ	৮৮
সুরা গুণ	৪৪
সুরাসব গুণ	৪৬
সুরেন্দ্রকন্দ গুণ	২৮
সুপুনর্নবাশাক গুণ (সুনিষণ্ণক দেখ)	১
সৈন্ধব গুণ	৪২
সুবর্ণবল্লী তৈল গুণ (চিরতাদি তৈল দেখ)	
সুবর্ণ (স্বর্ণাদি বর্গ ও গুণ দেখ)	
সুবর্ণ গুণ	১৯
সেরুকফল গুণ	৭৬
সৈন্ধব লবণ গুণ	১০০
সোণালিয়া পত্র সংপুক্ত মৎস্যের গুণ	৭৩
সোমরাজ মজ্জা গুণ	
সোমরাজ গুণ (অবল্গুজ দেখ)	
সৌবর্চল লবণ গুণ	১০০
সৌরীরক গুণ	৪৯
সৌরাষ্ট্রফল গুণ	৭৬
সৌরাষ্ট্রি গুণ	১০৭
স্বর্ণজাত ধাত্রী গুণ	৫২
স্বর্ণবেতসফল গুণ (বাতাম্বাদিফল দেখ)	
স্বর্ণরম্ভা গুণ	৯৯
স্বর্ণাদিবর্গ	৯
স্বর্ণ গুণ	১৯
স্বর্জিকা ক্ষার গুণ	১০১
স্বল্প জলজাত মৎস্য গুণ	৬৮
স্বাদু মাংস গুণ	৬৩
স্বাদ্বম্লা গুণ	৪৭
স্বাদ্বীকা ফলগুণ	৭৫

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক।
হরীতকীবীজ শুষ্ক গুণ	৭৫
হরিতশুষ্কশাক গুণ	১৫
হস্তিনীদুগ্ধ গুণ	৫৫
হস্তিনীমাংস গুণ	৩১
হস্তিমূত্র গুণ	২৯
হস্তীমূত্র গুণ	৫০
হস্তালুক গুণ (কন্দবর্গ দেখ)	
হিং গুণ (হিঙ্গ দেখ)	
হিঙ্গ গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
হিঙ্গু গুণ	৮৮
হরেণু গুণ (পিপ্পল্যাদি দেখ)	
হরেণুপুষ্পী গুণ (হরেণ্বাদি দেখ)	
হরেণুপুষ্পী গুণ	১৯
হরেণ্বাদি বর্গ	৯৬
হীর গুণ (কিলাট দেখ)	
হীরমাষ গুণ	৩৫
হীরজাত ভক্ষ্যদ্রব্য গুণ	১১৯
হীরবৃক্ষফল গুণ	৭৯
হীরবৃক্ষ গুণ (হীরবৃক্ষ আদি দেখ)	
হীরবৃক্ষফল বর্গ	৭৬
হীরবৃক্ষউৎপন্নাদি রস ও পল্লবগুণ	৯১
ক্ষুদ্র ক্ষুপজাত মৎস্য গুণ	৬৯
ক্ষুদ্র ক্ষুপের জল গুণ	২৭
ক্ষুদ্র পুষ্করীর জল গুণ	২৭
ক্ষুদ্র মন্থর গুণ (নন্দীন দেখ)	
ক্ষেত্রপাপড়ার গুণ (পর্পটক দেখ)	
ক্ষেত্রের জল গুণ	২৭
ক্ষৌদ্রমধু গুণ	২৯

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অ

অগস্ত্য পুষ্প। বকপুষ্প।
অট্টূষফল। বাসকফল।
অতসী। তিসী।
অবদংশক। সোমরাজ।
অভয়া ফল। চম্পা দেশজাত।
পঞ্চশীরা হরীতকী ফল।
অর্ক। আকন্দ বৃক্ষ।
অরিষ্ট। নিম্বফল।
আরুক। আরক।
আলু। গাঁড়।
অশ্বকর্ণ ফল। শাল বৃক্ষের ফল।
আশ্বত্থক। আশুটী ফল।
অক্ষ ফল। বয়ড়া।

আ।

আঢ়কী। অরহর কলাই।
আম্রগুপ্ত। আলকুশী বীজ।
আর্দ্রক। আদা।
আম্রাতক। আমড়া।
আরগ্বধ। সোঁদাল।
আসন। পিয়াশাল।
আক্ষিকী। তিনিশবৃক্ষ।
আক্ষোড। আক্ষোট ফল।

ই

ইক্ষুজাত উদ্ভিদ। আক মাড়িয়া থোয়া রাখিলে তাহা হইতে ছত্রাকার যে উদ্ভিদ জন্মে।
ইক্ষুবিকার। গুড় চিনি ইত্যাদি।

উ

উৎপল। নীলপদ্ম।
উপকুঞ্চি। ছোট এলাইচ।
উপোদিকা। কলম্বী শাক।
উরুবুক। এরণ্ড।

ঊ

ঊষকযান। কোঁড়া।

এ

একশফ। গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গোরিশরাভ, চমর।
একৈষিকা। বকপুষ্প।
এর্বারুক। কাঁকুড় ফল।

ক

কক্কোলক। কাঁকলা।
কটুক। কটকী।
কঠিঞ্জর। তুলসী বিশেষ।
কপিত্থ। কয়েত বেল।
কাকুদ্রু। ক্ষুদ্র বদর ফল।
কক্কারু। শালুকখড়া।
ককোট। কাঁকরোল।
করমর্দ্দ। করমচা।
কবীষ জাত উদ্ভিদ। বাঁশের গায়ে যে উদ্ভিদ জন্মে।
কশেরুক। কেশুর।
কাকমাচী। গুড়কামাই।
কারবী। তেজপত্র।
কারবেল্লক। করলা উচ্ছে।
কালমালি। কৃষ্ণজীরক।
কাশ্মর্য্য। গম্ভারী।
কাসমর্দ্দ। কালকাসুন্দে।
কিরাত তিক্ত। চিরাতা।
কিংশুক পুষ্প। পলাস পুষ্প।
কীলাট। দুগ্ধজাত ক্ষীর।
কুটজ। কুড়চী।
কুঠের তুলসী বিশেষ।
কুঠেরক পর্ণাস।
কুম্ভীলিকা। গড়গড়ে।
কুবলয়। নীলকুমুদ।
কুরণ্টকপুষ্প। পীত ঝিণ্টী।
কুরুবক। রক্তঝিণ্টী।
কুলাঙ্গল। কুকুরশোঙ্গা।
কুসুম্ভ। কুসুমবীজ।
কুষ্মাণ্ড। ধনিয়া, ধনে।
কোবিদার। রক্তকাঞ্চন।
কোল। বদরী ফল। কুল।
কৌশাতকী। ঝিঙ।

কোশাম্রফল। তেঁতুল ফল।

খ

খরপুষ্প। বর্ষাভূ শাক।

গ

গারুড়কী। গোক্ষুর চটীলিয়া।
গিরোড়। অস্থির বিশেষ।
গোজিহ্বা। গোজীবালতা।

চ

চঞ্চু। ছোলা।
চাঙ্গেরি। আমরুল।
চিত্রক। চিতা।
চুচ্চু। শাক বিশেষ।

ছ

ছগলাস্ত্রি। বৃক্ষদাড়িক। বিষতড়কা।

জ

জরীব। গোড়ালের। শাকবিশেষ।
জাতিকোশ। জয়িত্রী।
জাতিফল। জায় ফল।

ট

টিক। নীলকণ্ঠ।

ত

তক্কোপেক্ষ মত ঘোলের ফেনা।
তণ্ডুলিয়ক। নটে শাক।
তরুচ্ছিকা। তুলসীজাত ছানা।
তর্কারি। জয়ন্তী।
তরুণী। ঘৃতকুমারি
তিন্তিড়ী। তেঁতুল।
তিন্দুক। গাব ফল। কৃষ্ণসার।
তিলপর্ণিকা। রক্তচন্দন।
তুম্বু। ধাং।
তেলফল। শমী ফল।

দ

দ্রাক্ষা। কিসমিস।

ন

নাগপুষ্প। নাগকেশর পুষ্প।
নিকোচক। আকোড় ফল।
নিকুল। ছল বেতস।
নিরবিন্ধা। কুটযারী।
নীপ। কদম্ব বৃক্ষ।

প

পনস। কাঁঠাল।
পপলটস। ক্ষেৎপাপড়া।
পরুষক। করমচা ফল।
পলাণ্ডু পিয়াজ।
পলাল জাত উদ্ভিদ। খড়ের পোয়াল হইতে শ্বেতবর্ণ ছত্রাকার যে উদ্ভিদ জন্মে।
পাঠিন হংস। বোয়াল মৎস্য।
পারিভদ্র ফল। গাবফল।
পালঙ্গ। খাড়শাক।
পিচু। ময়নাফল। মদন ফল।
পিণ্ডালুক। গোল আলু।
পুষ্করবর্ত্তী ফল। পদ্মবীজ।
পুষ্প ফল। সাদ ডুমড়া।
পুগফল। সুপারি। গুবাক।
পুতিকরঞ্জের পত্র। নাটা করঞ্জের পত্র।
পুতিকা। পুঁই।
প্লবঙ্গ। সারিকা পক্ষী।
প্রপুন্নাড। চালুতা বৃক্ষ।
প্লাবিন। জলে থাকা।

ফ

ফল্গী। বামনহাটী।
ফল্গুফল। কাকড়ুমুর।
ফানজঝক। তুলসী বিশেষ।
ফালিত ইক্ষুরস। বাসি আদি পাকের যাগা ইক্ষুরস।

ব

বৃহসাদনী। গুড়ত্বক।
বদর। শেয়াকুল।
বনমুদ্গ। বনমুগ।
বরঃস্থাপক। শরীর সবল থাকে।
বরঃস্থাপন। শরীর ক্ষীণ হইলা।
বর্ষী মৎস্য। বাইন মাছ।
বর্ষাভূ। পুনর্নবা।
বসীর। গন্ধপিপলী।

বাতাম। বাদাম।
বাস্তুক। বেতোশাক।
বিদারিকন্দ। ভূমি কুষ্মাণ্ড।
বিস্তম্ব। পলা।
বিল্বফল। বেলফল।
বিস। পদ্ম শির মৃণাল।
বীজপুরক। টাবালেবু।
বেত্রকীর। বেতের ডগা।
ব্রণরক্ষাবং। কাটা ঘা যুক্ত হয়।
ব্রততুষ্পা। বাসকপুষ্পা।
বৃক্ষাদনী। পরগাছা।

ভ

ভর্জা। চালকা।
ভূমিজাত উদ্ভিদ। ভূমি হইতে স্বয়ং-কার যে উদ্ভিদ জন্মে।
ভৃষ্টান্ন। মুড়ী চাউল ভাজা ইত্যাদি।

ম

মকুষ্ঠ। কলাই বিশেষ।
মঞ্জুকপর্ণী। মঞ্জিষ্ঠা।
মৎস্যণ্ডিক শর্ক। মিরস গুড়।
মদন ফল। বহেরা ফল।
মধুশিগ্রু। রক্তসজিনা।
মধুকপুষ্প। মহুল পুষ্প।
মধুলিকা। মউরি।
মহালুক। মৌ আলু।
মাতুলুঙ্গ। টাবা লেবু।
মানক। মালকচু।
মাষ। মাষকলাই।
মুস্তক। খটাপাফল।
মোচাফল। কদলী ফল। রম্ভা।

র

রক্তবৃক্ষ। নখ, মুস্তক, অর্ক এবং আশন।
রক্তালুক। রাঙ্গাআলু।
রাজঋষক। মাই সরিষা শাক।
রাজাদন ফল। পিয়াল ফল।
রাজিকা। শ্বেত সর্ষপ।

ল

লকুচ ফল। মাদার ফল।
লবলী ফল। নোয়াড ফল।
লাজ খই।

শ

শঙ্খালুক। শাঁক আলু।
শতাবরী। শতমূলী।
শল্লাক। শেঁদল।
শর্করা। চিনি।
শাল্মলী। শিমুল।
শিগ্রু। সজিনা।
শিম্বা। শুঠি।
শীর্ণরম্ভ। কচুরুক।
শৃঙ্গবের শুণ্ঠী।
শৃঙ্গাটক। পানিফল।
শ্লেষ্মাতক। বহরার ফল।

স

সতীন। ক্ষুদ্রমটর।
সপ্তলা। পাকুড়।
সর্ষপ। সরিষা।
সিন্ধুবার পুষ্প। নিসিন্দা পুষ্প।
সিম্বিতিকা। শমী ফল।
সুনিষণ্ণক সুনি শাক।
সুবচ্চলা। অজমী।
সুবর্ণলা। ঐ
সুরথ। শ্বেত তুলসী।
সুরস। ওল।
সৌবীর। মহাবদর ফল।

হ

হরেণু। কলাই বিশেষ।
হরিমন্থ। হোলাশাক।

ক্ষ

ক্ষবক। অপামার্গ আপাং।
ক্ষীরবৃক্ষ। বট যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, শিরীষ এবং পাকুড়।

সমাপ্ত।

নূতন

দ্রব্যগুণ-দর্পণ।

বেদ এবং আয়ুর্ব্বেদের মন্ত্র।

বেদ চারি প্রকার। যথা,—ঋক্, যজুঃ, সাম এবং অথর্ব্ব। বেদশাস্ত্র কর্ম্ম এবং ব্রহ্ম এতদুভয় প্রতিপাদক। এই বেদশাস্ত্র প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা,—মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ। ঋক্ যজুঃ এবং সাম; এই তিনকে মন্ত্র-ভাগ বলে। যে সকল মন্ত্র শ্লোকবৎ পাদবদ্ধ এবং ছন্দোবিশিষ্ট তাহাদিগকে ঋক্ যে ভাগ স্বরাদি সংযোগে গীতিবিশিষ্ট তাহাকে সাম, এবং যে ভাগ উক্ত দুই প্রকার হইতে পৃথক তাহাকে যজুঃ বলে; যেহেতু তাহা ছন্দোবিশিষ্ট পাদবদ্ধ অথবা স্বর সংযুক্ত গীতিবিশিষ্ট নহে।

বেদশাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগ যে ব্রাহ্মণ, তাহা তিন অংশে বিভক্ত প্রথম বিধিরূপ, দ্বিতীয় অর্থবাদ এবং তৃতীয় উভয় বিলক্ষণ অর্থাৎ না বিধি না অর্থবাদ।

বিধির চারি প্রকার বিধি আছে; যথা,—উৎপত্তি বিধি, অধিকার বিধি বিনিয়োগ বিধি এবং প্রয়োগ বিধি।

বেদোক্ত যাগ প্রভৃতি কর্ম্মের স্বরূপ বোধক বাক্যের নাম উৎপত্তি-বিধি, যাগাদির ফলসম্বন্ধবোধক বাক্য অধিকারবিধি, কর্ম্মের অঙ্গসম্বন্ধবোধক বাক্য বিনিয়োগ-বিধি এবং উক্তত্রিবিধ বিধির ঐক্যের নাম প্রয়োগ-বিধি।

অর্থবাদও এক প্রকার বিধিস্বরূপ, কিন্তু তাহাতে প্রশংসা অথবা নিন্দা মাত্র প্রকাশ পায়। ঐ অর্থবাদ তিন প্রকারে বিভক্ত, যথা,—গুণবাদ, অনুবাদ এবং ভূতার্থবাদ। যাহাতে অপর প্রমাণের বিরুদ্ধ অর্থ বুঝা যায় কিন্তু গুণবাদ-বাক্য প্রমাণান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থকে বুঝায়, তাহার

নাম অনুবাদ এবং প্রমাণান্তরের সহিত বিরুদ্ধ বিধা তৎপ্রাপ্তি রহিত অর্থ ভূতার্থবাদ।

উপরোক্ত ব্রাহ্মণ ভাগে আর একটি স্বতন্ত্র ভাগ আছে, তাহাকে বেদান্ত বলে। তাহা উপনিষদ শব্দেও কথিত আছে। সেই ভাগ কেবল পরব্রহ্ম প্রতিপাদক। যদিও তাহা বিধি ও অর্থবাদ, এই উভয় হইতে বিলক্ষণ, অথাচ বেদবিৎগণ তাহার ভাগ বিশেষকে বিধি বলিয়াছেন এবং কোন কোন স্থলে অর্থবাদের মধ্যেও তাহার গণনা আছে।

মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ এই বিবিধ স্বরূপ সমুদায় বেদ কর্ম্মকাণ্ড ও ব্রহ্মকাণ্ড এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া ধর্ম্ম অর্থ, কাম এবং মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের সাধক হইয়াছে কর্ম্মকাণ্ড হইতে ধর্ম্ম, এবং কাম সিদ্ধ হইয়া থাকে, এবং ব্রহ্মকাণ্ড হইতে পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ হয়।

অথর্ব্ববেদ কর্ম্মবিষয়ে উপযোগী নহে, উহাতে শান্তিক, পৌষ্টিক, আভিচারিক, আদি কার্য্যই প্রতিপন্ন হয়।

অথর্ব্ববেদের অঙ্গের অঙ্গ যে আয়ুর্ব্বেদ, ব্রহ্মা লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে উহা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে রচনা করিয়াছিলেন। ঐ আয়ুর্ব্বেদ অষ্ট ভাগে বিভক্ত যথা। শল্যতন্ত্র, শালাক্যতন্ত্র, কায়-চিকিৎসাতন্ত্র, ভূতবিদ্যাতন্ত্র, কৌমারভৃত্যতন্ত্র, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, এবং বাজীকরণতন্ত্র।

শল্যতন্ত্র।

বিবিধরূপী তৃণ, কাষ্ঠ, পাষাণ পাংশু ও অয়প্রভৃতি ধাতু, ইষ্টকপ্রভৃতি ক্ষুদ্র অংশ, অস্থি, কেশ, নখ ইত্যাদি দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ও পূয় প্রভৃতি শরীরে বদ্ধ হইয়া ক্লেশ প্রদান করে, তাহাদিগকে দূরীভূত করিবার জন্য যন্ত্র, শস্ত্র, ক্ষার এবং অনল প্রস্তুত ও প্রয়োগ করিবার উপদেশ এবং নানারূপ রোগের নির্ণয় করিবার উপদেশ শল্যতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

শালাক্যতন্ত্র।

ঊর্দ্ধ সন্ধির ঊর্দ্ধবর্ত্তি রোগাদির (অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়, নয়নেন্দ্রিয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মুখ জিহ্বা, দন্ত, অধর, গণ্ড, তালু এবং আলজিহ্বাদির) স্থানে যে সমুদয় রোগোৎপন্ন হয়, তাহাদিগের প্রশমের উপদেশ শালাক্য তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

কায়-চিকিৎসাতন্ত্র।

সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপ্ত ব্যাধি সমূহের (অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, রক্তপিত্ত, শোথ, উন্মাদ, অপস্মার কুষ্ঠ, মেহ প্রভৃতি ব্যাধি সমূহের) উপশম করিবার উপায় কায়-চিকিৎসাতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

ভূতবিদ্যাতন্ত্র।

অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রাক্ষস, পিতৃলোক, পিশাচ, গুহ্যকাদি আগু, আদিত্যাদি-নবগ্রহ ও স্কন্দাদি গ্রহ; ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সমূহ মানসিক রোগোদ্ভব হয়; সেই সকল রোগের উপশম করিবার উপায় (শান্তিকর্ম্ম, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ঔষধধারণ, রত্নাদি ধারণ, এবং দেবতাদিগের উদ্দেশে রত্নাদি প্রদান) ভূতবিদ্যা তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

কৌমারভৃত্যতন্ত্র।

সদ্যোদ্ভব বালক-বালিকার প্রতিপালনার্থ, ধাত্রীগণের স্তন্য সংশোধনের বিধি, দুষ্ট দুগ্ধ জন্য ব্যাধি সমূহের এবং স্কন্দাদি গ্রহগণের বালু স্পর্শ জন্য, এই সমূহের উপশম করিবার উপায় কৌমার ভৃত্যতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

অগদতন্ত্র।

সর্পজাতি, কীটজাতি, ঊর্ণনাভিজাতি, বৃশ্চিকজাতি, ও মূষিকজাতি, প্রভৃতি বিষযুক্ত প্রাণি সকল কোন প্রাণিকে দংশন করিলে, সেই বিষ কোন জাতির তাহা জানিবার উপায় এবং ঐ সকল বিষ স্পর্শ করিয়া কিম্বা দ্রব্য সহযোগে ভক্ষণ করিয়া প্রাণিগণ মৃত্যুপ্রায় হইলে, তাহার উপশম করিবার উপায় অগদতন্ত্রে বর্ণিত আছে।

রসায়ন তন্ত্র।

বয়ঃস্থাপন (অর্থাৎ মনুষ্যের যুবার সম বলিষ্ঠ হওয়ের উপায়) ও পরমায়ু, মেধা, বল প্রভৃতি উন্নতি করিবার উপায়, ও শরীর যাহাতে রোগাক্রান্ত না হয়; সেই সকল রসায়ন তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

বাজীকরণতন্ত্র।

অল্প কিম্বা শুষ্ক শুক্রের উন্নতি করিবার বিধি, যে শুক্র বিকৃত হইয়াছে তাহার পুনর্ব্বার স্বভাব সম্পাদনের বিধি, ক্ষয়প্রাপ্ত শুক্রের উৎপত্তির বিধি, ক্ষীণ শরীরে বলবৃদ্ধি করিবার বিধি এবং চিত্তে অত্যন্ত আনন্দ উৎপত্তি হওনের বিধি; বাজীকরণ তন্ত্রে বর্ণিত আছে।

এই দ্রব্যবিজ্ঞান পুস্তকখানিতে আয়ুর্ব্বেদোক্তমাত্রিক দ্রব্যসমূহের গুণাদি লিখিত হইবে বলিয়া প্রথমতঃ দেব এবং আয়ুর্ব্বেদের মন্ত্র জানা লিখিত হইল।

ওষধী বিজ্ঞান।

আহার, প্রাণী সকলের শরীরের বল, বর্ণ এবং তেজের কারণ হয়। সেই আহার কটু, তিক্ত, কষায়, মধুর, অম্ল এবং লবণ; এই ছয় রস মিলিত হইয়া থাকে।

দ্রব্য সমূহ ওষধি নামে কথিত আছে, সেই ওষধি সমস্ত দুই প্রকার। যথা।—স্থাবর এবং জঙ্গম।

স্থাবর ওষধি চারি প্রকার। যথা।—বনস্পতি, বৃক্ষ, বীরুধ এবং ওষধি। যাহাদিগের ফুল না হইয়া কেবল ফল উদ্ভব হয় তাহাদিগকে বনস্পতি কহে। যাহাদিগের ফল ও ফুল উভয়ই হইয়া থাকে, তাহাদিগকে বৃক্ষ কহে। যাহারা কেবল তৃণের গোছার সম কিম্বা তুলার ন্যায়, তাহাদিগকে বীরুধ কহে। যাহা কেবল ফলের পরিপাক কাল অবধি জীবিত থাকে, তাহাদিগকে ওষধি কহে।

জঙ্গম ও চারিপ্রকার। যথা।—জরায়ুজ, অণ্ডজ স্বেদজ এবং উদ্ভিজ্জ। এই চারি প্রকার মধ্যে মনুষ্যের এবং পশ্বাদি জরায়ুস্থান হইতে উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য তাহাদিগকে জরায়ুজ কহে। পক্ষী সর্প ও মৎস্যাদি অণ্ড হইতে

জন্মে, তজ্জন্য তাহাদিগকে অণ্ডজ কহে। প্রাণীর মৃতদেহ ও মলাদি পরিপাকে যে উষ্ম জন্মে, তাহাকে স্বেদ কহে, সেই স্বেদ হইতে কৃমি, কীট ও পিপীলিকাদি উৎপন্ন হয়। তজ্জন্য তাহাদিগকে স্বেদজ কহে। বর্ষা ঋতুতে মৃত্তিকা হইতে সমুৎপন্ন রক্তবর্ণ, সুধার ন্যায় আকার বিশিষ্ট ইন্দ্রগোপ নামে ক্ষুদ্র কীট এবং ভেকাদি (১) ইহারা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় তজ্জন্য তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ কহে।

স্থাবর হইতে, ত্বক, পত্র, পুষ্প, ফল, শিকড়, কন্দ, আঠা এবং রস প্রয়োজনীয়। জঙ্গম হইতে, চর্ম্ম, নখ, লোম এবং শোণিত প্রয়োজনীয়।

পার্থিব বস্তুমধ্যে সুবর্ণ-রৌপ্য হীরকাদি, মুক্তা, মনঃশীল এবং পন্নাদি প্রয়োজনীয়।

কালসম্বন্ধীয় দ্রব্যবিজ্ঞান।

কাল সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়, নির্ঋতি, রৌদ্র, ছায়া, জ্যোৎস্না, অন্ধকার, শীত, উষ্ণ, বর্ষা, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, এবং সম্বৎসর ইহারা স্বভাবতই বায়ু পিত্ত প্রভৃতির সঞ্চয়ের, প্রকোপের, প্রশমের এবং প্রতিকারের কারণ। তজ্জন্য এই সকলও প্রয়োজনীয় জানিতে হইবে।

কাল ও ঋতুবিজ্ঞান।

কালই মহত্তু। সূর্য্য গতি বিশেষের দ্বারা সেই কালের সংবৎসররূপ দেহকে, অক্ষি-নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন, সংবৎসর এবং যুগ; এই সকল অংশে বিভক্ত করিয়া থাকেন। একটী লঘু অক্ষরের উচ্চারণ (২) করিতে যে সময়ের আবশ্যক হয়, তাহাকে অক্ষি নিমেষ বলে। পঞ্চদশ অক্ষি-নিমেষে এক কাষ্ঠা বলা যায়। ত্রিংশৎ কাষ্ঠাতে এক কলা। বিংশতি কলাতে এক মুহূর্ত্ত। ত্রিংশৎ

(১) এইরূপ মূলে আছে।

(২) লঘু-অক্ষর যথা "ক"।

মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র। পঞ্চদশ অহোরাত্রে এক পক্ষ। শুক্ল ও কৃষ্ণ। দুই পক্ষে একমাস। দ্বাদশ মাসে এক সংবৎসর। দ্বাদশ মাসের দুই দুই মাসকে এক এক ঋতু বলা যায়। ঋতুর সংখ্যা ছয়। মাঘ ও ফাল্গুনমাস, শিশির ঋতু; চৈত্র ও বৈশাখমাস বসন্ত ঋতু, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়মাস, গ্রীষ্ম ঋতু; শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস, বর্ষা ঋতু, আশ্বিন ও কার্ত্তিকমাস, শরৎ ঋতু; এবং অগ্রহায়ণ ও পৌষমাস, হেমন্ত ঋতু; বলিয়া কথিত আছে। শীত, উষ্ণ এবং বরষাই ঋতু সকলের লক্ষণ জানিতে হইবে।

কাল, চন্দ্র এবং সূর্য্য কর্ত্তৃক বিভক্ত হইয়া দুইটী অয়ন উৎপাদন করেন। যথা। দক্ষিণায়ন এবং উত্তরায়ণ। বর্ষা, শরৎ এবং হেমন্ত, এই ঋতুত্রয় দক্ষিনায়নের অধীন। এই কালে চন্দ্র তেজঃপুঞ্জ হয়েন, একারন অম্ল, লবণ এবং মধুর; এই ত্রিবিধ রসের ওষধিই বিশেষ রূপে উৎপন্ন হয়, এবং প্রাণীগণও ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হইয়া থাকে। শিশির বসন্ত এবং গ্রীষ্ম এই ঋতুত্রয় উত্তরায়ণের অধীন। এই কালে সূর্য্য তেজঃপুঞ্জ হয়েন, একারণ তিক্ত, কষায় এবং কটু এই ত্রিবিধ রসের ওষধি উৎপন্ন হয় এবং প্রাণিগণের বলও উত্তরোত্তর হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

চন্দ্র পৃথিবীকে আর্দ্র এবং সূর্য্য তাহাতে শুষ্ক করেন। বায়ু ঐ উভয়কে আশ্রয় করিয়া প্রাণিগণকে পালন করিয়া থাকেন।

কোনং পণ্ডিত কহেন, যে দুই অয়নে এক সংবৎসর পাঁচ বৎসরে এক যুগ সংখ্যা হইয়া থাকে। সেই নিমেষাদি যুগপর্য্যন্ত কাল চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হয় বলিয়া কালচক্র নামে কথিত হয়।

আয়ুর্ব্বেদমতে,-বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং প্রাবৃট; এই ষড়ঋতু দোষের সঞ্চয়ের, প্রকোপের এবং প্রশমের কারণ হয়। এই ষড়ঋতু ভাদ্র মাস অবধি দুই দুই মাস ভোগ করিয়া থাকে। ভাদ্র এবং আশ্বিন বর্ষাঋতুর ভোগ, কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ শরৎঋতুর ভোগ, পৌষ এবং মাঘ হেমন্তঋতুর ভোগ, ফাল্গুন এবং চৈত্র বসন্তঋতুর ভোগ; বৈশাখ এবং জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মঋতুর ভোগ এবং আষাঢ় ও শ্রাবণ প্রাবৃট ঋতুর ভোগ।

ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালে ওষধি সমূহ নূতন উৎপন্ন হয়, সহজেই অল্পবীর্য্য (অর্থাৎ অল্প সার বিশিষ্ট) সলিল ক্লেদযুক্ত এবং পৃথিবী মল পূর্ণ হয়। ঐ বর্ষাকালে আকাশ মণ্ডল মেঘাবৃত ও ভূমি জলে আর্দ্র হইয়া থাকে এবং প্রাণি নিকরের দেহও আর্দ্র হয়। আর্দ্র দেহে শীতল বায়ু সংলগ্নে অগ্নিমান্দ্য জন্মে; তাহাতে নূতন অল্প বীর্য্য ওষধি ভক্ষণ করিলে কিম্বা অপরিষ্কার সলিল পান করিলে, বিদাহ অজীর্ণ হয়, অর্থাৎ পরিপাক কালে অম্লরস বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাহাতে কোন স্থলে গলা জ্বলিয়া উঠে। সেই বিদাহ অজীর্ণ জন্য এই বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয় হইয়া থাকে।

শরৎ ঋতুতে আকাশমণ্ডল মেঘহীন হইলে এবং কর্দ্দম সমস্ত শুষ্ক হইলে সেই সঞ্চিত পিত্ত সূর্য্যকিরণ দ্বারা সকল দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পিত্তজ রোগ উৎপাদন করে।

হেমন্ত ঋতুতে সেই সমস্ত ওষধি কাল গৌণ জন্য পরিপক্ক এবং বলবান্ হইয়া থাকে, সলিলও নির্ম্মল হয়, সূর্য্যের কিরণ মাখা হয়, সহজেই স্নিগ্ধ এবং শীতল বায়ু কর্ত্তৃক প্রাণিগণের দেহও জড়ীভূত হইয়া থাকে। হেমন্ত ঋতুতে পূর্ব্বোক্ত স্নিগ্ধ এবং গুরুপাক ওষধি ভক্ষণ এবং জল পান করিলে আহারাজীর্ণ হয় অর্থাৎ গুরুপাক জন্য সমাকরূপে পরিপাক হয় না। সহজেই সেই স্নিগ্ধ, শীতল, গুরুপাক ও পিচ্ছিল ওষধি এবং জল দ্বারা হেমন্ত ঋতুতে শরীরে শ্লেষ্মার সঞ্চয় হইয়া থাকে।

বসন্ত ঋতুতে প্রাণি নিকরের কলেবর অল্প জড়ীভূত থাকে। সূর্য্যকিরণ দ্বারা হেমন্ত ঋতুর সঞ্চিত শ্লেষ্মা সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া শ্লেষ্ম জন্য ব্যাধি সকল উৎপন্ন হয়।

গ্রীষ্ম ঋতুতে সেই সমস্ত ওষধি নিরস, রুক্ষ ও লঘু এবং জলও লঘু হয় এবং সূর্য্যকিরণে প্রাণি সমূহের শরীরও শুষ্ক প্রায় হইয়া থাকে, সহজেই এরূপ ওষধি ভক্ষণ ও জলপান করিলে নিত্য রুক্ষতা এবং বায়ুর জন্য প্রাণিনিকরের দেহে বায়ুর সঞ্চয় হয়।

প্রাবৃট ঋতুতে ভূমি জলে আর্দ্র হইলে এবং প্রাণিনিকরের কলেবরও আর্দ্র হইলে দেহস্থ গ্রীষ্ম ঋতুর সঞ্চিত বায়ু বাহিরে শীতল বায়ুর এবং বর্ষার প্রভাবে প্রাণিসমূহের শরীরের ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে বাতিক

যাহারা অক্ষরোগ, বিষরোগ কিম্বা ব্রণরোগবিশিষ্ট কিম্বা যাহাদিগের দেহ মেদোবিশিষ্ট ; পূর্ব্বদিকস্থ বায়ুদ্বারা তাহাদিগের রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং ব্রণের পূয়াদি বাড়িয়া উঠে। যাহারা বায়ুরোগবিশিষ্ট, শ্রান্ত কিম্বা যাহাদিগের দেহে কফের অংশ শুষ্ক হইয়া যায়, তাহাদিগের পক্ষে পূর্ব্বদিকস্থ বায়ু বিশেষ উপকারী।

দক্ষিণদিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা মধুর এবং কষায় রসবিশিষ্ট, লঘু, নেত্রের দীপ্তিকারী ও বলবর্দ্ধনকারী। দক্ষিণদিগের বায়ুতে অম্লপিত্ত জন্মায় না এবং বায়ুরও প্রকোপ উদ্ভব হয় না।

পশ্চিমদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা বিশদ, রুক্ষ, কষ্টিন, খরস্পর্শ, তীক্ষ্ণ, কফ এবং মেদ শোষণকারী এবং দেহের চিক্কণতা এবং বলক্ষয়কারী। ইহার দ্বারা দেহ শুষ্ক হয় এবং জীবন নষ্টও হইয়া থাকে।

উত্তরদিক্ হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, তাহা স্নিগ্ধ, মৃদু, মধুর কষায় রসবিশিষ্ট এবং শীতল। এই বায়ুদ্বারা কোন দোষের (অর্থাৎ বায়ু পিত্ত ও কফের) প্রকোপ হয় না। বরং বল বৃদ্ধি হয়, কিন্তু দেহে রোদ জন্মে। ক্ষীন এবং ক্ষয়রোগ ও বিষরোগবিশিষ্ট জনগণের প্রতি এই বায়ু বিশেষ হিতকারী।

আহারীয় দ্রব্যের পথ্যা-
পথ্য বিজ্ঞান।

ধান্য।

রক্তবর্ণ ধান্য, ষষ্টিক (ষাট ধান্য) গঙ্গক, মুকুন্দ, পাণ্ডু, পীত, প্রমোদ, কাল, অশন, পুষ্প, কর্দ্দম, শকুনাহৃত, সুগন্ধ, কলম, নীবার (উড়ি) ও উদ্দালক ; এই সমস্ত প্রকার ধান্য শ্যামাধান্য, গোধুম ও যব প্রভৃতি সামান্যতঃ সকলের পক্ষেই পথ্য জানিবে।

মাংস।

সকল প্রকার মৃগ, কালসার, ঋক্ষর, (খেঁকরী) কপোত, অজাব (ছাগবৎ ভিন্নির, কপিঞ্জল, বর্ত্তী ও অবর্ত্তী, এই সকল পশু এবং পক্ষীদিগের মাংস সামান্যতঃ সকলের পক্ষেই পথ্য জানিবে।

কলাই।

মুগ, বনমুগ, ছোলা মসুর, হরেণু, অরহর ও সতীন (তেওড়া) এই সকল কলাই সামান্যতঃ পথ্য জানিবে।

শাক।

চিল্লি, বেতো, হুরুনি, জবন্তী, বটে ও পুনর্ণবা ; এই সকল শাক সামান্যতঃ পথ্য জানিবে।

দুগ্ধ, ঘৃত, সৈন্ধব, দাড়িম ও আমলকী ; সামান্যতঃ পথ্য জানিবে।

ব্রহ্মচর্য্য আচরণ, ঘ মুখুয়া স্থানে শয়ন, উষ্ণোদক পান রাত্রিনিদ্রা এবং ধারাস্নান হিতকর জানিবে।

কোন কোন দ্রব্য কোন কোন দ্রব্যের সহিত ভোজন-নিষিদ্ধ।

বল্লীফল (লতাগাছের ফল অর্থাৎ লাউ কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি) করক (ফল-বিশেষ) অম্ল ফল (চালতা আমড়া প্রভৃতি) দধি, কুলথ কলাই, পিয়াল (তিল কিম্বা সরিষা বাটী) তৈলে ভাজিত পিষ্টক, শুষ্ক-শাক, গাছ কিম্বা বেসমাংস, মদ্য, জামফল, চিংড়ীমৎস্য, গোধামাংস ও বরাহমাংস এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য দুগ্ধের সহিত ভোজন করিবেনা।

নূতন ধান্যের অন্নের সহিত কিম্বা মধু, গুড়, দুগ্ধ কিম্বা সাম-কল ইহের সহিত গব্য অথবা নির্জ্জল দেশজাত পশুর মাংস ভোজন করিবে না।

দুগ্ধ কিম্বা মধুর সহিত মূলা (পটলশাক) কিম্বা গুড় (হিংশাক ভোজন করিবে না।

কাঞ্জী কিম্বা তুরায় সহিত বলাকার মাংস (বালহাঁসের মাংস) পিপ্পলী কিম্বা মরীচের সহিত কাকমাচী (গুড়কামাই) কিম্বা নাড়ীশাক, কচ্ছপ-মাংস এবং দধি একত্রে ভোজন করিবে না।

মধু পান করিয়া তৎক্ষণে উষ্ণ জল পান করিবে না।

পিণ্ডের সহিত মাংস পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

মধু, তিল-মিশ্রিত পিষ্টক ও পায়স ভোজন করিবে না।

কাঞ্জির সহিত তিলের পিষ্টক, মৎস্যের সহিত গুড় চিনি প্রভৃতি ইক্ষু-বিকার, গুড়ের সহিত কাকমাচী, মধুর সহিত মূলক এবং গুড় কিম্বা মধুর সহিত বরাহ মাংস ভোজন করিবে না।

দুগ্ধের সহিত মূলক, আম্র, জাম, শূকরমাংস, গোসাপ, কোন প্রকার মৎস্য বিশেষতঃ চিংড়ীমৎস্য এবং তুম্ব, দধি কিম্বা তালফলের সহিত কদলী ফল ভোজন করিবে না।

দুগ্ধ, দধি, মাসকলায়ের দাউল, মধু কিম্বা ঘৃতের সহিত লকুচফল (মাদার) ভোজন করিবে না।

যে সকল দ্রব্য দুগ্ধ সহযোগে পান ভোজন করিতে নিষিদ্ধ সেই সকল দ্রব্য দুগ্ধপান করিয়া তদ্দণ্ডে পান-ভোজন করিবে না।

কপোত মাংস সরিষার তৈলে ভাজিয়া ভোজন করিবে না।

কপিঞ্জল, ময়ূর, ছাতরা, তিত্তির এবং গোসাপ; এই সকলের মাংস এরণ্ডকাষ্ঠের অগ্নিতে পাক কিম্বা এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া ভোজন করিবে না।

ঘৃত কিম্বা মধু দশরাত্র কাঁসার পাত্রে রাখিয়া পান করিবে না।

উষ্ণ দ্রব্যের সহিত গুড়কামাই পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

তিলবাটীর সহিত কলমীশাক পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

নারিকেল এবং বালহংসের মাংস একত্রে শূকরের চর্ব্বিতে ভাজিয়া ভোজন করিবে না।

কূর্ম্ম মৎস্য লোহার শিকে বিঁধিয়া অঙ্গারের অগ্নিতে পাক করিয়া ভোজন করিবে না।

মধু এবং জল কিম্বা মধু এবং ঘৃত তুল্যপরিমাণে পান করিবে না।

দুই প্রকার স্নেহ দ্রব্য, মধু ও কোন প্রকার স্নেহ দ্রব্য, এবং জল ও কোন প্রকার স্নেহদ্রব্য একত্র পান করিবে না।

মধু কিম্বা কোন প্রকার স্নেহ পান করিয়া তৎপরক্ষণেই ঘর্ম্মার্দ্র দেহে পানি করিবে না।

মধুর এবং অম্লরস একত্রিত হইলে রসে ও বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর এবং লবণরস; ও মধুর এবং কটুরস একত্রিত হইলে রসে, বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর এবং তিক্তরস একত্রিত হইলে, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

মধুর এবং কষায়রস; এবং অম্ল ও লবণরস একত্রিত হইলে রসে বিরুদ্ধ হয়।

অম্ল এবং কটুরস একত্রিত হইলে, রসে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

অম্লতিক্ত এবং অম্লকষায় একত্রিত হইলে রসে বীর্য্য এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

লবণ এবং কটু-রস পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

লবণ এবং তিক্ত-রস; এবং লবণ ও কষায় রস; রসে বীর্য্যে এবং পরিপাকে বিরুদ্ধ হয়।

কটু ও তিক্ত-রস,—রসে এবং বীর্য্যে বিরুদ্ধ হয়।

কটু এবং কষায়-রস এবং তিক্ত ও কষায়-রসে বিরুদ্ধ হয়।

জানিবে।

পূর্ব্বোক্ত যে সকল বিরুদ্ধ এবং বিরুদ্ধ পানাহারের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে অভ্যাস থাকিলে, পরিমাণ অল্প হইলে, অগ্নির দীপ্তি থাকিলে, শরীর বলিষ্ঠ হইলে, দেহ স্নিগ্ধ থাকিলে কিম্বা ব্যায়ামশীল অথবা বলিষ্ঠ হইলে বিরুদ্ধ পানাহার ক্লেশদায়ক হয় না।

ব্যায়াম গুণ।

ঘৃতাদি স্নেহজন্তু দ্বারা বলবান ব্যক্তির ব্যায়াম বিধেয়, বিশেষতঃ [illegible] এবং শীতকালে বিশেষ কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তির ব্যায়ামদ্বারা বিশেষ শ্রম জন্মে তাহার সদাকাল ব্যায়াম পথ্য। কিন্তু কুক্ষিতে, ললাটে, গ্রীবাতে ঘর্ম্ম এবং অতিশয় শ্বাস হইলে ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্ম করিলে শ্রম বোধ

শ্লেষ্মসহ, বাত, পিত্ত এবং কফের সমতা, অগ্নিবৃদ্ধি এবং স্নিগ্ধ ভোজন করিলেও সহজে পরিপাক হয়, রক্তপিত্ত রোগী, ক্ষুধামান্দ্য ব্যক্তি, ভুক্তবান ব্যক্তি, স্ত্রীলোক এবং ক্ষীণ ব্যক্তি ইহাদিগের ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে।

প্রভাতে অগ্ন্যাদি সেবন গুণ।

প্রভাতে অগ্নি সেবন করিলে,—বায়ু স্তম্ভিত বল, শীত এবং কম্প নষ্ট হয় এবং আম ও রক্তপিত্তের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ঘৃম সেবন করিলে,—বায়ু এবং পিত্তের বৃদ্ধি হয়। হিম সেবন করিলে, কফ এবং বায়ুর বৃদ্ধি হয়। শিশির সেবন করিলে,-শীতল, ধাতুপুষ্টি, কফ এবং বায়ুর বৃদ্ধি হয় এবং রোয়াসা সেবন করিলে,-অত্যন্ত রুক্ষ এবং কফ ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়।

তৈলাভ্যঙ্গ গুণ।

তৈল মর্দ্দন করিলে, শরীর স্নিগ্ধ হয়, কফ এবং বায়ু নষ্ট হইয়া থাকে এবং ধাতুপুষ্টি, তেজঃ ও বর্ণ প্রসন্ন হয়। পদাভ্যঙ্গ,-নিদ্রাকর, চক্ষুর হিতকর অথচ পাদরোগঘ্ন; কিন্তু কফরোগবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে হিতকর নহে। তৈল মর্দ্দন করিয়া স্নান করিলে,-বল বৃদ্ধি হয়, এবং শ্রোত্রদ্বয়ে এবং শিরমুখে তৈল প্রবিষ্ট হইলে নাড়ী তৃপ্ত হয়। তৈলদ্বারা মস্তক আর্দ্র করিয়া রাখিলে,-শিরঃশূল, খালিত্য, মাংসলোহিত এবং টাক রোগ উৎপন্ন হয় না; কেশ,-ঘন, শক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি প্রসন্ন ও মুখ শ্রীযুক্ত হয়। কর্ণে তৈল পূরণ করিলে,-কর্ণরোগ বধির ক্ষতন নষ্ট হয়।

স্নানগুণ।

স্নাত হইলে,—শরীর শীতল এবং পবিত্র হয়, শ্রম এবং মলা দূর ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে; রুক্ষ ব্যক্তির ওজঃ, উৎপন্ন হয়। উষ্ণজলে স্নান করিলে,—শরীরে সেক এবং মলা দূর, মস্তকের এবং চক্ষুর হিতসাধন এবং বলাধান হয়। উষ্ণজলে মস্তক ডুবাইয়া স্নান করিলে,—তৃষ্ণা কালু ও গুহ্য শোথ নিবারিত হয় এবং কণ্ডু, শিরোরোগ এবং পিত্তজন্য রোগ নষ্ট

হইয়া থাকে। বচ বাটা এবং নিম্বপত্র দিয়া জল উষ্ণ করিয়া স্নান করিলে শ্লেষ্মা নষ্ট এবং নেত্রের জ্যোতি হয়। ত্রিফলা দিয়া জল উষ্ণ করিয়া স্নান করিলে,—চক্ষু এবং কেশের উপকারী এবং বায়ু উপশমিত হইয়া থাকে। অম্লাক্ত ব্যক্তীর শরীর সর্ব্বদা উষ্ণ থাকে, স্নান করিলে শরীর সুন্দর এবং অগ্নি দীপন হইয়া থাকে।

অর্দ্দিরোগী, নেত্ররোগী, মুখরোগী, কর্ণরোগী অতিপিনাসরোগী এবং অজীর্ণরোগী; ইহাদিগের পক্ষে স্নান নিষিদ্ধ জানিবে।

গাত্রমার্জ্জন।

শ্রান্তক্লান্তা, দুর্গন্ধ, শুষ্কতা, মলা, কণ্ডু এবং ঘর্ম্ম নষ্ট হয়।

বস্ত্রধারণ গুণ।

নির্ম্মল বস্ত্র ধারণ করিলে,—কান্তিযুক্ত, যশস্বী অলক্ষ্মী নষ্ট এবং সুখ উৎপন্ন হয়।

সুগন্ধিদ্রব্য লেপন গুণ।

প্রীতিযুক্ত, ধাতুপুষ্টি এবং ঘর্ম্ম, দুর্গন্ধ পাপ এবং শ্রম নষ্ট হয়।

চন্দন গুণ।

শীতল এবং স্নিগ্ধ শরীরের উত্তাপ ও রক্তপিত্তনষ্ট হয়।

অগুরু চন্দন গুণ।

উষ্ণ, স্নিগ্ধ, কটু, ব্রণ, কফ এবং বায়ু নষ্ট হয়।

রক্তচন্দন গুণ।

রক্তপিত্তঘ্ন, বলবৃদ্ধিকর এবং চক্ষুর হিতকর।

কুঙ্কুম গুণ।

শরীরের বিবর্ণতা, কণ্ডু এবং কফঘ্ন।

মৃগনাভি গুণ।

দুর্গন্ধ, রক্তপিত্ত জ্বর ও উগ্রবীর্য্য।

কস্তুরী গুণ।

মনোহর, শীতল, তিক্তরস এবং মুখরোগের হিতকর।

জ্যোৎস্না গুণ।

কষায়, মধুর এবং দাহ ও রক্তপিত্তনাশক।

অন্ধকার গুণ।

ভয়দায়ক, তিক্ত এবং দৃষ্টিনাশক।

দিবানিদ্রা।

শীতল এবং অজীর্ণ রোগাদির মূল। তৃষ্ণাযুক্ত খুনী, হিক্কারোগী, অজীর্ণরোগী এবং অতিসারী; এই সকল ব্যক্তির প্রতি দিবানিদ্রা হিতকর জানিতে হইবে।

রাত্রি জাগরণ।

রুক্ষ এবং নিদ্রাতে স্নিগ্ধ হয়। কফরোগী, মেদরোগী এবং বিষরোগীর পক্ষে রাত্রি জাগরণ হিতকর জানিবে।

মৈথুন গুণ।

ধাতুক্ষয় এবং আপদজনক। অতি মৈথুনে,—শ্বাস, কাস, এবং ক্ষয়রোগ উৎপন্ন হয়।

শ্লেষ্মা বিজ্ঞান।

শ্লেষ্মা,—গুরু, শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং শীতল। সেই শ্লেষ্মা মধুর-রসবিশিষ্ট হইলে অবিদাহী এবং লবণ-রসবিশিষ্ট হইলে বিদাহী হয়।

শোণিত বিজ্ঞান।

শোণিতের স্থান যকৃৎ ও প্লীহা। শোণিত উষ্ণ কিম্বা শীতল নহে স্নিগ্ধগুরু, গুরু, মাংসগন্ধবিশিষ্ট এবং পিত্তের সম বিদাহী গুণবিশিষ্ট হয়।

বায়ু প্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি।

মলমূত্রের সহিত ব্যায়াম, অত্যন্ত ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, অধ্যয়ন, পর্য্যটন, ভ্রমণ, প্লবন, অতিঘাত, লঙ্ঘন, প্লবন, (জলে সাঁতার) ধাবন, রাত্রি জাগরণ, ভার-বহন; গজ, অশ্ব, রথাদি বাহনে কিম্বা পদব্রজে গমন করা, তিক্ত কিম্বা কষাদ্রব্য; লঘু কিম্বা শীতল স্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য, শুষ্কশাক, শুষ্কমাংস, কোদ্দালক, কোরদূষক শ্যামাধান্য, উদ্দালক, মুদ্গ, মসূর, অরহর ও কলাই; এই সকল দ্রব্য ভোজন, অবশন, বিপরীত ভোজন; শুষ্কভোজন; এবং রাত্র, ধূম, পূরীষ, শুক্র, ছর্দ্দি, হাঁচি, উদ্গার এবং অশ্রু আদির বেগ ধারণ; এই সমস্ত কারণ জন্য বায়ুর প্রকোপ হইয়া থাকে।

পিত্তপ্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি।

ক্রোধ শোক, ভয়, চিন্তা, উপবাস অগ্নিদাহ, মৈথুন, উপগমন কিম্বা অম্ল, লবণ, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, লঘু, বিদাহী, তিল তৈল, পিণ্যাক, কুলত্থ, সর্ষপ শাকিনী অতিঘন শাক, গোসাপ, মৎস্য, ছাগ, কিম্বা মেষমাংস, দধি, ঘোল, দধিমস্ত, হিঙ্গু কাঁজি, সুরা কিম্বা কোন প্রকার মদ্য বিকৃতি এবং অম্ল রস বিশিষ্ট জল এই সমস্তের দ্বারা পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উৎক্লিষ্ট কফিলে কিম্বা উৎকালে হইলে, মেঘের অবসান হইলে কিম্বা মধ্যাহ্নকাল কিম্বা অর্দ্ধরাত্র হইলে, কিম্বা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইবার সময়ে পিত্তের প্রকোপ হইয়া থাকে।

কফ প্রকোপকর কার্য্য ও দ্রব্যাদি।

দিবানিদ্রা, প্রসাতাস, অলস, মধুর-রস, অম্ল-রস-লবণ-রস, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরু, পিচ্ছিল-দ্রব্যযুক্ত হৈমন্তিক ধান্য, গব, মাষ, গোধূম, তিলপিষ্টক দধি, দুগ্ধ, দুগ্ধজ, পায়স, ইক্ষুবিকার, মাংস, বসা, মৃণাল, কেশর, পানীফল, মধুর রসবিশিষ্ট অম্ল দ্রব্য এবং বৃষ্যাণ্ড প্রভৃতি লক্ষণাক্রান্ত পদার্থ ভোজন অথবা অত্যন্ত ভোজন; এই সমূহের দ্বারা কফের প্রকোপ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ শীতল ক্লিন্ন করিলে, কিম্বা শীত অথবা বসন্ত ঋতু ও তাহা প্রাপ্ত

প্রাতঃকালে, সায়ংকালে ও আহারের পরক্ষণে কফের প্রকোপ হইয়া থাকে।

ঔষধ সংগ্রহার্থ ভূমি বিজ্ঞান।

যে ভূমি শর্করা, প্রস্তর বল্মীক, শ্মশান, আধুনিক লেবাস্তরণ ও বালুকাদির দ্বারা দোষযুক্ত নহে এবং ছিদ্র বিশিষ্ট, লোনা ও ভঙ্গুর নহে অথচ স্নিগ্ধ বৃক্ষলতাদির অঙ্কুর বিশিষ্ট; কোমল, স্থির, সমতল এবং কৃষ্ণ কিম্বা গৌরবর্ণ বিশিষ্ট, এমত ভূমি হইতে ঔষধ গ্রহণ করা বিধেয়।

ঔষধ সংগ্রহের লক্ষণ।

দোষ হীন ভূমিতে ঔষধ উৎপন্ন হইলেও কৃমি, বিষ, শস্ত্র, সূর্য্যতাপ, বায়ু, অগ্নি ও জলস্রোত আদির দ্বারা অক্ষুণ্ণাহত, স্বাভাবিক রস যুক্ত পুষ্ট, স্থূল ও অবগাঢ় মূল বিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করা বিধেয়।

সংশোধনবর্গ বিজ্ঞান।

ময়নাফল, কুড়চি, দেবতাড়, তিতলাউ, আপাং, কোশাতকী, সর্ষপ, বিড়ঙ্গ, পিপ্পলী, করঞ্জ, চাকুন্দে, কাঞ্চনবৃক্ষ, শ্বেতকাঞ্চন, নিম্ব, অশ্বগন্ধা, অম্ল-বেতস, বাজুনী, অপরাজিতা, সনবৃক্ষ, তেলাকুচ, বচ, রাখালশশা, এবং চিতে; এই সকলের দ্বারা শরীরের উর্দ্ধভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ময়নাফল অবধি চাকুন্দে পর্য্যন্ত বৃক্ষ সকলের ফল এবং কাঞ্চন বৃক্ষ হইতে শেষ অবধি বৃক্ষ সকলের মূল গ্রহণ করা ব্যবস্থেয়।

ভেউড়ি, শ্যামলতা, দন্তী, মূষালীলতা, পাকড়, চেঁচড়া, মেষশৃঙ্গী গোমুক, বিষধড়ক, ধনসাসিজ, অর্শঙ্কারীলতা, চিতক, আপাং, কুশ, কাশ লোধ, কমলাগুড়ি, পটোলমূল, পাটল, গুরাক, হরীতকী, আমলকী, বিভীতকী, নীলী, সোঁদাল, এরণ্ড, করঞ্জ, পাঁকুড়, হাতিম, অর্ক, এবং নক্টকী; এই সকলের দ্বারা শরীরের অধোভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের মধ্যে ভেউড়ি হইতে কাশ পর্য্যন্ত সমূহের মূল এবং লোধ হইতে পাটল পর্য্যন্ত সকলের ত্বক, কমলাগুড়ি চূর্ণ, গুরাক হইতে এরণ্ড পর্য্যন্ত সকলের ফল, করঞ্জ এবং সোঁদালের পত্র, এবং অবশিষ্ট বৃক্ষাদির ক্ষীর লওয়া ব্যবস্থেয়।

কোশাতকী, সপ্তলা শঙ্খিনী, ক্ষেমবালী ও কম্বলা। ইহাদিগের দ্বারা উর্দ্ধ এবং অধ উভয় ভাগ সংশোধিত হয়। ইহাদিগের রস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

পিপ্পলী, বিড়ঙ্গ, আপাং, সজিনা, শ্বেতসর্ষপ শিরসী, মরিচ, করবীর, বিষ্ণু অপরাজিতা, আপাং বড়, মর্কটকী, কুরুজ, অর্ক, শ্বেত আকন্দ রসুন, আতইচ, শুণ্ঠী, তালীশ, তমাল, রাস্না, বাবুই তুলসী, ইন্দ্রদী, টাবালেবু, মুরঙ্গী, পীলুজাতী, শাল, তাল, মধুক, লাক্ষা, হিঙ্গু, লবণ, মদ্য, গোময়রস এবং গোমূত্র। এই সকল শিরোবিরেচক। এই সকলের মধ্যে পিপ্পলী হইতে মরিচ পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমস্তের ফল, করবীর হইতে অর্ক পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমস্তের মূল, শ্বেতআকন্দ হইতে শুণ্ঠী পর্য্যন্ত বৃক্ষ সমস্তের কন্দ, তালীশ হইতে বাবুইতুলসী পর্য্যন্ত উদ্ভিদ সমস্তের পত্র, ইন্দ্রদী ও মেষশৃঙ্গের ত্বক, টাবালেবু মুরঙ্গী ও পীলুজাতির পুষ্প, শাল, তাল, ও মধুকের সার, এবং হিঙ্গু ও লাক্ষার নির্য্যাস গ্রহণ প্রশস্ত। লবণ আদি দ্রব্যাদি প্রার্থিব পদার্থ বিশেষ, মদ্য সমস্ত আসবজাতি বিশেষ ও গোমূত্র এবং গোময় রসকে মূল করে।

সংশমনী দ্রব্য কথন।

বাত-সংশমনী বর্গ।

দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বকুল, মেষশৃঙ্গি, শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, নীল-ঝিণ্টী, গনিকারিকা, দুরালভা, সল্লকী, পাকল, অর্জ্জুনবৃক্ষ, পীতঝিণ্টী গুলঞ্চ, এরণ্ড, পাথর-কোড়, অর্ক, শ্বেত-আকন্দ, শতমূলী, পুনর্ণবা, সাত্মার-লবণ, গজ পিপ্পলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামনহাটী, কার্পাস, বিচুতি, শালিঞ্চা-শাক, যব, কোল, কুলত্থ আদি এবং বিদারি গন্ধাদিগণ, স্বল্প এবং বৃহৎ পঞ্চমূলী এই সকল সাম বাতঃ বাত-সংশমনীবর্গ।

পিত্ত-সংশমনী বর্গ।

চন্দন, রক্তচন্দন, লালা, বেণামূল, মঞ্জিষ্ঠা, কাকোলী, ভূমরুখা, শতমূলী, পিয়ঙ্গু, শৈবাল, শ্বেতশুঁদী কুমুদ, পদ্ম, কদলী, পদ্মবীজ,

দ্রাক্ষা, মুর্ব্বা আদি এবং কাকোলী দিগণ ও ন্যগ্রোধাদিগণ এবং তৃণপঞ্চমূল ; এই সকল সামান্যতঃ পিত্ত-সংশমনীবর্গ।

কফ সংশমনীবর্গ।

দারুহরিদ্রা, অগুরু, রক্তচন্দন, কুড়, হরিদ্রা, মৌরি, শোণক, সরল-কাষ্ঠ, বাসা, করঞ্জ, ডলকরঞ্জ, ইন্দ্রযব, জাম্বি, কুঁচ, বিষলাঙ্গলী হস্তিকর্ণ, পলাশ, মুঞ্জাতক, বেণামূল আদি এবং বল্লীগণ, কণ্টকগণ অল্প এবং বৃহৎ-পঞ্চমূলী, এবং পিপ্পল্যাদি, বৃহত্যাদি মুষ্টকাদি, বরাদি, সুরসাদি, এবং আরগ্বধাদি এই সকল সামান্যতঃ কফ-সংশমনীবর্গ।

ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা।

ব্যাধি, অগ্নি, প্রকৃতি এবং বিবেচনা করিয়া ঔষধ সকল প্রয়োগ করা বিধেয়। ব্যাধির বলানুসারে যে পরিমাণে ঔষধ প্রয়োজন তাহার অধিক পরিমাণে ঔষধ সেবন করাইলে উপস্থিত ব্যাধি নিবৃত্তি হইয়া অপর রূপ ব্যাধি উৎপত্তি হয়।

চিকিৎসার প্রথম সংশোধনী তৎপর সংশমনী ঔষধ প্রদান করাই ব্যবস্থেয়। সংশমনী দ্রব্যের পরিমাণ অধিক হইলে অন্য প্রকার রোগ উৎপত্তি হয় এবং পূর্ব্বে সংশোধনী দ্রব্যের দ্বারা যে শরীর সংশোধিত হইয়াছিল তাহা তখন বিকৃত হইয়া পড়ে।

ষড়্রস বিজ্ঞান।

মধুর-রস গুণ।

মধুর রসের দ্বারা,—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, ওজঃ শুক্র ও স্তন্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ; দৃষ্টিশক্তি, কেশ, বর্ণ এবং বল বৃদ্ধি হয় ; ব্রণের-জ্বালা (কাটা যন্ত্রণা) এবং শরীরের রস রক্ত প্রসন্ন হয়। এই মধুর-রস,—বালক, বৃদ্ধ, ক্ষত এবং ক্ষীণের পক্ষে হিতকারী, রোগী ষট্‌পদ পিপীলিকা আদির বিশেষ প্রিয় ; তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা এবং দাহশান্তিকর হয় ইন্দ্রিয়ের প্রসাদকর, কৃমিকর ও কফকর।

মধুর-রস অত্যর্থ সেবন করিলে,—কাস, শ্বাস, অলস, বমনেচ্ছা, মদমত্ত মাধুর্য্য, অঙ্গভঙ্গ, কৃমি, গলগণ্ড, অর্শ্ব, দ, দ্বীপদ, বৃদ্ধিদোষ এবং মর্ম্মস্থানের উপলেপ ও চক্ষুরোগ, আদি উৎপন্ন হয়।

অম্ল-রস গুণ।

অম্লরস,—জারক, পাচক, বায়ুর শান্তিকর ও অনুলোমকর, কণ্ঠ বিদাহী, ক্লেদকর, মুখপ্রিয় এবং বাহ্য শীতল।

অম্লরস অত্যর্থ সেবন করিলে, দন্তহর্ষ, নয়ন সংনিমন ও রোমহর্ষণ হয় এবং গাত্র কম্প তরল হয় ও শরীর শিথিল ভাব ধারণ করে এবং শরীরে কোন স্থান ক্ষত, অভিহত, দগ্ধ, দষ্ট, ভগ্ন, শোথবিশিষ্ট, কণ্ড, পিটিক বিসর্প রোগবিশিষ্ট; ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ অথবা পিষ্ট থাকিলে তাহা পাকিয়া উঠে। অম্লরসের আমের স্বভাব জন্য কণ্ঠ, বক্ষ ও হৃদয়ে দাহ উৎপত্তি হয়।

লবণ-রস গুণ।

লবণ-রস,-সংশোধনকর পাচক, বিস্রাবকর, ক্লেদকর, শরীর ক্লেদকর, সমস্ত রসের বিরোধী এবং শরীরের সমস্ত অবয়বের কোমলত্ব উৎপাদক। এই লবণরস অত্যর্থ সেবন করিলে,—গাত্রকণ্ড, মণ্ডলাকার ব্রণ, শোথ, বিবর্ণতা, ধ্বজভঙ্গ—ইন্দ্রিয়নিগ্রহ উপতাপ, স্ফোট এবং নেত্রে ব্রণ, রক্ত-পিত্ত, বাতরক্ত এবং অম্লপিত্তের আদি রোগ জন্মে।

কটু-রস গুণ।

কটুরস,—অগ্নির দীপ্তিকর, পাচক, রুচিকর, শোধনকর, স্থূলতা, অল্প কফ, কৃমি, গ্রিন্থ, কুষ্ঠ এবং কণ্ডুর শান্তিকর, সান্দ্রবস্তুনের বিস্রাব কর, মেদের অবসাদকর এবং ক্লেদ, শুক্র ও মেদ বিনাশক।

এই কটুরস অত্যর্থ সেবন করিলে,-ভ্রম, মত্ততা, তালুতালু এবং ওষ্ঠ-শোষ গাত্র-সন্তাপ, বলহানি, কম্প, বেদনা এবং ভেদ; এই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হস্ত পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ আদি স্থলে বাত বেদনা উৎপন্ন হয়।

তিক্ত-রস গুণ।

তিক্তরস,—ছেদনকর, কফিকর, দীপ্তিকর, শোধনকর; কণ্ডু, কোঠ, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা এবং জ্বরের শান্তিকর; স্তন্য-শোনকর এবং বিষ্ঠা, মূত্র, ক্লেদ, মেদ, বসা ও পূয়ের শোষনকর।

এই তিক্তরস অত্যর্থ সেবন করিলে শরীরের স্পন্দরহিত, মনাগুপ্ত, হস্ত পদাদির আক্ষেপ, শিরঃশূল, ভ্রম, হৃদ্রোগ, ভেদ, ছেদ ও মুখের বৈরস্য উৎপন্ন হয়।

কষায়-রস গুণ।

কষায়রস,—মল, মূত্র এবং রক্তাদি রুদ্ধকর, ব্রণের পূরনকর, স্তন্যকর-শোধনকর, লেখনকর, শোষনকর, পীড়নকর ও ক্লেদশোষনকর। এই কষায়-রস অত্যর্থ সেবন, হৃৎপীড়া, মুখশোষ, উদ্ধ্মান, আনাহ, মন্যাস্তম্ভ, অঙ্গগ্রহ, কর্ণে ঘুম ঘুম শব্দ শ্রবণ এবং আক্ষেপ ও আকুঞ্চন প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

ষড়্-বর্গ বিজ্ঞান।

মধুর-বর্গ।

শালিকোদ্রবাদিগণ, দুগ্ধ ঘৃত, বসা, মজ্জা, শালিধান্য, যাটধান্য, যব, গোধূম, মাষকলাই, পাকল কেশুর, শর্করা, গোমুক, কর্কটি, অলাবু, তরমুজ কৃতফল গিলোড্য (জ্বরীরবিশেষ) পিয়াল, শাম্রবীজ, গাম্ভারীফল, মোচ-ফোকা, খর্জ্জুর, ক্ষীরাই, তাল, নারিকেল, ইক্ষু বিকার, পীতবেড়েলা, শ্বেত-বেড়েলা, আশকুশী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পয়স্যা, গোক্ষুর, মুর্ব্বালতা, মহরি ও কুমারী আদি; এই সকলকে সামান্যতঃ মধুরবর্গ বলা যায়।

অম্ল-বর্গ।

দাড়িম্ব, আমলকী, জম্বীর, আমড়া, কপিত্থ, পানিআমলা, বড় কুল, তিন্তিড়ী, কোশাম্র, কামরঙ্গ, হিন্তুক, বেত্রফল, মাদার অম্লবেতস, জম্বীর (নেবু) দধি, তক্র, সুরাবিশেষ, সাধারণ অম্লরস, কাঁজী, তুষোদক (আমানি) আদি; এই সকলকে সামান্যতঃ অম্লবর্গ বলা যায়।

লবণ বর্গ।

সৈন্ধব, স্বর্জ্জ, বিট, পাক্য, সাম্ভরী, সামুদ্র, পাংশুজ, যাবক্ষার, উদকক্ষার ও সুবর্চ্চিকাদি এই সকলকে সামান্যতঃ লবণবর্গ বলা যায়।

কটু বর্গ।

পিপ্পলীমূল, সুরসাদি, শিগ্রু মধুশিগ্রু, রশুন, সুমুখ (শ্বেত তুলসী), নৈরী, কুড়, দেবদারু, রেণুক, সোমরাজীফল, মুথা, কাঁচড়, মুষাকাণী গুগ্গুল, সোনাপাঠ ও পীলু আদি, এই সকলকে প্রায় কটুবর্গ বলা যায়।

তিক্ত-বর্গ।

আরগ্বধাদিগণ, গুড়ুচ্যাদিগণ, মঞ্জিষ্ঠা, বেত্রকরীর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ইন্দ্রযব, বকাবৃক্ষ, গোক্ষুরী, সপ্তপর্ণ, বৃহতী, কণ্টিকারী, চোরকনী, মুষকপর্ণী, ভেউড়ী, যে যফল, কর্কোটক, কাকরোল, করেলা, বার্ত্তাকু, করীর, কদ্বরীর, মালতী, শঙ্খিনী, অপামার্গ, বালা, অশোক, কটুকী, জয়ন্তী, ব্রাহ্মী, পুনর্ণবা, ঘিচুটি এবং জ্যোতিষ্মতি লতাদি; এই সকলকে সামান্যতঃ তিক্তবর্গ কহে।

কষায়-বর্গ।

ন্যগ্রোধাদিগণ, অশ্বত্থাদিগণ, প্লিয়ঙ্গু আদিগণ, রোধ্রাদিগণ, জিকলা, আম্র, বকুল, ডিম্ভক, কতকশাক, পাষাণভেদী, পুষ্পহীন বৃক্ষের ফল এবং শুনাদি; এই সকল গুলি প্রায় কষায়বর্গ। জুকবক, কাঞ্চনবৃক্ষ, জীবন্তী, তিন্তিড়ী, পালঙ্ক, সুষুনিশাকাদি এবং উদ্ভিদাদ্যাদি; এই সকলকে সামান্যতঃ কষায়বর্গ বলে।

জলবিজ্ঞান।

আকাশ হইতে যে জল বর্ষিত হয়, তাহা অমৃত তুল্য, জীবনীয় তৃপ্তিকর, বাঁধক, আহ্লাদজনক, শমন এবং ক্লান্তি, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, মূর্চ্ছা, তন্দ্রা, নিদ্রা এবং দাহের শান্তিকর এবং একান্ত হিতকর জানিবে।

ভৌমজল।

ভৌমজল—সাতপ্রকার। যথা। কূপের জল, নদীরজল, সরোবরের জল, পুষ্করিণীর জল, প্রস্রবণেরজল, উদ্ভিদজল, এবং কূপবিশেষেরজল। বর্ষাজল—আন্তরীক্ষ এবং ঔদ্ভিদজল সেবন করাই বিধেয়, ইহা বিশেষ উপকারী জানিবে।

ঋতুভেদে জলগুণ।

বর্ষাকালের জল,—গুরুপাক, মধুর এবং সারক; শরৎকালের জল,—লঘুপাক; হেমন্তকালের জল,—স্নিগ্ধ বলদায়ক, ধাতুপোষক, এবং গুরুপাক; শিশির কালের জল,—রুক্ষ এবং বহ্নিবর্দ্ধক এবং হেমন্তকালাপেক্ষা লঘুপাক; বসন্তকালের জল;—কষায়, মধুর এবং রুক্ষ এবং গ্রীষ্মকালের জল,—পাচক।

শরৎকালে,—সমস্ত জলই নির্ম্মল হয়, শরৎকালে সকল জলই সেবন করিতে পারা যায়।

হেমন্তকালে,—সরোবর এবং পুষ্করিণীর জল সেবন করাই কর্ত্তব্য। শিশির এবং গ্রীষ্মকালে,—প্রস্রবণ ও কূপের জল সেবন করিবে। প্রাবৃট্‌কালে,—ক্ষুদ্র কূপের জল এবং নূতন বৃষ্টির জল না হইলে সকল জলই সেবনীয় হইয়া থাকে।

বিকৃতজল।

কীট, মূত্র, বিষ্ঠা, শব কিম্বা বিষ দ্বারা দূষিত অথবা তৃণ পত্রাদির দ্বারা দুষিত যে নূতন জল; তাহাতে যে ব্যক্তি অবগাহন করে কিম্বা সেই জল পান করে, তাহার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক বিবিধ প্রকার রোগোৎপন্ন হয়।

যে জল শৈবাল পঙ্ক, তৃণ ও পদ্মপত্রাদির দ্বারা আচ্ছন্ন জ্যোৎস্না রৌদ্র এবং বায়ুর দ্বারা সেবিত নহে এবং গন্ধ, বর্ণ এবং রসবিশিষ্ট অর্থাৎ মধুর, অম্ল কিম্বা লবণাদির আস্বাদনবিশিষ্ট, সেই জলকে বিকৃত জানিতে হইবে। সেই জল স্পর্শ, রূপ রস গন্ধ বীর্য্য এবং বিপাক; এই ছয় প্রকার দোষ যুক্ত হয়। খরতা পিচ্ছিলতা; উষ্ণতা এবং দন্তগ্রাহিতাই জলের স্পর্শ দোষ; পঙ্ক সিক্ততা, শৈবাল ও বিবিধ বর্ণ হওয়াই জলের রূপ দোষ

মধুর অম্ল ও লবণাদি কোন প্রকার আস্বাদ থাকাই রস দোষ, কোনরূপ গন্ধ থাকাই গন্ধদোষ; পান করিলে,—পিপাসা, শুষ্কতা, শূল এবং কফ প্রকোপ জন্মিলে বীর্য্যদোষ, এবং অধিক বিলম্বে পরিপাক হইলে কিম্বা ভার হইয়া থাকিলে বিপাক দোষ জানিতে হইবে। আন্তরীক্ষজল—সর্ব্ব প্রকার দোষ রহিত।

শোধিত জল।

দোষিত জল হইলে অগ্নিতে কিম্বা সূর্য্যকিরণে সিদ্ধকরা তপ্ত লৌহ-পিণ্ড বালুকা, কিম্বা ইষ্টকখণ্ড তাহাতে নিক্ষেপ করিয়া শীতল করিবে, এবং নাগকেশর, চম্পক, উৎপল এবং পাটল পুষ্পাদির দ্বারা তাহা অধিবাসিত করা বিধেয়।

জলের লঘু গুরু এবং দোষাদোষ কথন।

যে নদী পশ্চিম বাহিনী তাহার জল লঘু বলিয়া সেব্য জানিবে।

যে নদী পূর্ব্ববাহিনী তাহার জল গুরু বলিয়া সেবন যোগ্য নহে।

যে নদী দক্ষিণ বাহিনী তাহার জল লঘু কিম্বা গুরু নহে।

যে সমস্ত নদী সহ্য-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ রোগ উৎপন্ন হয়। যে সমস্ত নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে কুষ্ঠ ও পাণ্ডু রোগ উৎপন্ন হয়।

যে সকল নদী মলয়-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে কৃমি রোগোদ্ভব হয়।

যে সকল নদী মহেন্দ্র-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে শ্লীপদ এবং উদর রোগ উদ্ভব হয়।

হিমবান পর্ব্বত হইতে যে নদী উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদের জল সেবনে অজীর্ণ, অরুচি, শিরোরোগ, শ্লীপদ এবং গলগণ্ড রোগ উদ্ভব হয়।

যে নদী পারিপাত্র-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার জলে কৃমি রোগোদ্ভব হয়।

নদী বেগবতী হইলে কিম্বা জল নির্ম্মল হইলে লঘু হইয়া থাকে। মন্দগামী এবং তজ্জন্য শৈবাল বেষ্টিত হইয়া দোষিত হইলে জল গুরু

হয়। যে নদী মরুভূমিতে প্রবাহিত তাহার জল প্রায় তিক্ত এবং লবণ রসযুক্ত, ঈষৎকষায় ও মধুর রস হইয়া থাকে এবং লঘু ও বলের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

জল গ্রহণ করিবার কাল কথন।

সর্ব্বপ্রকার ভৌমজল প্রাতে গ্রহণ করাই বিধেয়, যে হেতু তৎকালে জল নির্ম্মল এবং শীতল থাকে। নির্ম্মল এবং শীতল, জলের এই দুইটী পরম গুণ জানিবে।

যে জলে দিবারাত্রে সূর্য্য এবং চন্দ্রের কিরণ পতিত হয়, সেই জল কফ কিম্বা নেত্ররোগকারী নহে। সেই জলকে বরুণার জলের সম গুণকারী বলা যায়।

বৃষ্টিজল গুণ।

বৃষ্টিজল ত্রিদোষের শান্তিকর, বলপ্রদ, রসায়ন, মেধাজনক রক্ষোঘ্ন, শীতল প্রফুল্লকর এবং জ্বর, দাহ এবং বিষরোগের শান্তিকর জানিবে। বৃষ্টিরজল পবিত্র পাত্রে গ্রহণ করা বিধেয়।

চন্দ্রকান্ত (প্রসিদ্ধ মণি বিশেষ) হইতে যে জলোৎপন্ন হয়, সেই জল পিত্তঘ্ন এবং বিমল; এবং মূর্চ্ছা, পিত্ত উষ্ণ হইয়া দাহ উৎপত্তি হইলে, বিষ-রোগ, রক্তপিত্তজ-রোগ, উন্মাদ রোগ, ভ্রম, ক্লান্তি, তমকশ্বাস বমন-রোগ এবং উর্দ্ধগ রক্তপিত্ত, এই সকলে শীতল জলই প্রশস্ত। পার্শ্বশূলে, প্রতিশ্যায়ে, মাতরোগে, গলদেশের রোগে, আধ্মানে, মূত্রকাচ্ছে এবং নবজ্বর হইতে সদ্যমুক্ত হইলে, হিক্কা-রোগে অথবা স্নেহদ্রব্য পান করিলে শীতল জল পরিত্যাগ করা বিধেয়।

নদীর জল,—বায়ুবর্দ্ধনকর, রুক্ষ, অগ্নির দীপ্তিকর, লঘু এবং লেখন-কর; নদীর জল মধুর-রসবিশিষ্ট এবং গাঢ় হইলে নেত্র রোগকারী, গুরু এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধনকর জানিবে।

সরোবরের জল,—পিপাসা-শান্তিকর, বলকর, কষায়, মধুর এবং লঘু।

তড়াগের জল,—বায়ুবর্দ্ধক, স্বাদু, কষায় এবং কটুপাক।

বাপীর জল,—বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, লবণ, কটু এবং পিত্তবর্দ্ধন-কর।

কূপের জল,—সক্ষার, পিত্তবর্দ্ধনকর, কফঘ্ন, অগ্নির দীপ্তিকর এবং লঘু।

ক্ষুদ্র কূপের জল,—অগ্নিকর, রুক্ষ, মধুর অথচ শ্লেষ্মাকর নহে।

ঝরণার জল,—কফঘ্ন, অগ্নিকর দীপ্তিকর স্বচ্ছ এবং লঘু।

উদ্ভিদ-জল—মধুর, শিত্তঘ্ন এবং অবিদাহী।

বৃহৎ কূপের জল,—কটু, সক্ষার, কফঘ্ন, লঘু এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর।

ক্ষেত্রের জল,—মধুর, গুরু ও দোষবর্দ্ধক।

ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল,—মধুর, গুরু এবং দোষবর্দ্ধক।

সমুদ্রের জল,—আমীষ-গন্ধ, লবণ-রসবিশিষ্ট এবং সর্ব্বপ্রকার দোষবর্দ্ধনকর।

অনুপদেশের জল (জলাভূমির জল)—বহু প্রকার দোষকর, নেত্ররোগকর এবং গর্হিত।

জঙ্গল প্রদেশের জল,—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার দোষ রহিত, মধ্যমরূপ গুণবিশিষ্ট, বিদাহী ও পিপাসা-শান্তিকর প্রীতিকর, দীপ্তিকর, স্বাদু, শীতল এবং লঘু।

উষ্ণজল প্রমাণ।

যত জল পাক করিবেক, তাহার অর্দ্ধাবশিষ্ট কিম্বা পাদাবশিষ্ট অথবা পাদহীন করিলে, তাহাকে উক্ষোদক বলে।

উষ্ণজলের গুণ।

পাদহীন উক্ষোদক,—বায়ু নষ্টকর; অর্দ্ধাবশিষ্ট উক্ষোদক,—পিত্ত নষ্টকর এবং পাদাবশিষ্ট উক্ষোদক,—কফ নষ্টকর, লঘুপাক এবং অগ্নির বৃদ্ধিকর। শিশির কালে,—পাদহীন উক্ষোদক; বসন্ত কালে,—পাদাবশেষ, এবং শরৎ ও গ্রীষ্মকালে,—অর্দ্ধাবশিষ্ট উক্ষোদক ব্যবহার করা বিধেয়; বিশেষতঃ বর্ষাকালে জল দোষিত হয় বলিয়া তৎকালে অর্দ্ধাবশিষ্ট উক্ষোদক পান করিবে।

দিবাপক্ক জল দিবাতে এবং রাত্রিপক্ক জল রাত্রে পান করা কর্ত্তব্য। উক্ষোদক সকল ঋতুতেই পথ্য। উক্ষোদক—কাস, জ্বর, কোষ্ঠগত,—কফ, বায়ু এবং আমদোষ নষ্টকর; পাচক, কোষ্ঠশুদ্ধিকর, সকল প্রকার রোগ-

প্রাতক এবং বায়ুর সমতাকারক। রাত্রিকালে উক্তোদক পান করিলে, কফ এবং আশু অজীর্ণাদি রোগ উপশমিত হয়।

উক্তোজল নিজ হইয়া বেগহীন, ফেনাহীন, নির্ম্মল এবং লঘু হইলে এবং চতুর্থাংশের একাংশ অবশিষ্ট থাকিলে গুণকারী হয়।

বাসি উক্তজল, অল্প কুষ্ঠ হইয়া হৃদয়দেশে শ্লেষ্মার সঞ্চয় করে।

নারিকেল জল গুণ।

স্নিগ্ধ, স্বাদু, হিম, মুখপ্রিয়, অগ্নিকর, বস্তিশোধনকর, বৃষ্য, তেজস্কর, পিত্তজন্য পিপাসার শান্তিকর এবং গুরু।

কোমল নারিকেল জল,—পিত্তঘ্ন অথচ ভেদক। পক্ক অর্থাৎ বুনা নারিকেলের জল,—গুরুপাক, পিত্তবৃদ্ধিকর এবং কোষ্ঠবদ্ধক। শীতকালের নারিকেল জল,—মদমত্ততা, ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, পিত্তজ্বর, শ্রমজন্য গ্লানি, তৃষ্ণা, দাহ এবং বিষনাশক; বিশেষতঃ অজীর্ণ রোগে নারিকেল জল মহৌষধির সম হয় এবং জীর্ণতেও ফলদায়ক হইয়া থাকে। আহার কালীন নারিকেল জল পান করিলে বায়ুর সমতা হয় কিন্তু নিশিভোজনান্তে অন্নরাত্রের পরে পান করা বিধেয় নহে।

দুগ্ধবিজ্ঞান।

গো, ছাগী, উষ্ট্রী, মেষী, মহিষী, অশ্বিনী, নারী এবং হস্তিনী; ইহারা নানারূপ ওষধ ভক্ষণ করে, তজ্জন্য ইহাদিগের দুগ্ধ প্রসন্ন, স্বাস্থ্যজনক; গুরু, মধুর, পিচ্ছিল, শীতল, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, সারক, এবং মৃদু হইয়া থাকে। গব্য,—বিবিধ রোগ শ্রম এবং ক্লমাদির শান্তিকর, পাপনাশক, বলকর, বৃষ্য, বাজীকর, রসায়ন, মেধাজনক, সন্ধানস্থাপন, বয়স্থাপন [শরীর জীর্ণ হয় না] আয়ুষ্কর, জীবনীয় পুষ্টিকর, বমন এবং বিরেচনের তুল্য হিতকর এবং শুক্রবর্দ্ধন কর।

গাভীদুগ্ধ গুণ।

গাভীদুগ্ধ,—নেত্রের রোগকারী নহে, স্নিগ্ধ, গুরু, রসায়ন, রক্তপিত্তঘ্ন, শীতল, রসে ও পাকে মধুর, জীবনীয় এবং বাতপিত্তঘ্ন।

ছাগীদুগ্ধ গুণ।

ছাগীদুগ্ধ,—গাভীদুগ্ধ সম গুণবিশিষ্ট, সকল রোগের বিশেষরূপ পোষক। রোগে বিশেষ হিতকর।

উষ্ট্রী দুগ্ধ গুণ।

উষ্ট্রীদুগ্ধ,—রুক্ষ উষ্ণ, কিঞ্চিৎ লবণ-রসবিশিষ্ট, আঢ্য এবং লঘু। শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শ, কৃমি কুষ্ঠ এবং বিষ; এই সকল রোগে উষ্ট্রীদুগ্ধ বিশেষ হিতকারী।

মেষী দুগ্ধ গুণ।

মেষীদুগ্ধ,—মধুর, স্নিগ্ধ, গুরু ও শীত-রসাত্মক। মেষদুগ্ধ কেবল বাতজ কাসরোগে ব্যবহেয়।

মাহিষদুগ্ধ গুণ।

মাহিষদুগ্ধ,—অতিশয় নেত্ররোগকর, মধুর, অগ্নিনাশক, নিদ্রাকর, শীতল কর এবং গব্যদুগ্ধাপেক্ষা স্নিগ্ধতর।

একশফ গুণ।

যাহাদিগের খুর দ্বিখণ্ডিত নহে, তাহাদিগকে একশফ কহে অর্থাৎ গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, গৌর-শরভ এবং চমরী। যথা।

খরোঽশ্বোঽশ্বতরো গৌর শরভশ্চমরী তথা।
এতেচৈকশফাঃ প্রোক্ত শৃণু পঞ্চ নখান্ পশূন্।

একশফ জন্তুর দুগ্ধ—উষ্ণ, বলকর, হস্তপাদের বাতরোগঘ্ন, মধুর রস এবং পশ্চাৎ লবণ-রসবিশিষ্ট, রুক্ষ এবং লঘু।

নারীদুগ্ধ গুণ।

নারীদুগ্ধ,—মধুর পশ্চাৎ কষায়, স্নিগ্ধ, জীবনীয়, লঘু ও অগ্নির দীপ্তিকর।

হস্তিনীদুগ্ধ গুণ।

হস্তিনীদুগ্ধ,—মধুর পশ্চাৎ কষায়, তেজস্কর, গুরু, স্নিগ্ধ, বৈদ্যকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর এবং বলকর।

প্রাতঃকালের দুগ্ধ প্রায়ই ভার ও শীতল হয়। অপরাহ্নকালের দুগ্ধ বায়ু অনুলোমকর, শ্রান্তিনাশক এবং চক্ষুর দীপ্তিকারী।

কাঁচাদুগ্ধ প্রায় ভার এবং মেদের রোগকারী। দুগ্ধ অগ্নিতে সিদ্ধ করিলে লঘু হয়। অপক্ক দুগ্ধের মধ্যে ধারোষ্ণ দুগ্ধই গুণবিশিষ্ট, দোহনের পশ্চাৎ শীতল হইলে বিপরীত গুণ হইয়া থাকে।

নারির দুগ্ধ অপক্ক অবস্থায় হিতকর।

সকল প্রকার দুগ্ধ অধিক সিদ্ধ করিলে ভার এবং পুষ্টিকর হয়।

দুগ্ধ অনিষ্টগন্ধ কিম্বা অম্লরস জন্মিলে অথবা তাহা বিবর্ণ, বিরস, লবণযুক্ত কিম্বা বিগ্রথিত (ছিঁড়ে যাওয়া) হইলে পরিত্যাজ্য জানিবে।

দধি বিজ্ঞান।

দধি ত্রিবিধ। যথা; মধুর, অম্ল এবং অত্যম্ল। সর্ব্বপ্রকার দধিই পশ্চাৎ কষায়। দধি,—স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, পীনস, বিষম-জ্বর, অতিসার, অরুচি এবং মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের শান্তিকর, বৃষ্য, প্রাণকর এবং মঙ্গলজনক।

মধুর-রস দধি,—নেত্ররোগ উৎপাদক এবং কফ ও মেদের বৃদ্ধিকর; অম্ল-রস দধি,—শ্লেষ্মা বৃদ্ধিকর; এবং অত্যম্ল-রস দধি,—রক্ত দূষিকর জানিবে।

দধি মন্দজাত হইলে অর্থাৎ উত্তমরূপে না বসিলে,—বিদাহী হয় অর্থাৎ পাকা জ্বলে এবং মল, মূত্র, পিত্ত ও কফ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গব্যদধি গুণ।

গব্যদধি,—স্নিগ্ধ, মধুর, অগ্নিকর, বলকর, রুচিকর এবং পবিত্র।

ছাগদধি গুণ।

ছাগদধি,—লঘু, কফ-পিত্ত এবং বাতজকর রোগঘ্ন, অর্শ, শ্বাস এবং কাস রোগের হিতকর এবং অগ্নি বর্দ্ধনকর।

মাহিষদধি গুণ।

মাহিষদধি,—মধুর, শ্লেষ্মকর, বায়ু পিত্তের শান্তিকর, রক্তবর্দ্ধনকর এবং স্নিগ্ধ।

ঔষ্ট্রদধি গুণ।

ঔষ্ট্রদধি,—পাকে কটু, ক্ষারযুক্ত, গুরুপাক এবং ভেদকর, বাত, অর্শ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদরী রোগঘ্ন।

মেষদধি গুণ।

মেষদধি,—বাতশ্লেষ্ম এবং অর্শরোগের প্রকোপকর, রসে এবং পাকে মধুর; চক্ষুরোগের এবং দোষের বর্দ্ধনকর।

অশ্বিনীদধি গুণ।

অশ্বিনীদধি,—অম্লরস, নেত্রের অহিতকর, বাতবর্দ্ধনকর, কফ, উষ্ণ, কষায় এবং কফ ও মূত্রঘ্ন।

নারিদধি গুণ।

নারীদধি,—স্নিগ্ধ, বিপাকে মধুর বলকর, তৃপ্তিকর, ইহা চক্ষুর হিতকর ও দোষঘ্ন।

হস্তিনীর দধি গুণ।

হস্তিনীর দধি,—লঘুপাক, কফনাশক, উষ্ণবীর্য্য, অজীর্ণকর এবং মূত্র, বর্দ্ধনকর।

গব্যাদি যে সমস্ত দধির বিষয় বলা হইল, তাহার মধ্যে গব্যদধিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গব্যদধি,—আদ্যন্ত পরিত্যক্ত অর্থাৎ বস্ত্র ছাঁড়িত হইলে শরীরের পুষ্টিসাধন করে, বায়ুর শান্তি করে, শ্লেষ্মা বৃদ্ধি করে কিন্তু পিত্ত বৃদ্ধি করেনা।

পঞ্চগব্যের দধিগুণ।

সিদ্ধ দুগ্ধে যে দধি উৎপন্ন হয়, তাহা বায়ু পিত্তঘ্ন, বাজিকর এবং ধাতু অগ্নি ও বলের বর্দ্ধনকর।

দধির সর গুণ।

দধির সর,—গুরুপাক, তেজস্কর, বায়ুর শান্তিকর, অগ্নিকর এবং কফ ও শুক্রের বর্দ্ধনকর।

অসার দধি গুণ।

দধি অসার হইলে অর্থাৎ স্নেহভাগ না থাকিলে,—বল, মলরোধক, বায়ুবর্দ্ধনকর, অগ্নিকর, লঘুকষায় এবং রুচিকর জানিবে।

দধির মাত গুণ।

দধির মাত অথবা দধি নিঃসৃত জল,—তৃষ্ণা এবং ক্লান্তিহারক, লঘু শরীরের দ্বার শোধনকর অম্ল, কষায়, মধুর; বাতকফঘ্ন কিন্তু বৃষ্য নহে। প্রহ্লাদকর, মনের ভেদকর, বলকর এবং রুচিকর।

দধি ষদিচ ত্রিবিধ বিভিন্ন প্রকার ভেদ সপ্ত প্রকার জানিতে হইবে যথা; স্বাদু অম্ল, অত্যম্ল, মন্দজাত পক্কজুন্নজাত, দধি-রস, এবং অসার দধি; এই সপ্তপ্রকারই লিখিত হইল।

দধিবিজ্ঞান সমাপ্ত।

তক্র বিজ্ঞান।

তক্র,—মধুর এবং অম্ল রসবিশিষ্ট এবং পশ্চাৎ কষায়। শুক্র,—উষ্ণবীর্য্য লঘু, রুক্ষ, অগ্নিকর; গরল শোফ, অতিসার, গ্রহণী পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম অরুচি, বিষমজ্বর, তৃষ্ণা, বমন, প্রসেক, শূল মেদ শ্লেষ্মা ও বায়ু; এই সকল রোগঘ্ন; পাকে মধুর, সুখপ্রিয়, মূত্রকৃচ্ছ্র ও পান কিম্বা ভক্ষণ জনিত রোগ হইলে তাহার শান্তিকর; তেজর উদ্দীপক নহে।

তক্র গুণ।

অর্দ্ধাংশ জল মিশ্রিত যে দধি হইতে নবনীত গ্রহণ করা যায়, সেই দধি অত্যন্ত গাঢ় কিম্বা অত্যন্ত তরল না হয় তাহাকে তক্র কহে।

জলরহিত দধি মন্থন করিয়া নবনীত গ্রহণ করিলে, সেই দধিকে ঘোল কহে। সেই ঘোল ক্ষতরোগে, দুর্ব্বল শরীরে, এবং মূর্চ্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্ত পিত্তরোগে এবং গ্রীষ্মকালে সেব্য নহে। অগ্নিমান্দ্যে, কফজ্বরোগে, ইন্দ্রিয় দ্বারের অবরোধে অর্থাৎ মল মূত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় কার্য্য সরল না থাকিলে এবং বায়ু দুষ্ট হইলে ও শীতকালে ঘোল সেব্য জানিবে।

তক্র মধুর হইলে,—শ্লেষ্মা কুপিত পিত্তের শান্তি হয়; অম্ল হইলে,—বায়ুর শান্তি ও পিত্তের বৃদ্ধি হয়।

বায়ুর প্রকোপে অম্লরস বিশিষ্ট তক্র সৈন্ধব লবণ সহিত সেবন বিধেয়। পিত্তে প্রকোপে মধুররস বিশিষ্ট তক্র শর্করা সহযোগে সেব্য এবং শ্লেষ্মার প্রকোপে শুণ্ঠী, পিপ্পলী, মরিচ এবং যবক্ষার যোগে তক্র সেবন বিধেয়।

তর্কুচ্চিকা গুণ।

তর্কুচ্চিকা অর্থাৎ ছানা,—মল মূত্র রোধক, বায়ুবর্দ্ধক, শুক্র ও অতিশয় গুরুপাক।

তক্রাপেক্ষা-ঘণ্ড (ঘোলের) এবং ছানা অপেক্ষা নবনীত লঘুতর।

কিলাট গুণ।

অর্থাৎ ক্ষীর) গুরুপাক, বাতঘ্ন পুরুষত্ব বৃদ্ধিকর এবং নিদ্রাপ্রদ।

সদ্যঃ প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ এবং ঘোরট গুণ।

মধুর, পুষ্টিকর, এবং তেজস্কর।

সদ্যোজাত নবনীত গুণ।

লঘু, কোমল, মধুর, কষায়, ঈষৎ অম্ল, শীতল, পবিত্র, অগ্নি বৃদ্ধিকর, মুখপ্রিয়, মলমূত্রসংগ্রাহক, বায়ুপিত্তঘ্ন, তেজস্কর, অগ্নিমান্দ্য ও অরুচিনাশক, শ্বাস, ব্রণ এবং অর্শরোগের শান্তিকর, রক্ত এবং মেদ, অস্থি বর্দ্ধনকর, বলকর, পুষ্টিকর এবং শোষরোগনাশক। সদ্যোজাত নবনীত বালকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর জানিবে।

অপক্ক দুগ্ধজাত নবনীত গুণ।

অত্যন্ত স্নিগ্ধকর, মধুর, শীতল, কোমলতা সম্পাদক, নেত্রের দীপ্তিকর, মলের সংগ্রাহক, রক্ত পিত্ত এবং চক্ষুরোগের শান্তিকর এবং প্রসন্নকর।

দুগ্ধের দধি গুণ।

বায়ুনাশক, শুক্রকর, বলকর, তেজস্কর, স্নিগ্ধকর, রুচিকর, স্বাদু, গাঢ়, পাকে মধুর, রক্তপিত্তের শান্তিকর এবং গুরুপাক।

পূর্ব্বোক্ত দধি, তক্র এবং নবনীত প্রভৃতির মধ্যে গব্যই উৎকৃষ্ট; ছাগমহিষাদির দুগ্ধে যে সকল দধি ইত্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সেই দ্রব্য স্ব স্ব দুগ্ধের গুণানুরূপ কার্য্যকর জানিবে।

যে যে রোগে দধি দেওয়া যায়।

পীনসরোগে, অতিসার রোগে, শীত-জ্বরে, বিষম-জ্বরে, অরুচিতে; মূত্রকৃচ্ছ্র এবং ক্ষীণ রোগে, বিবেচনানুসারে দধি দেওয়া যাইতে পারে। শরৎকালে, গ্রীষ্মকালে এবং বসন্তকালে প্রশস্ত, কিন্তু রক্তপিত্তাধিকারে এবং কফেতে দধি দেওয়া বিধেয় নহে।

যে যে রোগে তক্র দেওয়া যায়।

শোথরোগে, উদরীরোগে, অর্শরোগে, গ্রহণী রোগে, মূত্রাঘাতরোগে, অরুচিতে, পাণ্ডু রোগে এবং বিষরোগে বিবেচনানুসারে তক্র দেওয়া যাইতে পারে। ক্ষয় রোগে এবং দুর্ব্বল রোগে তক্র দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শীতকালে, অগ্নিমান্দ্যে, কফরোগে, উদরকম্পরোগে এবং দুষ্ট বায়ু জন্য পথরোধ রোগেও তক্রবিবেচনা পূর্ব্বক দেওয়া বিধেয়।

ঘৃত বিজ্ঞান।

ঘৃত।—সৌম্য, শীতবীর্য্য, মৃদু, মধুর, অল্প, অভিষ্যন্দি, স্নিগ্ধকর, উদাবর্ত্ত, উন্মাদ, মৃগী, শূল, জ্বর, আনাহ ও বাত-পিত্তের শান্তিকর, অগ্নির দীপ্তিকর, স্মৃতি মতি, মেধা, কান্তি, স্বর, লাবণ্য, সৌকুমার্য্য, ওজঃ, তেজঃ, বল এবং আয়ুর বর্দ্ধনকর পুরুষত্ব বর্দ্ধনকর, পবিত্র, বয়ঃস্থাপক (শরীর সবল থাকে) গুরুপাক, দৃষ্টি-রহিতকর, শ্লেষ্মাবর্দ্ধনকর, পাপ ও অলক্ষ্মী শান্তিকর, বিষম ও ক্ষয়-নাশক।

গব্যঘৃত গুণ।

পরিপাকে মধুর, শীতল, বাত-পিত্ত ও বিষয়, দৃষ্টির হিতকারী বলকর এবং গুণে সর্ব্বপ্রকার ঘৃতাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

ছাগীঘৃত গুণ।

অগ্নিকর, দৃষ্টির হিতকর, বলবর্দ্ধনকর, কাস, শ্বাস এবং জ্বররোগের উত্তম পথ্য এবং লঘুপাক।

মাহিষঘৃত গুণ।

মধুর-রস গুরুপাক-রক্ত-পিত্তপ্রকোপকর, বাতপিত্তের শান্তিকর এবং শীতল।

মেষী ঘৃত গুণ।

লঘু, পিত্তের প্রকোপকর নহে; কফরোগে, বায়ুরোগে, যোনি রোগে, শোথরোগে এবং কণ্ডু-বিশেষ হিতকর।

একশফ জন্তুর ঘৃত গুণ।

লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কষায়, কফর, অগ্নির দীপ্তিকর এবং মূত্ররোধকর।

নারী দুগ্ধের ঘৃত।

অমৃত তুল্য, অগ্নি ও শরীরের বর্দ্ধনকর; বায়ু এবং বিষের শান্তিকর।

হস্তিনীর ঘৃত গুণ।

কষায়, মল-মূত্ররোধক, তিক্ত, অগ্নিকর, লঘু; কফ, কুষ্ঠ, বিষ ও কৃমির হিতকারী।

ক্ষীর ঘৃত গুণ।

মলরোধক, রক্তপিত্ত, জ্বর এবং মূর্চ্ছার শান্তিকর এবং চক্ষুরোগের হিতকর।

ঘৃতের মল গুণ।

মধুর, সারক, যোনিশূল, কর্ণশূল, নেত্রশূল এবং শিরঃশূলের শান্তিকর। ঘৃতের মল,—বস্তিক্রিয়া, নস্য এবং অক্ষিপূরণে উপদিষ্ট হয়।

পুরাতন ঘৃত গুণ।

সারক, পরিপাকে কটু-রস, ত্রিদোষনাশক, মূর্চ্ছা, মেদ, উন্মাদ, উদর-রোগে, জ্বর, গরল, শোফ, অর্শ এবং যোনিশূল, কর্ণশূল ও নেত্রশূলের শান্তিকর এবং অগ্নির দীপ্তিকর। পুরাতন ঘৃত—বস্তিক্রিয়া, নস্য এবং অক্ষি-পূরণেও উপদেশ করা গিয়া থাকে।

পুরাতন ঘৃত,—তিমির, শ্বাস, পীনস ও জ্বর-কাসের শান্তিকর, এবং মূর্চ্ছা, কুষ্ঠ, বিষ, উন্মাদ, গ্রহ এবং অপস্মারনাশক।

একাদশ শত বৎসরের রক্ষিত পুরাতন ঘৃতকে কুম্ভসর্পি কহে, তাহা রক্ষোঘ্ন; উহাপেক্ষা অধিক কালের রক্ষিত ঘৃতকে মহাঘৃত কহে। মহাঘৃত অক্ষয় এবং বায়ুপ্রধান ব্যক্তির পক্ষে পেয়। ইহা বলকর, পবিত্র, মেধাজনক এবং তিমিরনাশক; এই ঘৃত সকল প্রাণির শান্তিকর।

তৈল বিজ্ঞান।

ঘৃত,—আগ্নেয়, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, মধুর, পাকে মধুর, পুষ্টিকর, তৃপ্তিকর, ওজোধর্ম্মের উত্তেজক, সূক্ষ্ম, নিশদ, গুরু, সারক, বিকাসী, তেজস্কর ত্বক্‌কর প্রসন্নতা সম্পাদক, মেধা, দেহের কোমলতা এবং মাংসের দৃঢ়তাকারী, চক্ষুর বলকর, দৃষ্টির হিতকর, মূত্রবোধক, লেখনকর, তিক্ত, পশ্চাৎ কষায়; শীতল, বাতশ্লেষ্মাহারী, রুধিরনাশক; শীত পিত্তজনক নহে; যোনিশূল, গুহ্যশূল এবং কর্ণশূলের শান্তিকর, গর্ভাশয়ের শোধনকর, ছিন্নভিন্ন উৎপিষ্ট, বিদ্ধ, ছিন্ন, মথিত, ক্ষত, লিপ্তিত, ভগ্ন, স্ফুটিত, কারদগ্ধ অগ্নিদগ্ধ বিশ্লিষ্ট, দারিত, অভিহত, কুণ্ডিত, ঘৃণা, ব্যালাদি কর্ত্তৃক দংশন; এই সমুহ স্থলে ও পরিষেচন, মর্দ্দন ও অবগাহনে তিলতৈলই ব্যবস্থেয়।

বস্তিক্রিয়াতে পানে, নস্যে, কর্ণপূরণে ও অন্নপানের সহযোগ ও বায়ু দমনার্থে তৈল ব্যবস্থেয়।

এরণ্ড তৈল গুণ।

মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণ, অগ্নিকর, কটু পশ্চাৎ কষায়, সূক্ষ্ম, নাড়ীশোধনকর, ত্বক্‌কর হিতকর, হৃদ্য, পাকে মধুর এবং বয়ঃস্থাপন (দেহ শীঘ্র জীর্ণ হয় না) যোনি এবং শুক্রের শোধনকর আয়ুষ্য, মেধা, কান্তি, স্মৃতি এবং বলের উৎপাদক, বাত, শ্লেষ্মা ও দেহের অধোভাগের দোষহারক।

নিম্বাদি তৈল গুণ।

নিম্ব, অতসী, শণ, কুসুম্ভ, মূলক, দেবতাড়, ঘোষাফল, অর্ক কম্পিল্ল, সাল, বড় এলাইচ, শীলু, করঞ্জ, ইন্দ্রী, শিগ্রু, সর্ষপ, সুবর্চলা, (তিসী) বিড়ঙ্গ এবং জ্যোতিষ্মতী; এই সমুহের বীজের এবং ফলের তৈল।

দ্রব্যগুণ-দর্পণ।

তীক্ষ্ণ, লঘু, অনুষ্ণ-শীর্য্য, রসে এবং পাকে কটু, দীপক এবং বাত শ্লেষ্মা কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ এবং শিরোরোগের শান্তিকর।

শণ বীজের তৈল গুণ।

বাতঘ্ন, মধুর, বলকর, কটুপাক, নেত্রের অহিতকর স্নিগ্ধ ও উষ্ণ, গুরুপাক এবং পিত্তপ্রকোপকর।

সর্ষপ তৈল গুণ।

কৃমিনাশক, কণ্ডু এবং কুষ্ঠনাশক, লঘু, রুক্ষ, মেধ্য এবং বায়ুর শান্তিকর, লেখনকর, কটু এবং অগ্নির দীপ্তিকর।

ইঙ্গুদী তৈল গুণ।

কৃমিনাশক অল্প তিক্ত, লঘু; কুষ্ঠরোগ এবং কৃমির, এবং দৃষ্টি, শুক্র এবং বলের ক্ষয়কর।

কুসুমবীজের তৈল গুণ।

পরিপাকে কটু, সর্ব্বপ্রকার দোষবর্দ্ধনকর, রক্তপিত্তজনক, তীক্ষ্ণ, নেত্রের অহিতকর এবং বিদাহী।

চিরাতাদি তৈল গুণ।

চিরাতা, তিনিশ, বহেড়া, নারিকেল, কুল, পীলু, জীবন্তী, পিয়াল, কর্ণ্ণদার, সূর্য্যবল্লী, জলাম্বু, এরণ্ডাঙ্কুর, কর্কারুক, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতির তৈল।

মধুর-বীর্য্য এবং পাকে মধুর, বায়ুপিত্তের শমনকর, শীত-বীর্য্য, নেত্রের অহিতকর, মলমূত্রজনক এবং অগ্নিমান্দ্যকর।

মধুকাদি তৈল গুণ।

মধুক গাম্ভারী এবং পলাশের তৈল।

মধুর কষায় ও কফ-পিত্তর।

ভূবরক এবং ভল্লাতক তৈল।

উষ্ণ, মধুর, কষায়, পশ্চাৎ তিক্ত, বায়ু, রক্ত, মেদ, কুষ্ঠ, পেত্ত এবং কৃমির, এবং উর্দ্ধ ও অধো ভাগের দোষ নাশক।

সরল ও দেবদারু আদি তৈল গুণ।

সরল, দেবদারু, গাম্ভীর শিংশপা এবং অগুরু ; ইহাদিগের সারের তৈল।

তিক্ত, কটু, কষায়, দুষ্টব্রণশোধক, শোধনকর, কৃমি, কফ, কুষ্ঠ এবং বায়ুনাশক।

তুম্বি আদি তৈল গুণ।

তুম্বী, কোষাম্র, দন্তী, দ্রবন্তী, শ্যামা, সপ্তলা, নীলি, কম্পিল্ল ও সঘিনী ; ইহাদিগের তৈল।

তিক্ত, কটু, কষায়, দেহের অধোভাগের দোষঘ্ন ; কৃমি, কফ, কুষ্ঠ এবং বায়ুর শান্তিকর ও দুষ্টব্রণের শোধনকর।

যব তিক্তা তৈল গুণ।

সর্ব্বপ্রকার দোষের শান্তিকর, অল্প তিক্ত, অগ্নির দীপ্তিকর, লেখনকর, পথ্য, পবিত্র এবং রসায়ন।

ঐকৈষিকা তৈল গুণ।

ঐকৈষিকা তৈল অর্থাৎ বকপুষ্পের তৈল,—মধুর, অতি শীতল, স্নিগ্ধ, বায়ুর নাশকর এবং শ্লেষ্মার বর্দ্ধনকর।

আম্রবীজের তৈল গুণ।

অল্পতিক্ত, অতি দুর্গন্ধি, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, রুক্ষ, মধুর, কষায় এবং ইহার রসের সম অত্যন্ত পিত্তকর।

সকল তৈলের মধ্যে তিলতৈলই উৎকৃষ্ট জানিবে।

বসা, মেদ এবং মজ্জা বিজ্ঞান।

গ্রাম্য, আনূপ এবং জলচর জন্তুর বসা, মেদ এবং মজ্জা,—শুক্র ; উষ্ণ, মধুর এবং বাতনাশক।

এক-শফ, মাংসভোজী ও জাঙ্গল পশুদিগের বসা, মেদ এবং মজ্জা, [illegible] ল, শীতল, কষায় এবং রক্তপিত্তনাশক।

প্রতুদ অর্থাৎ শীকারী পক্ষী কিম্বা সাধারণ পক্ষী সকলের বসা, মেদ এবং মজ্জা,—শ্লেষ্মানাশক।

ঘৃত, তৈল, বসা, মেদ এবং মজ্জা; এই সকল উত্তরোত্তর গুরুপাক এবং বায়ুর শান্তিকর জানিবে।

মধু বিজ্ঞান।

মধু,—মধুর পশ্চাৎ কষায়, রুক্ষ, শীতল, অগ্নিকর, বর্ণকর, বলকর, লঘু, কান্তিকর, লেখনকর, স্থা[illegible], সন্ধানকর, শোধনকর, রোপণকর সংসর্গ-শক্তির বর্দ্ধনকর, সংগ্রাহী, দুষ্টব্রণ হিতকর, সূক্ষ্মপথগামী, পিত্ত, শ্লেষ্মা, মেদ, মেহ, হিক্কা, শ্বাস, অতিসার, ছর্দ্দি, তৃষ্ণা, কৃমি এবং বিষর; প্রফুল্লকর এবং ত্রিদোষঘ্ন। মধু,—লঘুতা হেতু কফঘ্ন এবং পিচ্ছিলতা, মাধুর্য্য ও কষায় ভাবপ্রযুক্ত বাত-পিত্তঘ্ন।

মধু অষ্টবিধ। যথা; পৌত্তিক, ভ্রামর, ক্ষৌদ্র, মাক্ষিক, ছাত্র, আর্ঘ্য, ঔদ্দালক এবং দাল।

পৌত্তিক মধু গুণ।

ইহা পিঙ্গল বর্ণ পুত্তিকা নামক বৃহৎ মক্ষিকা সংগৃহীত; ইহার বর্ণ মক্ষিঘৃতের ন্যায়, এই পৌত্তিক-মধু সকল প্রকার মধু অপেক্ষা রুক্ষ এবং উষ্ণ, কার বিষ সংযোগজন্য বাতরক্ত এবং পিত্তের প্রকোপকর, ছেদনকর, বিদাহী এবং মাদক।

ভ্রামর মধু গুণ।

ইহা ভ্রমর সঞ্চিত; এই ভ্রামর মধু,—পিচ্ছিল এবং অন্যান্য মধুর অপেক্ষা গুরুপাক।

ক্ষৌদ্র মধু গুণ।

ইহা পিঙ্গল বর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত; ইহার বর্ণ কপিল। এই ক্ষৌদ্র মধু। শীতল, লঘু এবং লেখনকর।

মাক্ষিক মধু গুণ।

ইহা নীলবর্ণ মধ্যম মক্ষিকাকৃত; ইহার বর্ণ তৈলের সম এই মাক্ষিক মধু—গুরুতর এবং রুক্ষ; ইহা সকল প্রকার মধুর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, শ্বাসাদি রোগে ইহা বিশেষরূপে প্রযুক্ত হয়। স্বাদু, গুরুপাক, হিম, পিচ্ছিল এবং রক্ত-পিত্তঘ্ন।

ছাত্রমধু গুণ।

ইহা বোলতার চাক সঞ্চিত; এই বংশীছত্র মধু নানা প্রকার দোষের শান্তিকর, তৃপ্তিঘ্ন এবং অত্যন্ত হিতকারী।

আর্ঘমধু গুণ।

ইহা আর্ঘা মাছির দীর্ঘ মুখবিশিষ্ট ভ্রমর সদৃশ মক্ষিকাকৃত; ইহা নেত্রে বিশেষ হিতকর, কষায়, কটুপাক, তিক্ত অথচ বায়ুবৃদ্ধিকর নহে।

ঔদ্দালক মধু গুণ।

ইহা উইপোকাকৃত; কফিকর, স্বরের হিতকর, কুষ্ঠ এবং বিষঘ্ন; কষায় তিক্ত, অম্লপিত্তকর এবং পাকে কটু।

দাল মধু গুণ।

ইহা ইন্দ্রনীলের সম সূক্ষ্মমক্ষিকা উৎপন্ন, বৃক্ষের কোটরজাত; এই দালমধু—ছর্দ্দি, মেহঘ্ন এবং রুক্ষ।

নূতন মধু গুণ।

পুষ্টিকর, সারক এবং সমধিক শ্লেষ্মানাশক নহে।

পুরাতন মধু গুণ।

মেদ ও স্থূলতানাশক সংগ্রাহী ও লেখন কর।

পক্ক মধু গুণ।

ত্রিদোষের শান্তিকর।

অপক্ক মধুগুণ।

ত্রিদোষের বৃদ্ধিকর।

মধু নানা প্রকার দ্রব্যের সংযোগে নানারূপ রোগ নষ্ট করে। নানাবিধ দ্রব্যের সারাংশ মিলিত জন্য ইহা অত্যন্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্য। দ্রব্য রস, গুণ, বীর্য্য, এবং বিপাকে পরস্পর বিরুদ্ধ; নানাপ্রকার পুষ্পের রস, ইহাতে উৎপন্ন হয় বলিয়া এবং সবিষ মক্ষিকা হইতে জাত হেতু হইতে অত্যন্ত উপচার অর্থাৎ সমস্ত পীড়ার পক্ষে অত্যন্ত প্রতীকার করে।

মক্ষিকার বিষ সংযোগ জন্য সর্ব্ব প্রকার মধুই উক্ত সংযোগে বিরুদ্ধ গুণ প্রাপ্ত হয়। অথবা উষ্ণ হইলে কিম্বা উষ্ণ মিলিত হইলে ইহা বিষের সম হইয়া থাকে। সুকুমার শীতল এবং বিবিধরূপ ঔষধের রস হইতে উৎপন্ন জন্য উষ্ণ সংযোগে ইহার বিপরীত গুণ হয় বৃদ্ধির জলের সহিত মধু মিলিত হইলে অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইয়া থাকে। উষ্ণজল মিলিত মধু যখন কাশে। বাতশ্লেষ্ম; শরিপাকে হয় না এবং উদরেও থাকেনা। এপ্রকার যখন স্থলে পূর্ব্বের সম বিরুদ্ধ গুণ হয় না। অপক্ক মধু অত্যন্ত অহিতকর।

—০—

ইক্ষু বিজ্ঞান।

ইক্ষু—মধুর, পাকেও মধুর, গুরুপাক, শীতল, স্নিগ্ধ, বলকারী রক্ত, মূত্র-বৃদ্ধিকর, রক্তপিত্তম কৃমি এবং কফজনক।

ইক্ষু বিবিধ প্রকার। যথা।—পৌণ্ড্রক (পুঁড়িইক্ষু) ভীরুক, বংশক (সোম-শাড়া ইক্ষু) শতপোরক, কান্তার (কাজলীইক্ষু) তাপসেক্ষু, কাষ্ঠেক্ষু সূচী পত্র, নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর এবং কোশকৃৎ। কেবল মূলতায় তারতম্যে ইক্ষুর জাতিভেদ জানা যায়।

পৌণ্ড্রক এবং ভীরুক ইক্ষু গুণ।

ঈষৎশীতল, মধুর, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর শ্লেষ্মল সারক, অবিদাহী, গুরুপাকে এবং বৃষ্য।

বংশক ইক্ষু গুণ।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার ইক্ষুর সমতুল্য গুণবিশিষ্ট, এবং কিঞ্চিৎ সক্ষার।

শতপোর ইক্ষু গুণ।

বংশকের সম গুণ বিশিষ্ট, কিঞ্চিৎ উষ্ণ এবং বায়ু শান্তিকর।

কাজলি এবং তাপস ইক্ষু গুণ।

এই উভয় প্রকার ইক্ষুই বংশকের সম গুণ বিশিষ্ট।

কান্তেক্ষু গুণ।

কাজলি ও তাপস ইক্ষুর তুল্য গুণকর এবং বায়ুর প্রকোপকর।

সূচীপত্র, লীলপোর, নৈপালীএবং দীর্ঘপত্র ইক্ষু গুণ।

বায়ুর বর্দ্ধনকর, কফপিত্তঘ্ন, কষায় এবং বিদাহী।

কোশকার ইক্ষু গুণ।

গুরু, শীতল, রক্তপিত্ত এবং ক্ষয় রোগঘ্ন। মূল এবং মধ্যভাগ অত্যন্ত মধুর।

সকল প্রকার ইক্ষুর ডগা লবণরসবিশিষ্ট জানিবে।

দন্তনিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুণ।

কফজনক, অবিদাহী, বায়ু পিত্তঘ্ন, মুখের প্রীতিকর এবং তেজস্কর।

যন্ত্র নিষ্পীড়িত ইক্ষুরস গুণ।

গুরুপাক, বিদাহী এবং মল রোধক।

পক্ক ইক্ষুরস গুণ।

(পক্ক অর্থাৎ পাকরূপ ইক্ষুরস) গুরুপাক, সারক, স্নিগ্ধ, তীক্ষ্ণ এবং আন্ত্রশোধার শান্তিকর।

ফাণিত রস।

(ফাণিত অর্থাৎ বাতাসার পাক যোগ্য রস) গুরুপাক, মধুর, নেত্ররোগ কারী, শুক্রকর কিন্তু তেজস্কর নহে এবং ত্রিদোষজনক।

ইক্ষু গুড় গুণ।

সক্ষার, মধুর, অত্যন্ত শীতল নহে, স্নিগ্ধ, মূত্র শোনিতের শোধনকর, কিন্তু অধিক পিত্তশান্তিকর নহে, বাত নাশক, মেদ এবং কফ জনক, বলকর এবং বৃষ্য।

পূর্ব্ব তন গুড় গুণ।

পিত্তনাশক, মধুর, শুক্র বাতনাশক, শোনিতের প্রসাদনকারী অতিশয় গুণ বিশিষ্ট এবং উৎকৃষ্ট দ্রব্য।

মৎসণ্ডিকাখণ্ড এবং শর্করা।

(মৎসণ্ডিকা খণ্ড অর্থাৎ মাৎস্যীন কঠিন কিম্বা নিরস গুড়) এবং (শর্করা অর্থাৎ চিনি)—নির্ম্মল, শীতল, স্নিগ্ধ, গুরুপাক, মধুর, বৃষ্য এবং রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণা নাশক। ইহারা ক্রমশঃ যত নির্ম্মল হয়, ততই স্নিগ্ধ, মধুর, গুরুপাক, শীতল এবং সারক হয়। মৎসণ্ডিকাখণ্ড এবং শর্করা,—স্বভাবতঃ যেরূপ গুণবিশিষ্ট; ইহাদিগকে ভাবিত করিলে ও তদ্রূপ গুণকারী জানিতে হইবে। শর্করা যত সারবিশিষ্ট নির্ম্মল এবং ক্ষারহীন হইবে, ততই গুণকারী জানিবে।

মধুশর্করা।

ছর্দ্দি এবং অতিসার নাশক, কফ ও ছেদনকর, মুখপ্রিয়, কষায়-মধুর, পাকে ও মধুর।

যবাস শর্করা গুণ।

মধুর, কষায়, পশ্চাত তিক্ত, শ্লেষ্মা নাশক এবং সারক।

[illegible] শর্করা গুণ।

[illegible] এবং রক্তপিত্তঘ্ন, এবং ছর্দ্দি, মূর্চ্ছা, পিপাসা নাশক।

মধুক পুষ্পজাত ফাণিত গুণ।

মধুকপুষ্প (অর্থাৎ মউল পুষ্প জাত ফাণিত) বাত-পিত্তের প্রকোপকর, কফনাশক, মধুর, পাকে কষায়, এবং বস্তিদোষ নাশক।

মদ্য বিজ্ঞান।

অম্লরসযুক্ত সর্ব্ব প্রকার মদ্যই পিত্তপ্রকোপকর, অগ্নিকর, কফকর ভেদক বাদক বাতশ্লেষ্মনাশক, মুখপ্রিয়, বস্তিশোধনকর, লঘুপাক, বিদাহী উষ্ণ তীক্ষ্ণ, ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক, প্রফুল্লকর, এবং মলমূত্রের বর্দ্ধনকর।

মাধ্বীক মদ্য গুণ।

মাধ্বীক মদ্য অর্থাৎ দ্রাক্ষা কিম্বা আঙ্গুরমদ্য, অবিদাহী, মধুর, কষ্ণ পশ্চাৎ কষায়, লঘু, সারক; এবং শোষরোগ ও বিষমজ্বর নাশক; ইহা মধুর বলিয়া রক্তপিত্তরোগে ও বাবহেয় জানিবে।

খর্জ্জুর মদ্য গুণ।

খার্জ্জুরমদ্য দ্রাক্ষামদ্যের সহিত অল্পই প্রভেদ জানিবে। বায়ুর বর্দ্ধনকর, বিশদ, কফিকর, কফনাশক, কৃশকারী, লঘু, কষায়, মধুর, মুখপ্রিয়, সুগন্ধি ও ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

সুরা গুণ।

সামান্যতঃ কাশ, অর্শ, গ্রহণী-দোষ, মূত্রাঘাত, এবং বায়ুর শান্তিকারিণী, শুক্র এবং রক্তক্ষয়ে বিশেষ হিতদায়িনী এবং পুষ্টি ও অগ্নির উত্তেজকারিণী।

শ্বেতাজাত সুরা গুণ।

শ্বেতাজাত সুরা (অর্থাৎ শর্করা জাত সুরা) কাস, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস এবং প্রতিশ্যায় রোগে এবং হৃদ্দি, অরুচি, হৃদয় এবং কুক্ষিদেশের বেদনার এবং শূল রোগের বিনাশকারিণী, এবং মূত্র, কফ, শুক্র, রক্ত এবং মাংসের বর্দ্ধনকারিণী।

যবজাত সুরা গুণ।

দোষের প্রসন্ন কারিণী, কফ, বাত-অর্শ, ও কোষ্ঠ রোগের শান্তিদায়িনী এবং পিত্ত ও অল্প কফকারিণী, এবং রুক্ষ।

মধুলিকাজাত সুরা গুণ।

মধুলিকা জাত (অর্থাৎ ঘউরিজাত) সুরা,—পূর্ব্বোক্ত যবজাত সুরার সমগুণ বিশিষ্টা, মল মূত্ররোধিনী, গুরু এবং শ্লেষ্মকারী।

আক্ষিকীজাত সুরা গুণ।

আক্ষিকীজাত সুরা, (অর্থাৎ তিনপত্রক জাতসুরা)—পূর্ব্বোক্ত সুরা সামান্যের গুণ বিশিষ্টা, রুক্ষা, অল্পকফকারী, তেজোবৃদ্ধি এবং পরিপাককারিণী।

কোহল মদ্য গুণ।

কোহলকদ্য (অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মদ্যবিশেষ) বায়ু পিত্ত এবং কফের বৃদ্ধিকর, ভেদক, তেজস্কর, এবং মুখপ্রিয়।

জগল মদ্য গুণ

(জগল মদ্য দ্রাক্ষা নিঃসৃত) ইহা মলমূত্ররোধক, উষ্ণ, পরিপাককর, রুক্ষ এবং পিপাসা, কফ, শোফঘ্ন।

বরুস মদ্য গুণ।

হর্ষজনক; প্রবাহিকা, আটোপ, অর্শ, ও বায়ুজন্য শোফের শান্তিকর, এবং সারক; শক্তিকরে বলিয়াইহা সংগ্রাহক ও বায়ুর প্রকোপকর, অগ্নিকর মলমূত্র জনক, বিশদ, অল্পমাদক এবং গুরুপাক।

গৌড়-সিধু গুণ

ইহা গুড়জাত তীক্ষ্ণ মদ্য,—কষায় মধুর, পাচক এবং অগ্নিদীপ্তিকর।

শার্কর শীধু গুণ।

ইহা শর্করা জাত তীক্ষ্ণমদ্য,—মধুর, রুচিকর, অগ্নিদীপ্তিকর, বাত-শোধনকর, বাত-নাশক, পরিপাকে মধুর, হৃদ্য এবং ইন্দ্রিয়ের উত্তেজক।

পক্বরসজাত শীধু গুণ।

ইক্ষুরস গুড়, চিনি প্রভৃতি কোন দ্রব্যের রস অগ্নিতে চোয়াইয়া এই মদ্য প্রস্তুত হয়। এক্ষণে প্রচলিত ইংরাজী ভাষাতে ইহাকে রম, কিম্বা স্পিরিট বলিলে বলা যাইতে পারে। এই মদ্য,—পূর্ব্বোক্ত গুণযুক্ত, বল এবং বর্ণকর, সারক, শোফঘ্ন অগ্নির দীপ্তিকর, হৃদ্য, রুচিকর, ছেদ্য এবং অর্শের হিতকর।

আম্বিক শীধু গুণ।

দেহকৃশকারী, শীতল-রস যুক্ত, শোথ এবং উদররোগের, বলকর, জারক, স্বর এবং স্ত্রীর পক্ষে বিশেষোপযোগী, কোষ্ঠরোধ এবং অর্শরোগের শান্তিকর, পাণ্ডুরোগের, মলমূত্রের কঠিনতা সম্পাদক, লঘু কষায়, মধুর, পিত্তনাশক এবং শোণিত প্রসাদনকর।

জম্বির-শীধু গুণ।

ইহা আমফলের মদ্য,—মলমূত্ররোধক, কষায় এবং বায়ু প্রকোপকর।

সুরাসব গুণ।

তাল খর্জ্জুরাদির রস মাতিয়া উঠিলে এই সুরাসব কহে,—ইহা তীক্ষ্ণ, হৃদ্য, মূত্রবৃদ্ধিকর, কফ এবং বায়ু-শান্তিকর, মুখপ্রিয়, স্থিরমদ অর্থাৎ মত্ততা অধিকক্ষণ স্থায়ী এবং বায়ুনাশক।

সন্ধ্যাসব গুণ।

ইহা মধু হইতে প্রস্তুত হয়,—এই মদ্য,-লঘু, ছেদক, মেহ, কুষ্ঠ এবং বিষের শান্তিকর, তিক্ত, কষায়, শোফঘ্ন তীক্ষ্ণ স্বাদু অথচ বায়ুবৃদ্ধিকর কহে।

মৈরেয় আসব গুণ।

এই মদ্য ধাতকীপুষ্প, গুড় এবং আমানি সহযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা তীক্ষ্ণ, কষায়, মাদক, অর্শ, কফ ও গুল্মনাশক; কৃমি, মেদ এবং বায়ুর শুষ্কর ও গুরুপাক।

মৃদ্বীক ইক্ষু-রসাসব গুণ।

এই মদ্য আঙ্গুর ও ইক্ষুরস সহযোগে প্রস্তুত হয়, ইহাকে ভিনিগার কিম্বা ছিরকা কহে। ইহা বলকর, পিত্তঘ্ন এবং বর্ণকর।

মধুপুষ্পজাত-মধু গুণ।

ইহা মধু পুষ্পজাত অর্থাৎ মউল পুষ্প জাত ইহা বিদাহী, অগ্নিকর, বলকর কফ, কষায় এবং বাতপিত্তের প্রকোপকর।

অপর অপর বৃক্ষ, মূল এবং ফলজাত আসবের গুণ, তাহাদিগের রসের দ্বারা নির্ণয় হইবে।

নূতন মদ্য গুণ।

নেত্ররোগকারী, শুষ্কপাক, বায়ু পিত্ত এবং কফের প্রকোপকর, অনিষ্ট গন্ধবিশিষ্ট, বিরস, অপ্রিয় এবং বিদাহী।

পুরাতন মদ্য গুণ।

সুগন্ধবিশিষ্ট, অগ্নিকর, মুখপ্রিয়, কফিকর, কৃমিঘ্ন, নাড়ীপথের শ্লেষ্মনাশকর লঘু এবং বায়ু-পিত্তঘ্ন।—

অরিষ্ট।

অরিষ্ট অর্থাৎ আসব দ্রব্য সহযোগে সংস্কৃত হওয়া জন্য বিশেষ গুণকারী। তজ্জন্য বহ্নিদীপ্তকর এবং সকল দোষের সমতাকারক, কফ-বাতঘ্ন, সারক, পিত্তবিরোধকারী, শূল, আধ্মান, উদরোগ, প্লীহা, অজীর্ণ এবং অর্শের বিশেষ হিতকর। পিপ্পল্যাদিগণের সহযোগে অরিষ্ট প্রস্তুত করা হইলে, কফরোগের শান্তিকর হইয়া থাকে।

অরিষ্ট, আসব এবং শীধু, ইহাদিগের দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া এবং প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিশেষরূপে জানিয়া ব্যবহার করা বৈদ্যের জানিবে। যেহেতু ইহারা মাঢ় হইলে,—বিদাহী, দুর্গন্ধযুক্ত, বিরস, কৃমিকর এবং গুরুপাক হয়। তরল হইলে, অপ্রিয় এবং তীক্ষ্ণ হয়। মন্দ পাত্রে থাকিলে—উষ্ণ হয়।

যে মদ্য অল্প ঔষধিযুক্ত (অর্থাৎ দ্রব্যাদির যে পরিমাণে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার কোন দ্রব্যের ভাগ অল্প, কিম্বা কোন দ্রব্যের অভাব) পর্য্যুষিত, নির্ম্মল ও পিচ্ছিল কিম্বা যাহা পাত্রে অবশিষ্ট থাকে (অর্থাৎ পাত্রের তলায় কিঞ্চিৎ থাকে) এমত মদ্য পরিত্যাগ করিবে।

যে মদ্যের উপকরণ দ্রব্য অল্প এবং যাহা তরল ও পিচ্ছিল নেই মদ্য গুরুপাক, কফের প্রকোপকর এবং আশু পরিপাক হয় না।

যে মদ্যের উপকরণ দ্রব্য অধিক হয়, তাহা পিত্তপ্রকোপকর, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহী, অপ্রিয়, ফেনিল, দুর্গন্ধযুক্ত, কৃমিকর, বিরস এবং গুরুপাক হয়। পর্য্যুষিত হইলে বায়ুর প্রকোপকর যদ্য, এবং এসকলপ্রকার দোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যে মদ্য অধিককাল থাকিয়া জাত রস হয়, তাহা বাত শ্লেষ্মার শান্তিকর, কফিকর, দোষরহিত; সুগন্ধিবিশিষ্ট সেবনীয় এবং মাদক।

রস, এবং বীর্য্য প্রভেদে মদ্য নানারূপ জানিতে হইবে। মদ্যের বীর্য্য—সূক্ষ্ম, উষ্ণ তীক্ষ্ণ, এবং প্রফুল্লকর জন্য জঠরানলের সহিত হৃদয়-দেশস্থ ধমনীপথে প্রবেশ করতঃ ঊর্দ্ধ গমন পূর্ব্বক মন এবং ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্কুচিত করিয়া উন্মাদিত করিয়া।

শ্লেষ্মা প্রকৃতির লোক মদ্য পান করিলে অধিক বিলম্বে মত্ত হয়, বায়ু প্রকৃতির লোক মদ্য পান করিলে অনতিবিলম্বে মত্ত হয় এবং পিত্ত প্রকৃতির লোক মদ্য পান করিলে সত্বরই মত্ত হইয়া উঠে।

মদ্যপানে মত্ত হইয়া উঠিলে স্বাভাবিক প্রকৃতি লোকের শৌচ, দাক্ষিণ্য, হর্ষ, সৌন্দর্য্যের ইচ্ছা এবং গীত, অধ্যয়ন, সৌভাগ্য এবং সুরত তে তাতে উৎসাহ জন্মে। রাজসিক প্রকৃতি লোকের দুঃশীলতা, সাহস পূর্ব্বক আত্মপ্রশংসা, এবং কলহ মন বর্দ্ধিত হয়। তামসিক প্রকৃতি লোকের অশৌচ, নিদ্রা, মাৎসর্য্য অগম্যাদিতে গমনেচ্ছা এবং অসত বাক্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

শুক্ত বিজ্ঞান

কোন প্রকার কিম্বা মূল লবণ মিলিত তৈলে ফেলিয়া শুষ্ক করিবে তৎপর তাহা জলে ফেলিয়া রাখিলে তাহা মাতিয়া উঠে, সেই জলকে ছিকা কিম্বা ভিনিগার অথবা শুক্ত কহে।

শুক্ত—রক্তপিত্তকর, ছেদক, স্থূলত্ব বিকৃতিকর হারক, শ্লৈষ্মা, পাণ্ডু ও কৃমিঘ্ন, এবং লঘুপাক।

শুক্ত চোয়াইয়া যে রস উৎপন্ন হয়, তাহা তীক্ষ্ণাগ্নি, মূত্রল, মূদ্য, কফ-নাশক, কটুপাক এবং বিশেষ রুচিকর।

গুড়, রস অথবা মধু সহযোগে যে সমস্ত শুক্ত জন্মে, সেই সকল শুক্ত-নেত্ররোগকর। গুড়জাত অপেক্ষা রসজাত শুক্ত লঘুতর এবং রসজাত অপেক্ষা মধুজাত শুক্ত লঘুতর।

তুষোদক গুণ।

পর্য্যুসিত অন্নের আমানিকে তষোদক কহে ইহা অগ্নিকর বায়ু, ছর্দ্দিরোগ, পাণ্ডুরোগ এবং কৃমিরোগঘ্ন।

গৌরীরক গুণ।

ইহাও আমানি বিশেষ। ইহা গ্রহণী এবং অর্শরোগের শান্তিকর এবং ভেদক।

ধান্যাম্ল গুণ।

আমনি অধিক দিন রাখিলে মাতিয়া নির্ম্মল জলের সম যে কাঞ্জি জন্মে, তাহাকে ধান্যাম্ল কহে; ইহা অগ্নিকর, দাহবাশক, মর্দ্দনে এবং পানে বাতশ্লেষ্মা এবং পিপাসা নাশক এবং লঘুপাক। ধান্যাম্ল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, তজ্জন্য এক গণ্ডুষ পান করিলে তৎক্ষণাৎ কফের শান্তি হয় এবং মুখের বিরসতা, দুর্গন্ধ, মনের কঠিনতা এবং শ্রান্তি নিবারিত হয়। ধান্যাম্ল,—অগ্নিকর, জারক, ভেদক এবং আস্বাপনের পক্ষে বিশেষ উপকারী সমুদ্রতীরবাসী জনগণের প্রকৃতিসিদ্ধ সেবা।

মূত্র বিজ্ঞান।

গো, মহিষ, ছাগ, মেষ, অশ্ব হস্তি গর্দ্দভ এবং উষ্ট্র; ইহাদিগের মূত্র,—তীক্ষ্ণ, কটু, উষ্ণ, তিক্ত, পশ্চাৎ লবণ-রসবিশিষ্ট, লঘু, শোধনকর কফ, বাত, কৃমি, গর, বিষ, গুল্ম, অর্শ, উদররোগ, কুষ্ঠ, শোফ, অরুচি এবং পাণ্ডুরোগের শান্তিকর, ক্ষুধা এবং অগ্নিদীপ্তিকর।

গো মূত্র গুণ।

কটু, তীক্ষ্ণউষ্ণ ও ক্ষারবিশিষ্ট জন্য বায়ুর প্রকোপকারী নহে লঘু, অগ্নির দীপ্তিকর, পবিত্র পিত্তল, বাতশ্লেষ্মার শান্তিকর, শূল, গুল্ম, উদর-রোগ, আনাহ আদি রোগে এবং বিরেচন আস্থাপন-আদি মূত্রসাধ্য কার্য্যে গব্যমূত্র ব্যবহৃত হয়।

মাহিষমূত্র গুণ।

অর্শ, উদররোগ, শূল, কুষ্ঠ, মেহ, আনাহ, শোফ, গুল্ম এবং রোগ শান্তিকর।

ছাগমূত্র গুণ।

কাস এবং শ্বাসরোগনাশক; শোথ, কামলা এবং পাণ্ডুরোগহারী; কটু তিক্ত এবং ঈষৎ বায়ু প্রকোপকর।

মেষমূত্র গুণ।

কাস, প্লীহা, উদররোগ, শ্বাস, এবং শোষরোগহারী; মল সংগ্রাহক এবং লবণ, তিক্ত ও কটুরসযুক্ত এবং উষ্ণ ও বাতনাশক।

অশ্বমূত্র গুণ।

অগ্নিবৃদ্ধিকর, কটু, তীক্ষ্ণ এবং উষ্ণ; বাত ও চিত্তবিকারনাশক; কফঘ্ন কৃমি ও দদ্রুরোগনাশক।

হস্তিমূত্র গুণ।

তিক্ত এবং লবণ-রসযুক্ত, ভেদক, বাতনাশক, পিত্তের প্রকোপকর এবং তীক্ষ্ণ। এই হস্তিমূত্র ক্ষারক্রিয়া এবং প্লীহা রোগে বিশেষ ব্যবস্থেয়।

গর্দ্দভমূত্র গুণ।

তীক্ষ্ণ অগ্নিকর, কৃমি, বাত ও কফঘ্ন; গরল, চিত্তবিকার এবং গ্রহণীরোগে হিতকারী।

করভমূত্র গুণ।

শোফ, কুষ্ঠ উদররোগ, উন্মাদ, বায়ুরোগ, অর্শ এবং কৃমিরোগনাশক।

মানুষমূত্র গুণ।

পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গুণযুক্ত এবং বিষঘ্ন।
দেশ এবং কাল ভেদে এই সর্ব্বপ্রকার মূত্র রোগ বিশেষ ব্যবস্থেয়।

অন্নাদি বিজ্ঞান।

শালিধান্য গুণ।

লোহিত, কমল, কর্দ্দম, পাণ্ডু, সুগন্ধ, শকুনাহৃত, পুষ্পাণ্ডক, পুণ্ডরীক, মহাশালি, শীত-ভীরুক, রোধ্রপুষ্পক, দীর্ঘশূক, কাঞ্চন, রহিত-মস্তক, হায়ন, দূষক এবং মহাদূষকাদি; ইহাদিগকে শালিধান্য বলে।

শালিধান্য,—মধুর, শীতবীর্য্য, লঘুপাক, বলকর, পিত্তনাশক, অল্প বায়ু এবং কফ প্রকোপকর, স্নিগ্ধ, মলের অল্পতাকারী এবং মলরোধক। সর্ব্ব-প্রকার শালিধান্যের মধ্যে লোহিত ধান্যই উৎকৃষ্ট। লোহিতশালি, দোষনাশক, শুক্র এবং মূত্রবৃদ্ধিকর, নেত্র এবং স্বরের পক্ষে হিতকারী, বর্ণ এবং বলকর, হৃদ্য এবং শ্রান্তিহারক, ব্রণের পক্ষে হিতসাধক, এবং জ্বর সর্ব্বপ্রকার দোষ ও বিষের শান্তিকর। অন্যান্য শালিধান্য উত্তরোত্তর অল্প গুণবিশিষ্ট জানিবে।

ষষ্টিধান্য গুণ।

ষষ্টি, কনুক, মুকুন্দ, পীত, প্রমোদ, কাকল, আসনপুষ্প, মহাষষ্টি, চূর্ণ-কুরুর এবং কেদারাদি; এই সকল ধান্যকে ভাষায় ষাটধান্য বলে।

ষাট্‌ধান্য,—রসে এবং পাকে মধুর, বাত-পিত্তঘ্ন, গুণে প্রায় শালি-ধান্যের সদৃশ, পুষ্টিকর, কফ এবং শুক্রের বৃদ্ধিকর। ষাট্‌ধান্যের মধ্যে ষষ্টিধান্যই প্রধান। ষষ্টিধান্য—পশ্চাৎ ইক্ষু-রসযুক্ত, লঘু, স্নিগ্ধ, স্নিগ্ধ, ত্রিদোষনাশক; দেহের স্থৈর্য্য ও বলবৃদ্ধিকারী, বিপাকে মধুর, সংগ্রাহী এবং শালিধান্যের মধ্যে লোহিত-ধান্যের সম গুণকারী। অন্যান্য ষাট্‌ধান্য পর পর গুণের অল্পতা জানিবে।

ব্রীহীধান্য গুণ।

কৃষ্ণব্রীহী, শালামুখ, অতুমুখ, নন্দীমুখ, অবাঙ্মক, ভূরিভূক, কুকুটাণ্ড, পারাবত এবং পটলাদি; ইহাদিগকে ব্রীহী অথবা আশুধান্য বলে।

এই আশুধান্য,—কষায় মধুর, পাকে মধুর এবং শীত-বীর্য্য নহে, অল্প নেত্ররোগকারী, ষষ্টিধান্যের সম গুণকারী এবং মলের সংগ্রাহক। এই ব্রীহীধান্য সকলের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহা পশ্চাৎ কষায়

রসবিশিষ্ট এবং লঘু। অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার ব্রীহীধান্য উত্তরোত্তর অল্প-গুণকারী।

দগ্ধভূমিজাত শালিধান্য গুণ।

যে সমস্ত শালিধান্য দগ্ধভূমিতে উৎপন্ন হয়, তাহারা লঘুপাক, কষায়, রসগুণের সংগ্রাহী, কফ ও শ্লেষ্মাহারক।

স্থলজাত ধান্য গুণ।

স্থলজাত অর্থাৎ উচ্চভূমিজাত ধান্য,—ঈষৎ তিক্তযুক্ত, মধুর, বায়ু ও অগ্নিবর্দ্ধক, কফ এবং পিত্তঘ্ন, কষায় এবং পশ্চাৎ কটু।

কৈদার ধান্য গুণ।

মধুর, স্নিগ্ধ, বলকর, পিত্তের শান্তিকর, ঈষৎ কষায়, অল্প মলকারী-গুরুপাক, কফ এবং শুক্রের বর্দ্ধনকর।

রোপ্যাতিরোপ্য ধান্য গুণ।

লঘুপাক, অত্যন্ত গুণকারী, অবিদাহী, দোষঘ্ন, বলকর এবং মূত্রবর্দ্ধক।

অঙ্কুরবিশিষ্ট শালিধান্য গুণ।

যে সমস্ত শালিধান্যের অগ্রে অঙ্কুরবিশিষ্ট, তাহারা রুক্ষ, মলবর্দ্ধনকর, তিক্ত, কষায় পিত্তনাশক এবং শ্লেষ্মাজনক।

কু-ধান্য বিজ্ঞান।

কোরদূষক (অর্থাৎ ছোট মটর) শ্যামা (অর্থাৎ শ্যামাতৃণ) নীবার (অর্থাৎ আধাধান্যে যে রুক্ষ জন্মে তাহার শস্য শান্তনু, তুরব (অর্থাৎ আড়কী অথবা অরহর কলাই) কোদ্দালক (অর্থাৎ কেদোধান্য) পিঞ্জু (অর্থাৎ কোঁয়ুধান্য) মধুলিকা, নান্দীমুখী কুকবিন্দ (অর্থাৎ কুলথ কলাই) যাবেষুক (অর্থাৎ গড়যাড়ে বাকুক, উদপনী মুকুন্দ ও কেনযবাদি; ইহা-দিগকে কু-ধান্য কহে।

এই সকল কু-ধান্য—উষ্ণ, কষায়, মধুর, রুক্ষ, কটুপাক, ক্লেদ নাশক, স্রাবরোধক এবং বায়ুপিত্তের প্রকোপকর।

ইহাদিগের মধ্যে কোদ্রব, নীবার, শ্যামা এবং শাণ্ডুল—ইহারা কষায়, মধুর এবং শীত-পিত্তঘ্ন;

প্রিয়ঙ্গু চারি প্রকার। যথা; কৃষ্ণ, রক্ত, পীত এবং শ্বেত প্রিয়ঙ্গু। ইহারা উত্তরোত্তর অধিক অধিকতর গুণকারী, রুক্ষ, বলকর।

মধুলী,—মধুর এবং শীতল।

নান্দীমুখী, স্নিগ্ধ।

কক্কক এবং মুকুন্দ,—অতিশয় শোধনকারী।

বেণুযব,—রুক্ষ, উষ্ণ-বীর্য্য, কটুপাক, মূত্ররোধক, কফঘ্ন, এবং বাতের প্রকোপকর।

মুদ্গ আদির গুণ।

মুদ্গ, বনমুদ্গ, কলায়, মকুষ্ঠ, মসূর মঙ্গল্য, চনক, সতীন (অর্থাৎ মটর) ত্রিপুটক, হরেণু (অর্থাৎ কলাই বিশেষ) এবং আঢ়কী আদি; ইহাদিকে বৈদল কহে।

এই সকলপ্রকার বৈদল,—কষায়, মধুর, শীতল, কটুপাক, এবং বায়ুর প্রকোপকর, মলমূত্ররোধক এবং পিত্তের আনাশক।

এই সকল বৈদলের মধ্যে মুদ্গ অর্থাৎ মুগ অধিক বায়ু বৃদ্ধিকর নহে এবং দৃষ্টির হিতকারী।

বনমুদ্গগুণ।

অর্থাৎ বনমুগ,—মুগের সম গুণবিশিষ্ট।

মসূর গুণ।

মসূর,—পাকে মধুর এবং শ্লেষ্মা বর্দ্ধনকর।

মকুষ্ঠ (কলাই বিশেষ) কৃমিকর এবং অত্যন্ত বায়ুর প্রকোপকর;

আঢ়কী,—কফপিত্তঘ্ন এবং বায়ুর প্রকোপকর নহে।

চনক অর্থাৎ ছোলা,—বায়ুবর্দ্ধনকর, শীতল, মধুর, কষায়, রুক্ষ, কফ এবং রক্তপিত্ত-শান্তিকর এবং শুক্রযন্ত্রনাশ।

হরেণু এবং সতীন,—মলবৃদ্ধিকর।

মুগ, বনমুগ এবং মসুর ব্যতীত সকল দ্বিদলই আধ্মানকর জানিবে।

মাষ অর্থাৎ মাষকলাই,—শুক্রপাক, মূত্রমূত্র ভেদক, স্নিগ্ধ-উষ্ণ-বীর্য্য, ত্রিদোষ, মধুর বায়ুর শান্তিকর, অধিক তৃপ্তিকর, শুক্রজনক, বলকর এবং শুক্র ও কফ বৃদ্ধিকর। মাষকলাই,—কষায় রসযুক্ত হইলে মলভেদক, মূত্রবৃদ্ধিকর এবং কফজনক হয় না এবং বিপাকে মধুর, গুণবিশিষ্ট অগ্নিনাশক, তৃপ্তিকর, শুক্রকর এবং রুচির হয়।

আঢ়কগুপ্তাদি গুণ।

আঢ়কগুপ্ত অর্থাৎ আলকুশীবীজ,—মাষকলাই সমগুণকারী কষায়প্রযুক্ত মূত্রমূত্র ভেদক, কিন্তু কফজনক নহে, পাকে মধুর, তৃপ্তিকর, শুক্রকর এবং রুচিকর।

কাকাণ্ডফল,—আঢ়কগুপ্তের সদৃশ গুণশালী।

বন্যমাষ,—রুক্ষ, কষায় এবং অবিদাহী।

কুলত্থাদি গুণ।

কুলত্থ কলাই,—উষ্ণবীর্য্য, কষায়, রস, কটুপাক, কফ এবং বায়ুনাশক, মলের সংগ্রাহক, শুক্রাশ্মরী, গুল্ম, পীনস, আনাহ, মেদ, কোষ্ঠবদ্ধতা হিক্কা এবং শ্বাস; এই সমস্ত রোগের পক্ষে হিতকর। রক্তপিত্তজনক এবং কফ ও নেত্ররোগ নাশক।

বনকুলত্থকলাই,—পূর্ব্বোক্ত কুলত্থ কলাইয়ের সদৃশ গুণশালী, বিশেষতঃ ঈষৎ কষায়, তিক্ত ও মধুর, সংগ্রাহক, পিত্তকর এবং উষ্ণ।

তিল,—পাকে মধুর, বলকর স্নিগ্ধ, ব্রণের আলেপনে হিতকর অগ্নিকর মেধাজনক মূত্রের লাঘবকারী, শুক্রবর্দ্ধনকারী, দন্ত এবং কেশের পক্ষে হিতকর, বায়ুনাশক এবং শুক্রপাক।

সকল প্রকার তিলের মধ্যে কৃষ্ণতিল শ্রেষ্ঠ, শ্বেত তিলমধ্যম, অন্যান্য তিল নিকৃষ্ট জানিবে।

যবাদি গুণ।

যব, কষায়, মধুর হিম, কটুপাক, কফ পিত্তঘ্ন, ব্রণরোগে পথ্য, মূত্রদোষ এবং অন্যান্য বায়ু জন্য তেজের বর্দ্ধনকর, শরীরের স্নিগ্ধতা, অগ্নি-

মেধা, স্বর, এবং বর্ণকর, পিচ্ছল, মেদ এবং তৃষ্ণা নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, রুক্ষ এবং রক্ত পিত্তঘ্ন।

অভিষব অর্থাৎ যববিশেষ;—সকল প্রকার যব হইতে কিঞ্চিৎ অল্পগুণ বিশিষ্ট।

গোধূম, মধুর, বলকর, গুরু, স্থৈর্য্যকারী, রুচিকর এবং শুক্রের বর্দ্ধনকারী, স্নিগ্ধ, শীতল, বায়ুপিত্তঘ্ন, সন্ধানকর, শ্লেষ্মকর এবং সারক।

শিম্বা অর্থাৎ শুঁটী,—রুক্ষ, কষায়; এবং বিষ, শোফ, শুক্র, শ্লেষ্মা ও দৃষ্টির অপ্রকারী, বিদাহী কটুপাক, মধুর, মলভেদক, ও বায়ুপিত্ত বর্দ্ধনকর। শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত এবং রক্তবর্ণ ভেদে শিম্বা বহু প্রকার হয়। ইহারা যথাক্রমে গুণশালী; রসে এবং পাকে কটু এবং উষ্ণ। শিম্বা,—মূল হইতে, এবং লতা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহারা পাকে এবং রসে মধুর, বলকর পিত্তঘ্ন, আশু বিদাহী, রুক্ষ, অধিকক্ষণস্থায়ী। থাকিয়া পরিপাক হয় এবং বায়ু বৃদ্ধিকরে। সকল প্রকার বৈদলকে অর্থাৎ কলাই আদি দ্বিদলকে শিম্বা বলে; শিম্বা রুচিকর এবং দুর্জ্জর অর্থাৎ সহজে পরিপাক হয়না।

অতসী অর্থাৎ তিসী,—উষ্ণ, স্বাদু, বায়ুনাশক, পিত্তের বর্দ্ধনকর এবং কটুপাক।

কুসুম্ভ অর্থাৎ কুসুমবীজ,—রসে এবং পাকে কটু, কফনাশক, বিদাহী সুতরাং অহিত সাধক।

সর্ষপ অর্থাৎ সরিসা-রসে এবং পাকে কটু, এবং রক্তপিত্তের প্রকোপকারী। শ্বেত-সর্ষপ,—পূর্ব্বোক্ত সর্ষপের সমগুণ যুক্ত বিশেষতঃ তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রুক্ষ এবং কফবায়ুর নাশক।

যে প্রকার ধান্যই হউক, উপযুক্ত ঋতুতে উৎপন্ন নাহইলে, ব্যাধি দ্বারা নষ্ট হইলে, প্রণালী মতে এবং ভূমিতে না জন্মিলে কিম্বা নূতন হইলে গুণ বিশিষ্ট হয়না।

নূতনধান্য, নেত্ররোগকারী, এক বৎসরের পুরাতন ধান্য লঘু জানিবে। ধান্য বিকৃত হইলে অর্থাৎ অঙ্কুর না থাকিলে, বিদাহী, গুরু বিষ্টম্ভী এবং দৃষ্টির অহিতকারী হইয়া থাকে।

মৎস্য বিজ্ঞান।

জলচর, সজল-দেশ বাসী, গ্রাম্যবাসী, মাংসভোজী, একশফ এবং জাঙ্গল এই ছয় প্রকার মাংস কথিত আছে। ইহারা উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ জলচর অপেক্ষা সজল-দেশবাসী শ্রেষ্ঠ, তাহাপেক্ষা গ্রাম্যবাসী শ্রেষ্ঠ। অপর অপর এই রূপ জানিবে। ইহারা দুই প্রকার। যথা জাঙ্গল অর্থাৎ বনা এবং অনূপ অর্থাৎ সজল-দেশবাসী।

জাঙ্গল বর্গ।

জাঙ্গল-বর্গ অষ্টবিধ। যথা। জঙ্ঘাল, বিষ্কির, প্রতুদ, গুহাশয়, প্রসহ, পূর্ণমুগ, বিলেশয় এবং গ্রাম্য।

যাহারা জঙ্ঘাদ্বারা দ্রুত গমন করে, তাহাদিগকে জঙ্ঘাল কহে।

যাহারা আহারীয় দ্রব্য খুঁটিয়া খায়, তাহাদিগকে বিষ্কির কহে অর্থাৎ পক্ষিগণ।

যাহারা বলপূর্ব্বক খাদ্য সংগ্রহ করে তাহাদিগকে প্রতুদ, গুহাশয় এবং প্রসহ কহে, ইহারাও পক্ষী বিশেষ।

এই সকল জাঙ্গলদিগের মধ্যে জঙ্ঘাল এবং বিষ্কির এই দুই উৎকৃষ্ট জানিবে।

জঙ্ঘাল মাংস বিজ্ঞান।

এণ, হরিণ, ঋষ্য, কুরঙ্গ, কৃষ্ণাল, কুতমাল, শরভ, শ্বদংষ্ট্র। (অর্থাৎ কুকুরের সম দন্ত বিশিষ্ট পশু) পৃষত (অর্থাৎ শ্বেতবিন্দু বিশিষ্ট মৃগ) অক্ষ-ক্ষর এবং মৃগমাতৃকাদি; ইহা দিগকে জঙ্ঘাল পশু বলা যায়। ইহারা কষায়, মধুর লঘু, বাত ও পিত্তঘ্ন, তীক্ষ্ণ, হৃদ্য এবং বস্তিশোধনকর।

এণ মাংস গুণ।

কষায়, মধুর, হৃদ্য রক্তপিত্ত এবং বক্ষর, সংগ্রাহী, কফকর বলকর এবং লঘু।